নব-কথা গ্রন্থমালার তৃতীয় উপন্যাস

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিরচিত

প্রকাশক
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম—দুই টাকা

ফাইন আর্ট প্রেস
৬০নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীরাধারমণ দাস কর্তৃক
মুদ্রিত।

খান্ সাহেব

খোন্দ্‌কার হুশেন রেজা বি-এ

প্রীতিভাজনেষু

ভাই রেজা

যখন কলেজে পড়তে, তখন থেকেই আমার উপর এবং আমার লেখার উপর তোমার দরদ আর ভালো-বাসার সীমা নেই। তুমি নিজে শুধু সাহিত্য-রসের রসিক নও, সাহিত্য-শিল্পী।

ক্যালকাটা-পুলিশে নিজের কর্ম্মপটুতায় এবং নিষ্ঠায় ও সাধুতায় যে-আসনে আজ তুমি অধিষ্ঠিত সে-আসন তুমি সমলঙ্কৃত করেছো। তোমার মঙ্গল হোক, আরো উন্নতি হোক—এই শুভ-কামনাসহ আমার এ বইখানি তোমার হাতে উপহার দিলেম। ইতি

স্নেহমুগ্ধ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৮এ, হরিশ মুখার্জ্জী রোড

কলিকাতা

মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৪৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুরানো চিঠি

দোতলার ঘরে টেবিলের ড্রয়ার খোলা। টেবিলের সামনে একটা কুশন্-চেয়ারে বসিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী একখানা চিঠি পড়িতেছিলেন। সামনে টেবিলের উপর খাম-খোলা আরো দু'খানা চিঠি পড়িয়া আছে। কাগজের সাদা রঙ জীর্ণ পাতার মতো বাদামী হইয়া উঠিয়াছে। কালির রঙও বিবর্ণ। চিঠি প্রায় তিন বৎসরের পুরানো।

মুক্তেশ্বরী দেবীর স্বামী জমিদার রাজীবনারাণ চৌধুরীর নামে তিনখানি চিঠি আসিয়াছিল। তিনখানি চিঠি লিখিয়াছে একই ব্যক্তি। তিনখানি চিঠির তলায় তার নাম লেখা,

—হতভাগ্য রামশশী···

রাজীবনারাণ ইহলোকে নাই। প্রায় ছ'মাস পূর্ব্বে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁর বিধবা পত্নী মুক্তেশ্বরী দেবী বুক হইতে শোকের পশরা নামাইয়া রাখিয়া কাগজ-পত্র দেখিয়া স্বামীর পরিত্যক্ত এষ্টেট-পত্রকে সর্ব্বশৈথিল্যাবসানে নূতন করিয়া গুছাইয়া তুলিতে চান; তাই স্বামীর টেবিল বাক্স সিন্দুক হাতড়াইয়া চিঠি-পত্র দলিল-দস্তাবেজ দেখিতে সুরু করিয়াছেন।

তিনি যে-চিঠিখানা পড়িতেছেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও সে চিঠি পড়ি, আসুন।

এক-নম্বর চিঠিতে লেখা আছে,—

মামাবাবু

বেশী কথা লিখে আপনাকে জ্বালাতন করতে চাই না। জানি, আপনার সময়ের দাম আছে। অত বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করতে হলে বাইরের বাজে চিঠি-পত্র পড়বার অবসর মানুষের থাকে না, আপনারও সে অবসর না থাকা সম্ভব।

আপনি আমাকে অনেকবার বলেছিলেন, আপনার ভাগনে হয়ে উদরান্নের জন্য চাকরি করা আমার উচিৎ হচ্ছে না; আপনার আশ্রয়ে থাকলে আমার অভাব-অভিযোগ থাকবে না। কিন্তু লেখাপড়া শিখে জোয়ান দেহ নিয়ে অপরের উপর ভর করে থাকতেও আমার সঙ্কোচ বোধ হয়! বাবা বেঁচে থাকলেও আমি তাঁর অন্নে চুপচাপ বসে দেহের পুষ্টিসাধন করে বাঁচতে পারতুম না—এই কথা মনে করে আমার এ-প্রগল্‌ভতা দয়া করে ক্ষমা করবেন।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ! বাতের অসুখে এক-বছর আমি শয্যাগত। অফিসে না গেলে মানুষ চাকরী রাখতে পারে না। আমাকেও তাই বেকার থাকতে হয়েছে—আজ ন' মাস। যা-কিছু পুঁজি ছিল, তাই ভেঙ্গে এতকাল কেটেছে। কিন্তু আর কাটবার কোনো উপায় নেই।

সংসারে আমি, আমার স্ত্রী, দুটি ছেলে-মেয়ে। বড় ছেলেটি ম্যাট্রিক পড়ছিল; তিন-মাস মাইনে দিতে পারিনি বলে' স্কুল থেকে নাম কাটা গেছে। মেয়ের বয়স বারো উৎরে তেরোয় পড়েছে। আমাদের দেশের শাস্ত্র আর সমাজ বলে, এ-বয়সে তার বিয়ে দেওয়া উচিত! কিন্তু খেতে যার পয়সা জোটে না, মেয়ের বিয়ে সে কি করে দেবে, শাস্ত্র আর সমাজ সে সম্বন্ধে নীরব।

যাই হোক, এ সব কথা বলে ভূমিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই! যেটুকু লিখেছি, তা থেকে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ভিক্ষা চাইবো!

তাই। মামাবাবু, ভিক্ষাই চাইছি। বড়-মুখ করে একদিন আপনাকে বলেছিলুম, জীবনে কারো কাছে হাত পাতবো না—বাবার কাছে না, মার কাছে না, মামাবাবুর কাছেও না! ভগবান বোধ হয় সে দর্প দেখে হেসেছিলেন—তাই দর্পহারী আমার সে-দর্প চূর্ণ করলেন!

আমি শয্যাগত। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার এ-অনশন আর সহ্য করতে পারছি না। আপনার গোয়ালে গোরু-বাছুরগুলোর জন্যও মাসে বিশ-পঁচিশ টাকা খরচ করেন। আমাকে বেশী নয়, কিছুকাল যদি মাসে বিশ-পঁচিশ টাকা করে ভিক্ষা দ্যান, তাহলে কোনো মতে আমরা প্রাণ রক্ষা করতে পারি।

আশা করি, জমিদার রাজীবনারাণ চৌধুরী মশায় ভিক্ষুককে এ-ভিক্ষা দিতে পরাঙ্মুখ হবেন না।

হতভাগা ভাগনী

দু-নম্বর চিঠিতে লেখা আছে,

মামাবাবু

আপনার দু-ছত্র চিঠি পেলুম। জল চেয়ে চাতক ছিল ঊর্দ্ধমুখী হয়ে ভগবানের কাছে! ভগবান তাকে জল দ্যান্‌নি—বজ্র-বিদ্যুৎ পাঠিয়ে ছিলেন! আপনিও ঠিক তাই করেছেন।

টাকার কথা বিন্দুমাত্র না লিখে, সে সম্বন্ধে এতটুকু আশা না দিয়ে আপনি ভর্ৎসনা করেছেন! বলেছেন, কলকাতার সহরে আপনার
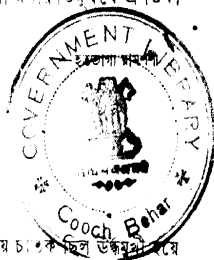
পরিচয় দিয়ে কোন্ ডাক্তারের-কাছে নাকি সাহায্য-প্রার্থী হয়েছিলুম! এ কথা সত্য নয়।

এ দারিদ্র্য নীরবে ভোগ করছি। কারো কাছে আপনার ভাগনে—এ-পরিচয় আমি দিইনি। আপনার দেশ-জোড়া খ্যাতি—ধনের খ্যাতি, দানের খ্যাতি—আমি আপনার ভাগনে কেরাণীগিরি করি, এখন রোগের দায়ে বেকার···এ-কথা আমি, আমার স্ত্রী, আর আমার ছেলে-মেয়ে—আমরা কজনেই শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে জানি। এখানকার আর কেউ তা জানে না। কারো কাছে আপনার ধনের আর দানের খ্যাতি এতটুকু খর্ব্ব করিনি—বিশ্বাস করুন।

যদি কেউ এ কথা আপনাকে বলে থাকে, তাহলে সে মিথ্যা কথা রটিয়েছে! এ কথায় শুধু এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি, আমি আজ পথের কাঙালের অধম—এখনো আমায় হিংসা করে, এমন লোক আছে!

আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে আমাদের প্রাণ-রক্ষা করুন, আপনার চরণে এই আমার নিবেদন।

—রামশশী

তারপর মুক্তেশ্বরী দেবী পড়িলেন তিন-নম্বরের চিঠি।

এ চিঠিতে লেখা আছে,

মামাবাবু

এক সপ্তাহ হলো আপনার চিঠির জবাব দিয়েছি; কিন্তু আপনি আর জবাব দিলেন না!

আমি খবর পেয়েছি—আমাদের উপর মামীমার রাগ। কেন, তা জানি না। তাঁকে কোনদিন আমরা অমান্য বা অশ্রদ্ধা করিনি,—অথ

কেন তিনি আমাদের উপর বিরূপ, বুঝতে পারি না! শুনেছি, আপনার দান-ধ্যানের মালিক আপনি নন! মামীমা এ সম্বন্ধে যা বলেন, আপনি তাই শুনে চলেন। আমাকে এ সামান্য অর্থদানে তিনি কেন অমত বা আপত্তি করলেন, জানি না! লোকে ভিখারীকে মুষ্টি-ভিক্ষাও তো দ্যায়! রোজ একজন ভিখারী যদি মামীমার দোরে গিয়ে হাত পেতে "জয় রাধে কৃষ্ণ" বলে ভিক্ষা চায়, তাহলে মামীমা তাকে তিরিশ দিনে তিরিশ মুঠো চাল দিতে কার্পণ্য করবেন কি? এ ক্ষেত্রে ভিখারী আমরা চারজন—আমি, আমার স্ত্রী, আমার ছেলে আর আমার মেয়ে—এই চার। ভিখিরীকে চার তিরিশে একশো-কুড়ি মুঠো ভিক্ষে—মাসে বিশ-বাইশ টাকা—সে-ভিক্ষা দেওয়ায় এত বিরাগ?

এ সম্বন্ধে আপনাকে চিঠি লিখে আর বিরক্ত করবো না। এই আমার শেষ চিঠি। আপনার বাড়ীতে গোরু-বাছুর, দাস-দাসী, বামুন, দরোয়ান-ড্রাইভার—এরাও দু-মুঠো অন্ন পায় আপনার কৃপায়। আর আমি আপনার ভাগনে—ভিক্ষা চেয়ে যদি নিরাশ হই, তাহলে সে-দুঃখ মনে পুষে এ জগৎ থেকে বিদায় নেওয়া ছাড়া আর কি-বা উপায় আছে আমার?

—রামশশী

তিনখানি চিঠি পড়া শেষ হইলে মুক্তেশ্বরী দেবী ক্ষণেক চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁর বুকের মধ্যে যা হইতেছিল···

মনে হইতেছিল, স্বামী রাজীবনারাণ যদি এখন বাঁচিয়া থাকিতেন···

তাহা হইলে রুদ্রকণ্ঠে তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ চাহিতেন,—কবে তোমার এই ভাগনের চিঠি আমায় দেখাইয়াছিলে? কবে তার এ প্রার্থনার কথা

আমাকে জানাইয়া আমার নামঞ্জুরী নিষেধ পাইয়াছিলে যে তোমার ভাগিনেয় আমার বিরুদ্ধে এত-বড় অভিযোগ তুলিবার সুযোগ পায় ?

একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। নিরুপায়ের নিঃশ্বাস! রাজীবনারাণ আজ তাঁর নাগালের বাহিরে…তাঁর কোনো কথা আজ রাজীবনারাণের কানে পৌঁছিবে না!

চিঠি তিনখানি খামে ভরিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া দিলেন; দিয়া উঠিলেন। উঠিয়া তিনি আসিলেন খোলা খড়খড়ির সামনে।

আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন…

রায়শশী!…রায়শশীকে চোখে দেখা দূরের কথা, স্বামীর মুখে এ-নামও কখনো শোনেন নাই! অথচ দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রী হইয়া এ গৃহে আসিয়া এ কি অপবাদ-ভাগী হইলেন!

মনে পড়িল, বিবাহের সময় বাবাকে মা বলিয়াছিলেন, লাগুক টাকা! ওগো দোজবরের ঘরে মেয়েরা সত্যিকারের সুখে সুখী হয় না! কত লোকের মিথ্যা রোষের বিষে জ্বালা-যাতনা পাইতে হয়! মা বলিয়াছিলেন—ঐ ও-বাড়ীর মণিমালা…অমন রূপসী বিদুষী বৌ…সকলকে সমান চোখে দেখে, কাহারো উপর বে-দরদ নাই! তবু স্বামীর ঘরে সুখ্যাতি কিনিতে পারিল না!

নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী ভাবিলেন, সুখ্যাতি মেলে না! চাঁদের সুধা পান করিতে দিলেও লোকে নিন্দা করিয়া বলিবে, চাঁদে কলঙ্ক কি না, তাই সুধা বিলানো হইতেছে! অর্থাৎ মানুষকে মানুষ

কখনো ভাল মনে লইতে পারে না !··· দ্বিতীয়-পক্ষের বেলায় তার দোষ না পাইলেও অতীত-লোকস্থিত প্রথম-পক্ষের এতটুকু গুণকে লোকে মস্ত-বড় করিয়া দেখে, অতি-বড় দোষকে তুলনার বাতাসে উড়াইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় ! প্রথম-পক্ষকে উচ্চ মঞ্চে তুলিবার জন্য তারা এমন করে, তা নয়,···দ্বিতীয়-পক্ষকে উঁচু হইতে নামাইয়া ধূলায় ফেলিয়া দিবার জন্যই এমন করে !

কিন্তু এ-কথা লইয়া চিন্তা করিলেই চলিবে না···

মুক্তেশ্বরী দেবীর মনে রোষের মৃদু স্ফুলিঙ্গ ! ভাবিলেন, আমাকে না জানিয়া আমার নামে মামার কাছে নালিশ করিয়াছ ! তোমার মামাবাবু যদি তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে কাহাকেও ছাঁটিয়া দেন···সে দোষ তোমার মামার···আমার নয় !

এই কথাটা যদি এই-মিথ্যা-গর্বে গর্বিত রামশশীকে বুঝাইতে পারেন ! তিনি দিবেন বুঝাইয়া, মেয়ে-জাত এত নীচ নয়। নিজের স্বার্থ হিসাব করিয়া যতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে তাহা রক্ষা করুক, নিজের স্বার্থ বাঁচাইয়া অপরে কিছু পাইয়া যদি কৃতকৃতার্থ হয়, মেয়ে-জাত তাহাতে আপনা হইতে বাধা দিতে ছোটে না। অন্য মেয়েদের মধ্যে কেহ ছুটিলেও মুক্তেশ্বরী দেবী ছোটেন না···তেমন হীন মনোবৃত্তি তাঁর নয় !···

তিনি আবার চিঠি খুলিলেন। রামশশীর ঠিকানা দেখিলেন, দেখিয়া দ্বারপ্রান্তে আসিয়া ডাকিলেন,—মঙ্গলা

দাসী মঙ্গলা আসিয়া মুক্তেশ্বরী দেবীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—অক্ষয় বাড়ী আছে ?

মঙ্গলা বলিল,—জানি না…

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন,—বাইরে গিয়ে ছাখ্—আছে কি না। যদি থাকে, তাকে ডেকে আনবি…এখনি। আসতে যেন দেরী না করে! বলবি, বড্ড দরকার।

মাথা নাড়িয়া মঙ্গলা বহির্ব্বাটিতে অক্ষয়ের সন্ধানে গেল।

প্রহরার চার্জ্জ এখন অক্ষয়ের। সে ম্যানেজারকে ম্যানেজার, সরকারকে সরকার, প্রাইভেট সেক্রেটারিকে প্রাইভেট সেক্রেটারি! অর্থাৎ বি-এ ফেল করিয়া এ-বাড়ীতে সে চাকরীতে ঢুকিয়াছে। রাজীব-নারাণের চিঠিপত্র মুসাবিদা করিত। সে ছিল তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর এবং নানা বৈষয়িক ব্যাপারে মন্ত্রী। অক্ষয়ের পূর্ব্বে তার বাবা গঙ্গানাথ বহু বৎসর ধরিয়া এ-বাড়ীর হাল ধরিয়া বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আজ তিন বৎসর অক্ষয়েব এ-বাড়ীতে প্রবেশ…এবং এ তিন বৎসরে নিজের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও বিশ্বস্ততার গুণে সে এ-বাড়ীর রক্ত-মজ্জায় মিশিয়া তাহারি অপরিহার্য্য অঙ্গ—স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে!

অক্ষয় আসিল।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন,—রামশশী বলে বাবুর কে ভাগনে আছে, জানো অক্ষয়?

অক্ষয় বলিল,—বাবুর মুখে নাম শুনেছিলুম।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন,—কখনো তাঁকে তিনি কোনো টাকা পাঠিয়েছিলেন কি না, জানো?

অক্ষয় বলিল,—মনে পড়ে না!

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন,—হুঁ···

তারপর এক-সেকেণ্ড চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন—তোমার দু'তিন বছরের খাতা দেখে আমায় এসে বলো, বাবুর ভাগনে রায়শশী রায়কে কখনো কোনো টাকা-কড়ি পাঠানো হয়েছিল কি না!

অক্ষয় চলিয়া যাইতেছিল, মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—শোনো···

অক্ষয় দাঁড়াইল।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—দেখে বলতে কতক্ষণ সময় লাগবে

অক্ষয় বলিল,—ঘণ্টাখানেক।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন,—বেশ আমি গা ধুতে যাচ্ছি··গা ধুয়ে আমি এই ঘরেই এসে বসবো। তুমি এসে আমাকে খপর দেবে।

অক্ষয় চলিয়া গেল।

মুক্তেশ্বরী দেবী গা ধুইতে গেলেন।

তারপর গা ধুইয়া মুক্তেশ্বরী দেবী আবার যখন এ ঘরে আসিয়া বসিলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরের দেওয়ালে ভৃত্য ল্যাম্প জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে··

মুক্তেশ্বরী দেবী বসিয়া আবার টেবিলের ড্রয়ার খুলিলেন ··

ব্যাঙ্কের একখানা পুরানো চেক-বই···কতকগুলা চিঠি··একখানা পুরানো খপরের কাগজে বাঁধা ক'খানা ছবি।

র‍্যাপার খুলিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী ছবি বাহির করিলেন···রাজীবনারাণের ফটোগ্রাফ! সেবারে কুণ্ডুপাড়া ইস্কুলের পুরস্কার-বিতরণে গিয়াছিলেন

সভাপতিত্ব করিতে, তার ছবি! গলায় ফুলের গোড়ে-মালা,—ইস্কুলের সেক্রেটারি, কমিটির যত মেম্বর আর টীচারদের সঙ্গে তোলা গ্রুপ-ফটো

মুক্তেশ্বরী দেবী সেই গ্রুপের মধ্য হইতে বাছিয়া স্বামীর ছবির পানে চাহিয়া রহিলেন। যেদিন সভাপতিত্ব করিতে যান, সেদিনের কথা মনে পড়িল।

বেলা যখন তিনটা, তখন হইতেই কি ধড়ফড়ানি! কেবলি বলেন,—ওগো, কি জামা-কাপড় পরে যাবো, দেখে দাও···হাসিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী যত বলেন, হবে'খন। কেন মিছে ব্যস্ত হচ্ছো? রাজীবনারাণ তবু প্রবোধ মানেন না, বলেন—আমাকে ওরা এবার কমিটির প্রেসিডেন্ট করতে চায়···আমায় জানে খুব সৌখীন,···বুঝছো না, মানে, গরমের কোট-টোট নয়···এমন সাজ চাই, যাতে বোঝে যে, হ্যাঁ···

অক্ষয় আসিয়া বাহির হইতে ডাকিল,—মা—

ফটো রাখিয়া দিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—অক্ষয়···এসো

অক্ষয় আসিল ঘরের মধ্যে।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—সন্ধান পেলে?

অক্ষয় কহিল,—না মা, এক পয়সা পাঠানো হয়নি কখনো···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন,—ভালো করে দেখেছো?

—হ্যাঁ মা···যাঁ মাসে যাকে দেওয়া হয়···দান···দু'আনা পর্য্যন্ত··· খয়রাতি-খাতায় তাদের একটা লিষ্ট করা আছে নামের আদ্যক্ষর ধরে। ভুল হবার জো নেই মা···

মুক্তেশ্বরী দেবীর ললাটে কুঞ্চনরেখা···তিনি শুধু বলিলেন,—হুঁ···

অক্ষয় দাঁড়াইয়া রহিল···যেন কাঠের পুতুল!

মুক্তেশ্বরী দেবী নিঃশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন,—তোমাকে কলকাতার ঠিকানা দেবো। এই রামশশীর ঠিকানা। কাল সকালের ট্রেণে তুমি কলকাতায় গিয়ে এদের খপর নিয়ে আসবে। কে আছে, কেমন আছে···বুঝলে? এ খপর আমার চাই। কাল সকালেই যাবে...

অক্ষয় বলিল,—যাবো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রিপোর্টের পরে

চাকদহের ওদিকে কাঙ্কীপুর। রাজীবনারাণের বাড়ী সেই কাঙ্কীপুরে।

চাকদহ হইতে কলিকাতা খুব-বেশী দূরে নয়।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অক্ষয় ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া মুক্তেশ্বরী দেবীকে রামশশীর ইতিহাস বিবৃত করিল। রিপোর্ট সে যা সংগ্রহ করিয়াছে, তা প্রায় সুদক্ষ পুলিশ-ইনস্পেক্টরের এনকোয়ারি-রিপোর্টের মতো,—অর্থাৎ সুদীর্ঘ রিপোর্ট।

সে রিপোর্টের মর্ম্ম আমরা এইখানে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

রামশশীর পিতা শ্রীনাথ ব্যবসা করিতো। দেনার দায়ে এ ব্যবসা নষ্ট হইতে বসিলে শ্রীনাথ আসিয়া রাজীবনারাণকে বলেন, পাঁচটি হাজার টাকা যদি ধার দাও, তাহা হইলে তিন-পুরুষের ব্যবসাটা বাঁচে;

আবার আমি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারি। কথায় রাজীবনারা বলিয়াছিলেন, ব্যবসা যদি যায়, যাক্। পাঁচ হাজার টাকা দিতে আমি রাজী। সে টাকা লইয়া আর কোনো ব্যবসা সুরু করো। তাহাতে শ্রীনাথ বলেন, টাকাটা ধার দিতে তোমার অবিশ্বাস? রাজীবনারা বলিয়াছিলেন—ও-ব্যবসার পিছনে টাকা ঢালিবার মানে, নদীর জলে টাকা ফেলিয়া দেওয়া!...শেষে শ্রীনাথ মিনতি জানান—ব্যবসা গেলে আমাকে পথে দাঁড়াতে হবে তোমার ভগ্নী আর ভাগনের হাত ধরে রাজী। তাহাতে ভুরু বাঁকাইয়া জবাব দিয়াছিলেন, জমিদার-পাত্র ছাড়িয়া তাঁর বাবা যেদিন সহরের ব্যবসাদার-পা হাতে কন্যা দা করিয়াছিলেন, সেই দিনই তিনি তাঁর ভগ্নীর দাঁড়া জন্য পথ নির্ম্মা করিয়া গিয়াছেন! এ কথার পর শ্রীনাথ আর এ-গৃহে করেন নাই।

ব্যবসা গেল দেনার দায়ে। সে-ধাক্কা সামলা না পারিয় শ্রীনাথও জন্মের মতো চলিয়া গেলেন। তারপর শ্রীনাথে স্ত্রী অর্থা বাবুর ভগ্নী রাজবালা দেবী...স্বামীর শোক তিনি সহিতে রিলেন না —স্বামীর অনুগামিনী হইলেন।

দেশে রামশশী তখন ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আই রিতেছে মামার নাকি মমতা জাগিয়াছিল মা-বাপ-মরা ভাগিনে র। তিনি নিজে গিয়া ভাগিনেয়কে বলিয়াছিলেন, আমার সঙ্গে চ—আমার ওখানে থাকবি। তোর ভাত-কাপড়ের কষ্ট কোনো দিন হবে না। তাছাড় আমার ছেলে মেয়ে নেই! ভাগিনেয় সে-কথা মানে নাই উলটিয় মামাকে বলিয়াছিল—নিজের পায়ে জোর থাকিতে কারো দ্বারে দাঁড়াই না। মামা বলিয়াছিলেন—এত দর্প! বেশ, তাহা হইলে আমার সং সম্পর্ক রাখিয়ো না। তাহা হইতেই মামা-ভাগনের সম্পর্ক শেষ হইয়া যায়

তারপর আই-এ পাশ করিলে রামশশীর জীবনে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া যায়। আই-এ পড়িবার সময় তিন-চারিটা টুইশনি সংগ্রহ করিয়াছিল। বসত-বাড়ীর নীচেকার একটা কামরায় নিজে থাকিয়া বাড়ীর অন্য কামরাগুলা ভাড়া দিয়াছিল। বাড়ী বড় নয়, ছোট। কি-বা তার আয়! সে-বাড়ীও বেশী দিন টিঁকে নাই। বাপের কারবারের দেনায় সেখানাও বিকাইয়া যায়। রামশশী তখন চারিদিকে দেখিল, অকূল সমুদ্র!

কলেজে তার পড়ার খ্যাতি ছিল—স্বভাবও ছিল কোমল। কলেজের প্রোফেসর উমাচরণ চক্রবর্ত্তী তাকে স্নেহ করিতেন। উমাচরণ ব্রাহ্ম। রামশশীর বিপদের কথা শুনিয়া তিনি রামশশীকে আনিয়া নিজের ঘরে ছেলের আসন দেন। তারপর বি-এ পাশ করিলে উমাচরণ তাঁর কন্যা নন্দিনীর সঙ্গে রামশশীর বিবাহের বাসনা প্রকাশ করিলে রামশশী সে-প্রস্তাব প্রত্যাখান করে নাই।

এ সময়ে তার বিপদের কথা লইয়া একটা কলরব উঠিয়াছিল। মামা রাজীবনারাণ তখন ভাগ্নের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আর একবার কলিকাতায় আসিলেন; ভাগিনেয়কে বলিলেন, আমি এখনো মাথার উপর রহিয়াছি! কি করিয়া বাপ-পিতামহর চিরদিনের ধর্ম্ম ছাড়িয়া তুই ব্রাহ্ম-ঘরে বিবাহ করবি? রামশশী জবাব দিয়াছিল—কৃতজ্ঞতা বলিয়া একটা বৃত্তি আছে মানুষের মনে—সব ধর্ম্মের চেয়ে সে-ধর্ম্মকে রামশশী বড় বলিয়া মানে। মামা বলিয়াছিলেন,— আমি তোকে পিতৃ করিয়া দিব। আমার বিষয়-সম্পত্তির কথা ভাবিয়া দেখিস···ব্রাহ্মদের খাতায় নাম লিখাইলে এক-পয়সা যাতে না পাস, সে ব্যবস্থা আমি করিয়া যাইব। ভাবিয়া ছাখ, আমার ছেলে-মেয়ে নাই। দেশের আইনের জোরে সে-সব তোর হাতে আসিবে··· ইহা ভাবিয়া তোর ঝোঁক যদি

এত জোর হইয়া থাকে যে ব্রাহ্ম-মেয়ে বিবাহ করিতেছিস···তাহা হইলে তোর মামা কলমের একটি খোঁচায় তোর সে-বুকের জোর চূর্ণ করিয়া দিবে! হাসিয়া রামশশী বলিয়াছিল – নিজের সামর্থ্যে যদি আধ-পয়সা রোজগার করিতে পারি, তাহা হইলে সেই রোজগারের আধ-পয়সাকে আমি আপনার দেওয়া লাখ টাকা আয়ের সম্পত্তির চেয়ে অনেক বড় বলিয়া মনে করিব!

এ জবাব শুনিয়া মামা রাজীবনারাণ রাগে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এবং তারপর···

শ্বশুর উমাপ্রসন্নর মৃত্যু – তাঁর তিন ছেলের তিন দেশে চাকরি লইয়া যাত্রা, একটা বে-সরকারী অফিসে রমাশশীর চাকরি—বাত-ব্যাধি এবং তাঁর ছেলে মেয়ে স্ত্রী সংসার বিপন্ন ইত্যাদি।

একাগ্র মনোযোগে বসিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী এ রিপোর্ট শুনিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন,—ভাগনে তোমাকে আর কিছু বললে? মানে, এখানকার কথা? আমাদের সম্বন্ধে?

অক্ষয় বলিল – তিনি কি বেঁচে আছেন যে বলবেন! তিনি মারা গেছেন আজ প্রায় তিন মাস।

মুক্তেশ্বরী দেবী যেন চমকিয়া উঠিলেন! রামশশী বাঁচিয়া নাই? তাহা হইলে এ মিথ্যা অপবাদ, তার এ অভিযোগের জবাব··

মনের মধ্যে কারা আসিয়া যেন ভিড় জমাইয়া দিল! কি তাদের কল-কোলাহল! তারা বলিল, মহত্ত্ব দেখাইবার, কীর্ত্তি রাখিবার মস্ত সুযোগ ফশকাইয়া গেল! এখন কি করিবে?

হঠাৎ একটা কথা···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—তার বৌ, ছেলে-মেয়ে কোথায় আছে?

অক্ষয় বলিল যে-ঠিকানা দিয়েছিলেন, সেটা হলো রামশশী বাবুর শ্বশুরবাড়ী। তিন সম্বন্ধী বাইরে চাকরি করেন। বাড়ীখানা তাঁরা ভাড়া দেছেন। সেই বাড়ীর একতলায় তাঁরা একখানা কামরা ছেড়ে দেছেন বোনকে থাকবার জন্য।

মুক্তেশ্বরী দেবী একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—কি করে চলে?

অক্ষয় বলিল—ওঁদের একটা সাহায্য-সমিতি আছে। ওঁদের মধ্যে যাদের অবস্থা খারাপ, যারা নিঃস্ব, উপায়-হীন, সাহায্য-সমিতি থেকে মাসে মাসে তাঁদের কিছু সাহায্য দেয়। তাতেই চলেছে।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—বৌ কত টাকা পায়?

অক্ষয় বলিল—সেখান থেকে মাসে বারোটি করে টাকা পান।

—কটি ছেলেমেয়ে?

—দুটি ছেলে···একটি মেয়ে?

—ছেলেমেয়ে ডাগর?

—বড় ছেলের বয়স চোদ্দ, ছোটর বয়স দশ, মেয়ের বয়স আট বছর।

মুক্তেশ্বরী দেবী চুপ করিয়া রহিলেন। মনের মধ্যে ছবি ভাসিয়া উঠিল···কলিকাতা সহরে দোতলা ছোট একখানা কোঠা-বাড়ীর অন্ধকার স্যাৎসেতে একটি ঘরে বেচারারা মুখ গুজিয়া পড়িয়া আছে!

রাজীবনারাণ যদি তাঁকে বিবাহ না করিতেন, তাহা হইলে আজ তিনি নাই, তাঁর ছেলেমেয়ে নাই···এ সম্পত্তির মালিক হইত উহারাই! তা না হইয়া আজ এত-বড় এষ্টেটের মালিক তিনি শ্রীমতী মুক্তেশ্বরী দেবী। রাজীবনারাণ দলিল লিখিয়া তাঁকে দান করিয়া গিয়াছেন! তাঁর বিপুল সম্পত্তির একমাত্র মালিক তিনি! জীবন-সম্বন্ধে

স্বত্ব নয়! মুক্তেশ্বরী দেবী মনে করিলে যাকে খুশী এ-সম্পত্তি দিতে পারেন! কেহ বাধা দিতে পারে না—আইনও না!

একটা নিঃশ্বাস…

মুক্তেশ্বরী চাহিলেন অক্ষয়ের দিকে; কহিলেন—তুমি খাওয়া দাওয়া করবে এখন?

অক্ষয় বলিল—না।

—সেখানে খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল?

অক্ষয় বলিল—তাঁরা খেতে বলেছিলেন। আমি খাইনি। আমার একটি বন্ধু আছে কলকাতায় ছেলেবেলায় এক সঙ্গে পড়েছিলুম। সে এখন ওকালতি করে। তার বাড়ীতে নাওয়া-খাওয়া করেছি, মা।

মুক্তেশ্বরী দেবী কহিলেন—একটা পরামর্শ দিতে পারো, অক্ষয়?

—বলুন…আমার যেমন সামর্থ্য…

মুক্তেশ্বরী দেবী কহিলেন—ওরা বড় কষ্টে আছে, না?

—খুব কষ্ট, মা…

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—বাবুর ভাগনে-বে [illegible]-সম্পর্ক নয়। বাবুর মায়ের পেটের বোন…সেই বোনের ছেলে রা[illegible]। রামশশীর পরিবার আর ছেলেমেয়ে…

মাথা নাড়িয়া অক্ষয় বলিল—তাই।

আবার একটা নিঃশ্বাস! মুক্তেশ্বরী দেবী এ-নিঃশ্বাস রোধ করিতে পারিলেন না।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ওদের কিছু দেওয়া উচিত…কি বলো অক্ষয়?

অক্ষয় বলিল—দিলে ওঁদের বড় উপকার হয়, মা।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন,—হুঁ !···কিন্তু কি দেওয়া যায় ? মানে··· তিনি বেঁচে থাকতে রামশশী ওঁর কাছে চিঠি লিখে মাসে বিশ-পঁচিশ টাকা করে সাহায্য চেয়েছিল, অক্ষয়।

অক্ষয় সেখানে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, যে-ঘরে তাঁরা বাস করিতেছেন—ছোট ঘর—সেই ছোট ঘরে তিন ছেলেমেয়ে, রামশশী বাবুর স্ত্রী··· বাক্স-তোরঙ্গ···আলনা বিছানা-পত্র···হাঁড়ি কলসী পর্য্যন্ত··· কি নাই ! অথচ···

ট্রেনে আসিতে আসিতে অক্ষয় ভাবিতেছিল, কর্ত্তা যদি দলিল-পত্র না লিখিয়া দিয়া যাইতেন, তাহা হইলে এখানকার গৃহিণী-ঠাকুরাণীর অবর্ত্তমানে এই এত বড় জমিদারী—রামশশী রায়ের ঐ দুই ছেলে ইহার মালিক হইত !

মুক্তেশ্বরী দেবীর কথায় কোনো জবাব না দিয়া অক্ষয় চুপ করিয়া রহিল। বৈষয়িক কথা···তাছাড়া স্ত্রীলোক এখানে কর্ত্রী···কর্ত্তাবাবু থাকিলে অন্য কথা ছিল। স্ত্রীলোককে এ বিষয়ে কি জবাব দিবে ?

অক্ষয়কে নিরুত্তর দেখিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—রামশশী বেঁচে থাকতে তার বিশ্বাস ছিল, তার মামাকে আমিই টাকা দিতে বারণ করেছিলুম ?

অক্ষয় বলিল—না, না···সে কি কথা ! আপনি ও-কথা বলবেন না, মা।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—আমি মন-গড়া কথা বলছি না, অক্ষয়। এ কথা রামশশী ওঁকে লিখেছিল চিঠিতে এবং স্পষ্ট করে'···

অক্ষয় চুপ করিয়া রহিল।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—ভাবছি, মাসে-মাসে কিছু করে দেবো ? না, একেবারে থোক-কিছু··· ?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় তিনি চাহিলেন অক্ষয়ের পানে

অক্ষয় তবু কোনো কথা বলিল না।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—তুমি কি বলো?

অক্ষয় বলিল—আমি আর কি বলবো, মা?...আপনি যা ভাবে বুঝবেন...

মুক্তেশ্বরী অস্বস্তি বোধ করিলেন... অক্ষয় যদি একটা জবাব দিত, তি বাঁচিয়া যাইতেন!

মনের মধ্যে করুণা-মমতা যত না উদয় হোক, রামশশীর সেই মিথ্য অভিযোগের ভাষা একেবারে ফুটন্ত জলের মতো টগ্‌বগ্‌ করিয়া উঠিল আক্রোশে... তা ছাড়া তিনি বুঝাইয়া দিতে চান...রামশশী না থাকিলে তার স্ত্রী... সে নিশ্চয় জানে, তার স্বামী তাঁর নামে অপবাদের যে-কথ লিখিয়া অভিযোগ তুলিয়াছিল...সেই স্ত্রীকে তাঁর মাহাত্ম্য দেখাইয় এখন তিনি চমৎকৃত করিয়া দিতে চান্!

বিজয়ের প্রচণ্ড লিপ্সা...

তারপর বিজয়িনী-বেশে একদিন গিয়া দাঁড়াইবেন ঐ রামশশীর স্ত্রী সামনে! দু হাতে টাকা ছড়াইয়া বলিবেন, এখানে থাকিয়া এত ক কেন সহিতেছ! আমার অত বড় বাড়ী পড়িয়া আছে...ও.র আধখান জুড়িয়া পড়িয়া থাকিলেও কেহ জানিতে পারিবে না যে মানুষ আসিয় বাস করিতেছে...রামশশীর স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিবেন, পাণ্ডিত্যের গর্ব রামশশী যতই করিয়া যাক্, মুক্তেশ্বরী দেবীর সম্বন্ধে তার ধারণা শুধ মিথ্যা নয়... সে ধারণা কতখানি হীন...

কিন্তু এ কি আকাশ-কুসুম রচনা করিতেছেন! আগে মর্ত্ত্যের কুসু

ফুটানো হোক···নামের কুসুম-মালা···তারপর আকাশ-কুসুম রচনার প্রচুর সময় আছে !···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—ভেবেছি, থোক-কিছু বেশী টাকা এখন দি। তোমাকে দিয়ে পাঠাবো না। এ টাকা পাঠাবো ওদের ঐ সাহায্য-সমিতি আছে, বললে না···যেখান থেকে মাসে ঐ দশ টাকা না বারো টাকা সাহায্য পায়···সেই সমিতির যে-কর্তা আছে···সেক্রেটারি, কিম্বা প্রেসিডেন্ট···

গরীব অক্ষয়···আর একজন গরীব সাহায্য পাইতেছে, সে খুশী হইল ! বড় লোকের সঙ্গে গরীবের তফাৎ এইখানে ! বড় লোকের মন এ-দানে হিংসায় জ্বলে ! গরীবের মনে প্রীতির নির্ঝর বয় ! কিন্তু সে কথা যাক্ !

খুশী মনে অক্ষয় বলিল—বেশ !

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন,—তুমি শুধু খোঁজ নিয়ে এসো, কে—সেক্রেটারি বুঝলে ?

অক্ষয় বলিল—আসবো।

—কালই···

—তাই হবে, মা···

মুক্তেশ্বরী দেবীর মনে তবু চিন্তার তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে—অজগরের মতো উত্তাল হইয়া ! তিনি বলিলেন—তুমি এখন যেতে পারো।

অক্ষয় গমনোদ্যত হইল।

মুক্তেশ্বরী ডাকিলেন—অক্ষয়···

অক্ষয় দাঁড়াইল।

মৃদু হাস্যে মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—সেক্রেটারির নামে কেন পাঠাচ্ছি, জানো ? রামশশী নিশ্চয় সেক্রেটারির কাছে আমার নিন্দা করে বসেছে,

তার মামাবাবুকে আমি টাকা পাঠাতে দিইনি! নিজের মামাকে চিনে এ কথা কি করে বলতে পেরেছিল, তাই আমি ভাবি, অক্ষয়! আমাকে রামশশী কখনো দেখেছে কি? আমাকে সে জানে কতটুকু! এ টাকা সেক্রেটারির কাছে পাঠিয়ে আমি জানিয়ে দেবো রামশশীর মামীর আর যে-দোষ থাকুক, সে হীন বংশের মেয়ে নয়…তার মন ছোট নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাজার টাকার চেক্

পরের দিন বেলা প্রায় একটা।

মুক্তেশ্বরী দেবী বসিয়াছিলেন নিজের ঘরে। অক্ষয় আসিয়া দেখা দিল

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—তোমাকে আর যেতে হবে না অক্ষয় কলকাতায় ঐ ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্য-সমিতিতে। আমি ভাবছি, হাজার টাকার একখানা ক্রশ-চেক্ পাঠিয়ে দি সেক্রেটারির নামে। সেই সঙ্গে চিঠি থাকবে,—চিঠিতে লিখে দাও, এ টাকা পাঠানো হলো রামশশী রায়ের পরিবারদের জন্য। টাকাটা যেন তাদের দেওয়া হয়। টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে একটা রসিদের মতো, মানে, এ্যাক্‌নলেজমেণ্ট শুধু আমাদের কাছে যেন তিনি পাঠিয়ে দ্যান্।

অক্ষয় ভাবিল, শুভস্য শীঘ্রম্! বড় মানুষের খেয়াল…কি জানি, দেরী করিলে যদি এ খেয়াল নিবিয়া জুড়াইয়া যায়! তাই সে বলিল—বেশ হবে মা।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন,—তুমি একখানা চিঠি লিখে আনো।

অক্ষয় গেল চিঠি লিখিয়া আনিতে ; মুক্তেশ্বরী দেবী আলমারী খুলিয়া চেকের বই বাহির করিলেন।

মুক্তেশ্বরী দেবী পাড়াগাঁয়ে বাস করেন বলিয়া ভাবিবেন না, তিনি ইংরেজী জানেন না ! তা নয়, মুক্তেশ্বরী দেবীর কথা আর একটু খুলিয়া বলি। সে-কথা জানা থাকিলে মুক্তেশ্বরী দেবীকে ভালো করিয়া আমরা বুঝিতে পারিব।

মুক্তেশ্বরী দেবীর বয়স এখন প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসর। রাজীবনারাণের সঙ্গে তাঁর যখন বিবাহ হয়, তখন মুক্তেশ্বরী দেবীর বয়স ছিল ত্রিশ বৎসর, রাজীবনারাণের বয়স পঁয়তাল্লিশ।

ত্রিশ বৎসর বয়সে বাঙালীর ঘরের মেয়ের বিবাহ হয় কিন্তু না, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই !

মুক্তেশ্বরী দেবী বি-এ পাশ। বি-এ পাশ করিয়া তিনি কলকাতার কমলমণি বালিকা বিদ্যালয়ে ছিলেন হেড মিস্ট্রেশ। সেবার পূজার ছুটিতে তিনি গিয়াছিলেন আসানসোলে তাঁর মামার বাড়ীতে। মামা ছিলেন আসানসোলে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। মামার বাড়ীর কাছে একখানা বাঙলো ছিল। রাজীবনারাণ ওদিকে তাঁর কোলিয়ারী দেখিতে গিয়া সেই সময়ে জ্বরে পড়েন। জ্বরে পড়িয়া আসানসোলের এই বাংলোয় থাকিয়া চিকিৎসা করাইতেছিলেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী এ-ঘটনার দু বৎসর পূর্ব্বে পরলোক-বাসিনী। চাকর-বামুনের হাতে ছিল চিকিৎসার ভার মুক্তেশ্বরী দেবীর মামা, রাজীবনারানের পরিচয় এবং অসুখের কথা শুনিয়া তাঁকে দেখিতে আসিতেন ; এবং এই দেখ-শুনাকে অবলম্বন করিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী পরিচর্য্যার ভার লন। তারপর পাঁচখানা উপন্যাসে যেমন হয়, অর্থাৎ

রাজীবনারাণ এবং মুক্তেশ্বরী দেবীর জীবনেও তাই ঘটিল। অর্থাৎ মম
মায়া এবং ভালোবাসা!

সারিয়া উঠিয়া রাজীবনারাণ বলিলেন—আপনার সেবায় ও
পেয়েছি। কি করে আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো?

মুক্তেশ্বরী দেবী কোনো কথা না বলিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন

রাজীবনারাণ দেখিলেন, এই বয়সটাই নারীর আসল বয়স! যৌবনে
উচ্ছ্বাস নাই, চাপল্যের আবর্জনা নাই—পূর্ণ জোয়ারের ভরা ন
যেন—শান্ত স্নিগ্ধ গম্ভীর রমণীয়! তার উপর মুক্তেশ্বরী দেবী বি-
পাশ। লেখাপড়া শেখার জন্য বিদ্যার দীপ্তি কুরূপ-কুৎসিতকেও সুন
করিয়া তোলে! সৌন্দর্য্য মুক্তেশ্বরী সর্ব্বাঙ্গে অপরূপ দীপ্তি বিকশি
করিয়া তুলিয়াছে। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে মুক্তেশ্বরী দেবীকে দেখিয়
রাজীবনারাণের মনে হইল, জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ বোধ হয় নূরজাহানকে
এই-বয়সে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন!

প্রশ্ন করিয়া রাজীবনারাণ বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। মুক্তেশ্বরী
দেবীর জবাব পাইলেন না! তিনি মৌনময়ী। রাজীবনারাণ ভাবিলেন,
কি ভাবিতেছেন? নিজের দুর্দ্দশাকে সকরুণ ভাষায় সিক্ত করিয়া
রাজীবনারাণ বলিলেন—না বাঁচালে ভালো করতেন!

এ কথায় মুক্তেশ্বরী দেবীর বিস্ময় বোধ হইল। ফিরিয়া রাজীব-
নারাণের পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন··সে খুব ছোট কথা···কিন্তু
উচ্চারণের ভঙ্গীতে যে-মমতা, যে-করুণা উৎসারিত হইল, রাজীব-
নারাণের পত্নী-বিয়োগ-বেদনা-বিধুর মন তাহাতে গলিয়া গেল। সে-
স্বরে তিনি যেন সাহস পাইলেন! বলিলেন,—মানে, সংসারে আমার
কেউ নেই··না স্ত্রী, না ছেলে-মেয়ে···

মুক্তেশ্বরী এ-কথার উত্তরে কি দৃষ্টিতে যে রাজীবনারাণের পানে চাহিলেন…

রাজীবনারাণ যেন চেতনা হারাইলেন, বলিলেন—আবার যদি অসুখ করে…কোথায় থাকবেন আপনি…কোথায় আমি…কে তখন সেবা করে আমায় বাঁচাবে?

মুক্তেশ্বরী দেবী কোনো জবাব দিলেন না…একটা নিঃশ্বাস বুকের মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার জন্য অধীর-আকুল…প্রাণপণ-শক্তিতে তিনি সে নিঃশ্বাস রোধ করিলেন।

রাজীবনারাণ বলিলেন—এত মায়া-মমতা বুকে নিয়ে সারা জীবন আপনি স্কুল-মাষ্টারী করে বেড়াবেন?

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—না হলে দিন চলবে কি করে?

শ্মশানের ছাই মাখাইয়া মৃতা পত্নী রাজীবনারাণের যে-বুক ভরিয়া রাখিয়াছেন, এ-কথায় সে-ছাইয়ের বুকে যেন ফুল ফুটিল…লাল নীল হরিদ্রা বর্ণের ফুল…অজস্র!

রাজীবনারাণ বলিল—বিবাহ করে সংসার…

সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে মুক্তেশ্বরী বলিলেন—আমার বয়স তো কম হলো না।

রাজীবনারাণ কহিলেন—আমার বয়স আরো অনেক বেশী। তবু মনে হয়, বিবাহের যোগ্য বয়সই এই…সংসারের কোনো প্রলোভনে মন বিচলিত হবে না! আশা-নৈরাশ্যের দাম জানি! পাওয়া-না-পাওয়ার বিরাট অভিজ্ঞতা…অর্থাৎ আপনার বয়স কত? মানে, যদি কিছু মনে না করেন…

অনত মুখে সলজ্জ কণ্ঠে মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—আমার বয়স এখন ত্রিশ…

রাজীবনারাণ বলিলেন – আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ !···জানেন, মহা।
···আমাদের দেবতা···তিনি বিবাহ করেছিলেন ষাট-বৎসর বয়সে··

মুক্তেশ্বরী দেবীর সর্ব্বাঙ্গে যেন লজ্জার পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ি
লজ্জায় জড়সড়ো হইয়া তিনি একেবারে এতটুকু !

রাজীবনারাণ বলিলেন--চমৎকার আপনার নাম ! মুক্তেশ্বরী
মুক্তার ঈশ্বরী !···আমি অথৈ সাগর-জলে পড়েছিলুম···রোগে নিরূপ
তার অকূল পাথার···সে-সাগর থেকে আপনি আমায় তুলেছেন
এখন কৃতজ্ঞতা-বশে আমি যদি আপনাকে তুলি···সাগর থেকে মু
তুলে যদি বাড়ী ফিরি ?

কথা নয় যেন লাজাঞ্জলি···লজ্জার পুষ্প-বর্ষণ !

মুক্তেশ্বরী দেবী চকিতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন···খোলা খড়খড়ি
সামনে। বাহিরে গাছের ডালে দুটি পাখী···একটা পাখীর ঠোঁটে
ঠোঁট রাখিয়া আর একটি পাখী সোহাগ-চুম্বন লুণ্ঠন করিতেছিল··
লজ্জায় মুক্তেশ্বরী দেবী চোখ নামাইলেন। মন বলিল, পৃথিবীতে কি
আজ যৌবনের আহ্বান জাগিয়াছে ?

সহসা কাণে শুনিলেন, বেদনার মিনতি-ভরা আবেগ-উচ্ছ্বসিত
কণ্ঠ—দেবী···

ফিরিয়া দেখেন, রাজীবনারাণ তাঁর কাছে আসিয়া নতজানু···
নিবেদনের ভঙ্গীতে দুই করপুট অঞ্জলি-বদ্ধ···

মুক্তেশ্বরী রাজীবনারাণের দুই হাত ধরিয়া তাঁকে টানিয়া তুলিলেন।
বলিলেন,—ছি ছি···কি করেন। আপনি মানী লোক···

সবিনয়ে রাজীবনারাণ বলিলেন—যে-পাণি আপনি গ্রহণ করলেন,
সে-পাণি ত্যাগ করলে মৃত্যু ভিন্ন আমার অন্য গতি থাকবে না !

তারপর যা হওয়া উচিৎ, তাই হইল। রাজীবনারাণ বিবাহ করিয়া মুক্তেশ্বরী দেবীকে পরমেশ্বরী করিলেন।

প্রণয়-নিবেদনের এ অপূর্ব্ব কাহিনী লইয়া দুজনে প্রায় কথা হইত...

গল্প-উপন্যাস পড়িয়া মুক্তেশ্বরী দেবী বলিতেন—এরা লেখে যত তরুণ-তরুণীর প্রেমের কথা! এ সব লেখকের কল্পনা যেন দড়ি দিয়ে বাঁধা...ছোট্ট মামুলি গণ্ডীর মধ্যে বন্দী!

রাজীবনারাণ বলিতেন—লিখুক গে যা-খুশী...আসল প্রেম এরা জানবে কোথা থেকে? সত্য আর মিথ্যা কল্পনায় কতখানি তফাৎ, আমাদের মতো ক'জন তা জেনেছে, বলো? হুঁঃ, Truth is stranger than fiction (গল্প-কথার চেয়ে সত্য-কথায় অনেক বেশী বিস্ময় আছে)!

কিন্তু এ-কথা যাক! যা বলিতেছিলাম...

চেকের বই বাহির করিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—নিজের নামে একখানা চেক লিখেছি হাজার টাকার...রাণাঘাট ব্যাঙ্কের চেক। বেলা পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্য্যন্ত ওদের ব্যাঙ্ক খোলা থাকে। তুমি এখানা ভাঙ্গিয়ে একখানা এক-হাজার টাকার নোট নিয়ে এসে সেই নোট পাঠিয়ে দাও সাহায্য-সমিতির সেক্রেটারির নামে। সেই সঙ্গে চিঠি লিখে দিয়ো এ টাকা তিনি দেবেন রামশশী রায়ের বিধবা স্ত্রীকে...বুঝলে?

চেক লইয়া অক্ষয় চলিয়া গেল।

মনকে তিনি পাঠাইয়া দিলেন কল্পনার রথে চড়াইয়া কলিকাতার সেই ব্রাহ্ম-গৃহে...যেখানে রামশশীর স্ত্রী ছেলেমেয়ে ও জিনিষ-পত্র লইয়া ছোট ঘরটিতে বন্দিনীর মতো পড়িয়া আছে! অশোক-কাননে বন্দিনী

সীতার ছবি দেখিয়াছিলেন, মুক্তেশ্বরী দেবীর মনে হইল, রামশশীর স্ত্রী যেন সেই অশোক-কাননে বন্দিনী সীতা!

ছেলেমেয়েরা? যেন সীতার বেদনা-ব্যথার পুঞ্জ!...তা নয় তো কি! উপায়হীন নারীর বুকে ছেলেমেয়ে সুখ-শান্তি নয় —ব্যথা-বেদনার স্তূপ। সে ব্যথা-বেদনার ভার সহা কতখানি অসহ্য, নিজের প্রথম-জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া তার মর্ম্ম তিনি ভালো করিয়াই বোঝেন!

চিন্তার সূত্র কাটিয়া গেল...ওদিককার ঘর হইতে এক কিশোরী আসিয়া বলিল—সুকি কেমন ধুঁকছে, মা...চোখ বুজে নির্জীব পড়ে আছে! আমার ভারী ভয় করছে!

দু' চোখ কপালে তুলিয়া মুক্তেশ্বরী বলিলেন—সকালে তো দিব্যি ছিল—খেলে দেলে...একটু যেন নড়তে লাগলো!

কিশোরী বলিল—তা তো ছিল। এখন কিন্তু কেমন করছে! ও বাঁচবে তো?

মুক্তেশ্বরী স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কিশোরীর পানে চাহিয়া রহিলেন--মুখে কথা নাই!

কিশোরী কহিল—আমি বলি, একজন ডাক্তার...যারা এদের রোগ-টোগের কথা বোঝে, এমন কাকেও ডাকলে হয় না?

মুক্তেশ্বরী দেবী কহিলেন—আমি দেখছি। তুমি যাও ইরা, কালীর মাকে বলো গে, একটু সেঁক দিক...হারিকেনের মাথায় ফ্ল্যানেলের টুকরো তাতিয়ে...

কিশোরীর নাম ইরা। মুক্তেশ্বরী দেবীর কথায় ইরা প্রস্থান করিল।

ইরা মেয়েটি মুক্তেশ্বরী কেহ নয়। ভদ্র-ঘরের মেয়ে। বয়স আঠারো-উনিশ বৎসর। গ্রামে ছিলেন দেবেন্দ্র ভট্চার্যি—এখানকার স্কুলের সেকেণ্ড টীচার। তাঁর স্ত্রী হীরাবতী। ইরাবতী সেই হীরাবতীর ছোট বোন। দেবেন্দ্র ভট্চার্যি নাই, মারা গিয়েছেন। এই পরিবারের সঙ্গে দেবেন্দ্র বাবুর পরিবারের অন্তরঙ্গতা ছিল। দেবেন্দ্র বাবু মারা গেলে মুক্তেশ্বরী দেবী একদিন দেবেন্দ্র বাবুর গৃহে বেড়াইতে গিয়াছিলেন; গিয়া ইরাবতীকে দেখেন। ইরাবতী মেয়েটি দেখিতে ভালো…লেখা-পড়া জানে। তার বাপ ছিলেন মফঃস্বল কোর্টের পেস্কার। বাপ মারা গেলে হীরাবতী ছোট বোনকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছে…

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—তোমার বোনটিকে আমায় দাও, হীরে। বাড়ীতে শুধু দাসী-চাকর নিয়ে থাকি,—ছেলে-মেয়ে নেই। ইরাকে আমি মেয়ের মতো পালন করবো…ও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। ওর সব ভার আমি নেবো। বিয়ে দেওয়ার ভারও…

একালে মেয়ের বিবাহ দেওয়া কি বিষম ব্যাপার, বাঙলা দেশে বাস করিয়া হীরাবতীর তাহা জানিতে বাকী নাই! দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য সঞ্চয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। মফঃস্বলের স্কুলে মাষ্টারী…মাহিনা কম,—তাও প্রতি মাসে ঠিক সময়টিতে সে-মাহিনা পাওয়া যাইত না। ভরসার মধ্যে কলিকাতা হিন্দু ফ্যামিলি এ্যান্থুয়িটি ফণ্ডে প্রতি মাসে ক'টা করিয়া টাকা দিতেন,—তার ফলে সেখান হইতে হীরাবতী পান মাসে বারোটি করিয়া টাকা। যতদিন বাঁচিবেন, হিন্দু ফ্যামিলি এ্যান্থুয়িটি ফণ্ডের নিয়মে প্রতি মাসে এই বারোটি করিয়া টাকা তিনি পাইবেন! এই টাকার উপর দু'বোনের চলা কঠিন হইলেও উপায় ছিল না!

ইরাবতীর ভার মুক্তেশ্বরী দেবী আসিয়া স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছেন…

কথায় বলে, যাচা আদর ফেলতে নাই! তাই হীরাবতী বলিলেন—বেশ তো মাসিমা···এ তো ওর ভাগ্য? আপনি যদি মায়ের মতো ওর ভার নেন, তাহলে ওর আর চাইবার কি রইলো!

সেই অবধি ইরাবতী এই গৃহে আছে। মুক্তেশ্বরী দেবী তাকে ভালো বাসেন, সত্য। তাকে মেয়ের আসনে বসাইয়াছেন। ভালো শাড়ী, ব্লাউজ, সেমিজ, গহনা—সব দিয়াছেন।

এত দানেও ইরাবতী মনকে কিন্তু ঠিক রাখিয়াছে—তার চালে বেচাল নাই। মেয়ের আসন পাইয়াও সে মনে-মনে জানে, মুক্তেশ্বরী দেবীর কৃপায় স্নেহের আশ্রয় পাইয়াছে···সে এ-বাড়ীর কেহ নয়! যতদিন স্নেহ, ততদিন এ-বাড়ী তার বাড়ী—তারপর ভগবান তার জন্য কোথায় স্থান নির্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন, কে জানে!

স্নুকি?

রাজীবনারাণ ভালো-জাতের বহু কুকুর পুষিয়াছিলেন। দুটি পমিরেনিয়ান কুকুর ছিল স্নুকি ও খুকি। খুকি মারা গিয়াছে, স্নুকি আছে। সেই স্নুকির অসুখ লইয়া ইরার এত দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা!

রাত্রি প্রায় আটটা। অক্ষয় আসিয়া বলিল—টাকা এনেছি, মা।

—এক-হাজার টাকার নোট?

অক্ষয় বলিল,—হাঁ। এই নিন্।

নোটখানা সে দিল মুক্তেশ্বরী দেবীর হাতে।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন,—নোটের নম্বর লিখে রেখেছো ?

—রেখেছি।

—তুমি তাহলে চিঠিখানা লিখে আনো। সেক্রেটারির নামে লিখবে। ওঁর নাম করে লিখো, তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মুক্তেশ্বরী দেবী এক-হাজার টাকার নোট আপনাকে পাঠিয়েছেন। এ টাকা আপনি দয়া করে ৺রামশশী রায়ের বিধবা পত্নী শ্রীমতী সর্ব্বজয়া দেবীকে দেবেন। কর্ত্তা ছিলেন রামশশীর মামা...কাজেই তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সাহায্যের জন্য এ টাকা পাঠানো হচ্ছে। টাকা দিয়ে শ্রীমতী সর্ব্বজয়া দেবীর কাছ থেকে রসিদ নিয়ে পাঠালে কৃতজ্ঞ হবো। বুঝলে ?

অক্ষয় বসিয়া চিঠি লিখিল।

চিঠি পড়িয়া মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—ঠিক হয়েছে...কাল চিঠির সঙ্গে এই নোটখানা খামে ভরে ইনশিয়োর করে ওদের পাঠিয়ে দিয়ো... বুঝলে...

অক্ষয় বলিল— তাই হবে। আজকের মতো আপনি এ-নোট রেখে দিন...তারপর কাল পোষ্ট-অফিসে গিয়ে ইনশিয়োর করে পাঠাবো।

কথাটা বলিয়া অক্ষয় আর দাঁড়াইল না...টাকা রাখিয়া চলিয়া গেল!

মুক্তেশ্বরী দেবী বসিয়া মনের মধ্যে আবার ছবি আঁকিতে লাগিলেন... কলিকাতার বাড়ীতে কমিটি বসিয়া গেছে...সমিতির সেক্রেটারি গিয়া এই চিঠি আর চিঠির খামে-ভরা এক-হাজার টাকা দিবেন! সকলে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিবে! বলিবে—কিসের টাকা ? তার পর...

দ্বারের বাহির হইতে আহ্বান,—পিশিমা এ-ঘরে ?

কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিল, সাহেবী-পোষাক-পরা এক ভদ্রলোক। চাল-চলন, সাজ-পোষাক দেখিয়া মনে হয়, সদ্য যেন বিলাতী জাহাজ হইতে নামিয়াছে! নামিয়াই পিশিমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মন আকুল···

ভদ্রলোক কিন্তু বিলাতে যায় নাই। বিলাতে না গিয়া এইখানে থাকিয়াই অনেকে সাজ-পোষাকে কায়দা-কানুনের যেমন পাকা-সাহেব বনেন, এ ভদ্রলোক তারি নিখুঁৎ ফ্যাক্‌সিমিলি!

নবাগতের পানে চাহিয়া মুক্তেশ্বরী কহিলেন—রঞ্জন? হঠাৎ কি মনে করে?

সাহেবী পোষাক-পরা রঞ্জন একখানা চেয়ার টানিয়া সেই চেয়ারে বসিয়া বলিল—কলকাতায় গিয়েছিলুম অনেক দিন বাদে। ভাবলুম, কাছে এসেছি, তাই এলুম তোমার সঙ্গে দেখা করতে···একলা আছো!

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—পিশির ভাগ্যি!···কোথায় ছিলি?

রঞ্জন বলিল—লক্ষ্ণৌয়ে ছিলুম।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন কিছু করছিস? না, গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছিস?

রঞ্জন বলিল,—হাওয়া নয়, পিশিমা···রোজগার বেশ ভালোই করছি! তবে এক জায়গায় থিতু হয়ে থাকা যাচ্ছে না, এইটেই হয়েছে মুস্কিল!

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—কি এমন কাজ কচ্ছিস, শুনি?

রঞ্জন বলিল—ব্যবসা।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—রোজগার করলেই ভালো!

রঞ্জন আসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া সব দেখিয়া লইয়াছে।

বলিল,—তোমার আশীর্ব্বাদে পিশিমা, আমার কোষ্ঠীতে রোজগারটা ভালোই লেখা আছে !

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—এসেছিস, দু'দিন এখানে থাকবি তো ? না, আজই যাবি ?

রঞ্জন বলিল—তোমার কি মনে হয় ?

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—কি করে বলবো ? সাহেব হয়েছিস, তার উপর এ হলো পাড়া-গাঁ পাড়া-গাঁয়ের নামে তোদের বাঙালী-সাহেবদের তো গায়ে জ্বর আসে !

হাসিয়া রঞ্জন বলিল—সাহেবের পিশিমা যে পাড়া-গাঁ ছেড়ে শহরে পা দিতে চায় না, সাহেব সে পাড়া-গাঁয়ে থাকতে পারবে না কেন, বলতে পারো ?

দাসী কালীর মা আসিয়া বলিল—দিদিমণি তোমায় একবার আসতে বলছে, মা ।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—সুকি কেমন আছে ?

কালীর মা বলিল—ঝিমিয়ে আছে যেন ! আহা ! অমন যে খেলা করে সব-সময়ে তার কিছু না !

রঞ্জন বলিল—সুকি কে, পিশিমা ? পুষ্যিপুত্তুর নেছো না কি ?

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—যা বলেছিস্ । পুষ্যি-পুত্তুরের বাড়া এই সুকি । ...মানুষ নয় রে, কুকুর—পমিরেনিয়ান । তোর পিসে-মশায়ের কুকুরের সখ ছিল, জানিস তো ! বাইরের মহল দিয়ে আসতে একটা পার্টিশন দেখিস্ নি ?...সবুজ ঝিলিমিলি-দেওয়া কাঠের পার্টিশন—তার ওদিকে সদর অন্দর—এই দুই মহলের মাঝখানে কুকুরদের ঘর ।...তা তাঁর সঙ্গে সব কটাই গেছে । ওরা মনিব চেনে ! তিনি নেই বুঝে একে-একে

সরে পড়ছে! থাকবার মধ্যে আছে জ্যাক্ ফক্সটেরিয়ার···আর এই মুকি!

রঞ্জন বলিল—তোমার মুকির কি হয়েছে, বলো দিকিনি?

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—কি করে বলবো? এ কি মানুষ যে কোথায় কি হচ্ছে, মুখে কথা কয়ে বলবো! অবোলা জীব···দুইদিন ধরে কিছু খাচ্ছিল না···আজ থেকে নেতিয়ে কেমন যেন হয়ে আছে! ওদের ভয় হয়েছে তাই।

রঞ্জন বলিল—হুঁ! তা তোমাকে হদিশ দিতে পারি। তোমাদের এই গ্রামে থাকে আমাদের এক বন্ধু—বড় লোকের ছেলে—ঘোড়া-কুকুর নিয়ে আজন্ম কাটিয়েছে। বাপের পয়সা আছে। কলকাতায় বাড়ী, বরানগরে বাগান। তা এমন খেয়ালী সে-সব ছেড়ে চাকদায় এসে বন কেটে পোলট্রির ব্যবসা করছে। তার নাম হলো নীলধ্বজ···মহাভারতী-নাম!···থাকি যদি তো কাল সকালে তাকে ধরে আনবো নাকি?

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—ভদ্রলোক···তোর কুকুর দেখতে কি বলে তাকে আনবি? কি মনে করবে!

রঞ্জন বলিল—কিছু মনে করবে না। বললুম তো, সে ভারী খেয়ালী মানুষ। কখনো মানের ভারে মস্ত মানী হয়ে বসে থাকে, কারো সঙ্গে মেশে না···বলে, ডিগ্‌নিটি যাবে। আবার কখনো দেখবে, মেতুয়াদের পাশে বসে তাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের আলোচনা করছে!

মুক্তেশ্বরী কি বলিতে যাইতেছিলেন, বলা হইল না···ইরা আসিল। চঞ্চল ব্যস্ত ভাব! ইরা বলিল,—বেশ তো মা তুমি···কালীর মাকে দিয়ে খপর পাঠালুম···তা কালীর মাও বেশ লোক! এখানে চুপ করে··· বলিতে বলিতে নবাগতের দিকে দৃষ্টি পড়িল। নূতন লোক···ইরার

পানে যে-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, সে-দৃষ্টির স্পর্শে ইরা একেবারে লজ্জাবতী লতার মতো সঙ্কোচ-ভরে হুইয়া পড়িল! তার মুখের কথা কণ্ঠে অবরুদ্ধ রহিয়া গেল।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—চ, গিয়ে দেখি। তুই এখানে একটু থাক্ ইরা… রঞ্জন একা থাকবে? আমার ভাইপো…ওকে পাখার বাতাস কর্ একটু!

এ কথা বলিয়া কালীর মাকে লইয়া মুক্তেশ্বরী দেবী প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাল রাত্রি

টেবিলের উপর বড় ল্যাম্প জ্বলিতেছে।

ঘরে শুধু ইরা ও রঞ্জন…

ইরা যেন কাঠ! তার গতি একেবারে যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে! বুকের মধ্যে সার-সার যেন কামানের গাড়ী চলিয়াছে…মাথার উপরে থাকিয়া থাকিয়া আবার মেঘ ডাকিতেছে…

মুক্তেশ্বরী দেবীর আদেশ মানিয়া ইরা হাত-পাখা নাড়িয়া রঞ্জনকে বাতাস করিতেছে! যেন কলের দু'খানা হাতে পাখা নড়িতেছে!

ইরার মুখে আলো পড়িয়াছে…সে আলোয় তাকে দেখাইতেছে যেন…

রঞ্জন অবিচল নেত্রে ইরার পানে চাহিয়া…

'কে এ কিশোরী? আগে দেখে নাই! বেশ-ভূষা ও চেহারা দেখিয়া বুঝা যায়, দাসী নয়! কিন্তু পিসিমার তেমন নিকট-আত্মীয়া কেহ আছে, এমন কথা সে শোনে নাই!

মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদূর নাই। বিবাহ?

না, বিধবা নয়! বিধবা হইলে পাড়াগাঁয়ে ব্রাহ্মণের ঘরে এমন বাহারে ডুরে-শাড়ী পরিবার উপায় ছিল না! বিবাহ তাহা হইলে হয় নাই…

কিন্তু এ কে?…

রঞ্জনের বুকের মধ্যে প্রশ্নের পর প্রশ্নের তরঙ্গ…ঝড়ে নদীর জলে যেমন তরঙ্গ ওঠে…তেমনি উত্তাল এই প্রশ্নের তরঙ্গ!

প্রশ্নের এ তরঙ্গ বুকে আর শেষে বহা যায় না! প্রশ্নের তরঙ্গাঘাতে মন অধীর চঞ্চল…

মনের এ-চাঞ্চল্যাবেশে রঞ্জন স্থির থাকিতে পারিল না। পায়চারি করিয়া ঘরের এটা টানিয়া, ওটা নাড়িয়া দেখিতে লাগিল…ইরা তার সঙ্গে সঙ্গে পাখা-হাতে যেন ল্যাণ্ডবোট্ ঘুরিতেছে!

রঞ্জন ফিরিয়া চাহিল ইরার পানে…ইরা তেমনি কাঠ হইয়া পাখা নাড়িতেছে! তার মুখ আনত…চোখের দৃষ্টি মেঝেয় নিবদ্ধ…মেঝেয় যেন কোন্ ধ্যানের দেবতার দর্শন পাইয়াছে!

রঞ্জন মনে মনে হাসিল, তারপর বলিল—আমার জন্য আপনি কষ্ট করে পাখা নাড়বেন না। আমি আপনাকে ছুটি দিচ্ছি।

কথাটা বলিয়া রঞ্জন ইরার হাতের পাখা কাড়িয়া লইল।

ইরা কোনো কথা কহিল না। তার দেহ-মন ব্যাপিয়া সেই লজ্জা, সঙ্কোচের সেই আবরণ। রঞ্জন তার পানে চাহিয়া আছে…ইরা তার পানে চাহিয়া তা দেখে নাই, তবু তার দেহে-মনে যেন রাশি-রাশি ছুঁচ ফুটিতেছে! তেমনি অস্বস্তি!

রঞ্জন বলিল—খুকি-কুকুরের অসুখ বললেন, না? আমি বরং তাকে দেখে আসি। আপনি স্বচ্ছন্দভাবে নিঃশ্বাস নিন্।

হাসি-মুখে রঞ্জন চলিয়া গেল।

ইরা দাঁড়াইয়া দেখিল। তার পা যেন নড়িতে চায় না! বৈদ্যুতিক প্রবাহে তার প্রাণের স্পন্দন যেন থামিয়া গিয়াছে!

অক্ষয় আসিয়া ডাকিল,—মা···

দেখে, মা নাই। ইরা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অক্ষয় বলিল—মা বলেছিলেন চিঠি আনতে··· এনেছি। মা কোথায়?

ইরার চেতনা ফিরিল। ইরা বলিল—আমি দেখছি। বলিয়া ইরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে গেল।

অন্দরে ওদিকে স্থকি-কুকুরকে লইয়া হুলস্থুল ব্যাপার···

রঞ্জন ডুক্‌ডাক করিয়া স্থকিকে কতক সচেতন করিল। স্থকি চোখ মেলিয়া চাহিল।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—তুই এলি বলে স্থকি তবু মুখ তুলে চাইলো!

রঞ্জন বলিল—একটু দুধ আনিয়ে দাও পিসিমা···

মুক্তেশ্বরী চাহিলেন ইরার পানে। ইরা সে-চাহনির অর্থ বুঝিল; বুঝিয়া সে গেল দুধ আনতে।

অক্ষয় আসিয়া ডাকিল,—মা···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন,—কি?

অক্ষয় কহিল—যদু বাবু এসেছেন—তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন···

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—ও···তা আজ আর এখন দেখা হবে না। কাল সকালে ওঁকে আসতে বলো। আর শুধু-হাতে এলে চলবে না···টাকা নিয়ে আসা চাই। নাহলে বলো, নালিশ আমি বন্ধ রাখবো না।

অক্ষয় বলিল,—বলবো।

কথাটা বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল···

মুক্তেশ্বরী দেবী ডাকিলেন,—অক্ষয়···

অক্ষয় ফিরিল।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—নোটখানা ও-ঘরে আছে। তোমার কাছে রেখে দাও।

অক্ষয় বলিল,—কোথায় নোট?

মুক্তেশ্বরী বলিলেন,—কেন···ঐ টেবিলের ওপর।

অক্ষয় বলিল,—নোট তো সেখানে নেই মা···

—নেই! মুক্তেশ্বরী দেবীর চোখে প্রচুর বিস্ময়!

কুকুরের গায়ে রঞ্জন হাত বুলাইতেছিল, বলিল—রোগ একটা হয়েছে পিসিমা। আমি ঠিক ডায়গ্‌নাইজ করতে পারলুম না। আমি বলি পিসিমা, সেই ভদ্রলোককে ডাকি—ঐ নীলধ্বজকে··! জমিদার-বাড়ীর সঙ্গে আলাপ হলে তার বিজ্‌নেশ্‌ প্রশ্‌পার্‌ করবে। কি বলো?···ডাকলেই সে আসবে। কিন্তু ভালো কথা, দুধ কোথায়? দুধ?

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—ইরা আনতে গেছে···কিন্তু তুমি এ কি বলছো, অক্ষয়? নোট পেলে না কি রকম! দ্যাখোগে···আমি আর কোথাও যাইনি তো! নোট উড়ে যেতে পারে না।

অক্ষয় কহিল—দেখতে পেলুম না।

মুক্তেশ্বরী দেবী কহিলেন,—নিশ্চয় ঐখানে আছে। ইরা গেল ছুটে··· আমিও চলে এলুম!···এই তো সে ঘরে ছিল তখন রঞ্জন হ্যাঁ রে রঞ্জন, উঠে আসবার সময় আমি টাকা নিয়ে এসেছিলুম কি? তুই তো ছিলি ঘরে···এঁ্যা?

রঞ্জন বলিল—টাকা! না, টাকা-কড়ি আমি দেখিনি তো!··· কিসের টাকা? কত টাকা?

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—এক-হাজার টাকার একখানি নোট।··· আসলো, জানিনা তো! বসেছিলুম···ভাবলুম···

রঞ্জন বলিল—এক-হাজার টাকার নোট···আঁচলে বাঁধোনি তো? মেয়েদের চিরদিনের স্বভাব।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—না রে, না! তুই পাগল হয়েছিস!··· আঁচলে বাঁধলে আর আমার মনে থাকবে না?

কথাটা বলিয়া তিনি আঁচল টানিয়া দেখাইলেন। বলিলেন—এই ছাখ্ আঁচলে শুধু আমার চাবির রিং·

রঞ্জনের দু' চোখ কপালে উঠিল! বলিল,—হুঁ! তাইতো! বলিয়া কুকুরের পরিচর্য্যা ছাড়িয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল—আমি পকেটে রাখলুম না তো···পড়ে আছে দেখে? তাছাড়া টাকার উপর আমার কেমন একটা ঝোঁক আছে—দেখলেই পকেটে পুরি।

রঞ্জন কোটের দু-পকেটে হাত ঢুকাইয়া কখানা কাগজ বাহির করিল···পড়িয়া সেগুলা দেখিতে দেখিতে বলিল—না, এটা হোয়াইট্-এ্যারোয়ের ক্যাশমেমো···একটা প্রেসক্রপ্‌সন্···এটা···ও বার্থ-রিজার্ভের চিঠি··না, টাকা তো নেই!

কাগজ-পত্র কোটের পকেটে গুঁজিয়া ট্রাউজারের পকেটে হাত পুরিল···বাহির হইল একখানা রুমাল।

ঘরে সকলে স্তম্ভিত স্তব্ধ···

ইরা আসিল এই স্তব্ধতার মধ্যে। তার হাতে এনামেলের পেয়ালায় দুধ···

রঞ্জন বলিল—তুলো আনলেন না একটু ?

দুধের পেয়ালা রাখিয়া ইরা আবার ছুটিল তুলা আনিতে।

তুলা আনিল। রঞ্জন বলিল—দিন আমার হাতে···

রঞ্জনের হাতে ইরা তুলা দিল।

রঞ্জন বলিল—আপনাকে এবার নার্শ হতে হবে। আমি ওর চোয়াল খুলে ধরছি, দুধে তুলো ভিজিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে আপনি মুখে ঢেলে দিন্ ·

সুকিকে দুগ্ধ পান করাইতে পনেরো মিনিট সময় লাগিল। সুকি আরাম পাইয়া নড়িয়া মুক্তেশ্বরী দেবীর পায়ের কাছে আসিল।

তারপর মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—চলো অক্ষয়। কিন্তু এ যে ভারী আশ্চয্যি কথা···নোট উড়ে যাবে ? পাঁচ টাকা··দশ টাকার নয়··· হাজার টাকার নোট !

অক্ষয়কে লইয়া মুক্তশ্বরী দেবী ছুটিলেন নোটের সন্ধানে।

ঘরে আবার রঞ্জন আর ইরা···

রঞ্জন বলিল—আপনি magnificent ! সেবা করবার শক্তি যা দেখলুম, এমন কখনো দেখিনি !

ইরা আবার যেন পাষাণ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইতে লাগিল ! প্রথমেই পা হইল পাথর ! নড়ে না···

রঞ্জন বলিল—আপনি কখনো মেডিকেল কলেজে পড়েছিলেন ?

ইরার মুখের উপর এবার পাথরের প্রলেপ··· মুখ ফেরে না ··

রঞ্জন বলিল—আমায় চেনেন না, জানি। কিন্তু এতক্ষণ কথাবার্ত্তা

যা হলো, তাঁতে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, এ-বাড়ীর যিনি সর্ব্বময়ী কর্ত্রী···অর্থাৎ শ্রীযুক্তা মুক্তেশ্বরী দেবী···তিনি হলেন আমার পিসিমা। আমার বাবা ছিলেন ওঁর মামাতো ভাই। একদিন আমাদের ওখানে পিসিমার খুব যাওয়া-আসা ছিল। কাজেই আমার সঙ্গে কথা বললে কোনো দেশের কোনো শাস্ত্রমতে সেটা দোষের হবে না।···

কথাগুলো ইরার কর্ণপটাহ ভেদ করিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে থাকে।···পাড়াগাঁয়ের মেয়ে···এ কথার কি জবাব দিবে? ইরা চুপ করিয়া রহিল।

রঞ্জন মনে-মনে পণ করিল···কথা কওয়ানো চাই···অন্তত একটা কথা। বলিল,—বলুন না, আপনি মেডিকেল কলেজে কখনো পড়েছিলেন কি না?

ইরা প্রমাদ গণিল। ভাবিল, কথা কহিলে যদি তার পায়ের এ নিস্পন্দতা হইতে মুক্তি মেলে! ইরা বলিল,—না···

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে রঞ্জন বলিল—না! আরো আশ্চর্য্য করলেন তাহলে, মানুষের সেবা নয়···একটা কুকুরের সেবা! অবোলা পশু! তার সেবা এত দরদে!

ইরার অনুমান সত্য···কথা কহিবার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের পাথর খসিল ···জড়তা ঘুচিল। চক্ষের নিমেষে ইরা ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।···

গেল সেই ঘরে···যেখানে চেকের জন্য নাটক জমিয়া উঠিয়াছে!···

ইরা আসিবামাত্র মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—তুমি জানো ইরা···এই টেবিলের উপর নোট ছিল? এক-হাজার টাকার একখানা নোট?

ইরা কহিল,—না না। কৈ, দেখিনি তো!

মুক্তেশ্বরী কহিলেন—ছাখোনি! তুমি এখানে ছিলে···তোমাকে

এখানে রেখে তবে আমি ওধারে চলে গেলুম! অক্ষয় রেখে গেল টাকা। কাল ও-নোট নিয়ে পোষ্ট অফিসে যাবে···বলিনি?

মুক্তেশ্বরী দেবীর রূঢ় ভর্ৎসনার স্বরে ইরা কেমন ভয় পাইল! তার মুখে একটিও কথা বাহির হইল না!

ইরাকে নিরুত্তর দেখিয়া মুক্তেশ্বরী দেবীর বিরক্তি ধরিল। তিনি বলিলেন,—চুপ করে রইলে যে!

ইরা অতি-কষ্টে মুখ তুলিল···চোখে অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টি! সেই দৃষ্টিতেই সে চাহিল মুক্তেশ্বরীর পানে। মুক্তেশ্বরীর দু-চোখে যেন মশাল জ্বলিতেছে! সে-দৃষ্টিতে তেমনি ঝাঁজ!···অসহ্য! ইরা মুক্তেশ্বরীর পানে চাহিয়া থাকিতে পারিল না···চোখ নামাইল।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—এ তো ছেলে-খেলা নয়। যার নাম, এক হাজার টাকা!···তুমি পুলিশ ডাকো, অক্ষয়। বাড়ী ঘেরাও করে পুলিশ খানাতল্লাসী করুক! না হয় নল-চালা ডাকো···ঐ ও-পাড়ায় থাকে হবিব···শুনেছি, সে খুব পাকা নল-চালা। যাও···

অক্ষয় বিমূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। কি করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না!

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও···

বিনীত-ভাবে নিবেদনের ভঙ্গীতে অক্ষয় বলিল—একবার খুঁজে দেখি। ঘর থেকে নোট কোথায় যাবে, মা?

মুক্তেশ্বরী দেবীর মনে অস্বস্তির কাঁটা! তিনি বলিলেন—তোমরাই জানো! নোটের তো ডানা নেই যে পাখীর মতো উড়ে যাবে!

সন্ধান চলিল। কোনো জায়গা খুঁজিতে বাকী রহিল না! আলমারির তলা পর্য্যন্ত · ঝাঁটা আনিয়া অক্ষয় ঘরখানাকে একেবারে

আবর্জ্জনা-শূন্য করিল···কাগজের পুরিয়া, চুলের কাঁটা, শুক্‌তো লবঙ্গ, দশ বারো বছরের সঞ্চিত ধূলা-জঞ্জাল···সব মিলিল, মিলিল না শুধু সেই এক-হাজার টাকার নোট।

মুক্তেশ্বরী দেবী গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন,—অক্ষয়···

সে স্বরে অক্ষয়ের বুকের ভিতরে প্রাণটা ধক্‌ করিয়া উঠিল!

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—আমি ঘুমুইনি যে স্বপ্ন দেখবো! তাছাড়া এখনো আমার মন এমন হয়নি যে এই সামান্য বিষয়ে ভুল করবো! যা বলেছি, তুমি করো···

এই কলরবের মধ্যে রঞ্জন আসিয়া দেখা দিল।

রঞ্জন বলিল—You are creating a scene পিসিমা!···খুঁজে ছাখো···ঘরেই আছে! কোথা যাবে নোট? এ ঘরে থাকবার মধ্যে ছিলুম আমি···আর ছিলেন (ইরাবতীকে নির্দ্দেশ করিয়া) ইনি··· তোমার দাসী কালীর মা···আর এই অক্ষয় বাবু···নিতে হলে আমাদের মধ্যে কেউ তোমার নোট নিয়েছে, বলতে চাও?

মুক্তেশ্বরী দেবী কোনো কথা বলিলেন না···চারজনের উপর দিয়া ক্রুদ্ধ নয়নের দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন···

রঞ্জন বলিল—বেশ, আমি ও-ঘরে পকেট দেখিয়েছি তো···তুমিও না হয় ছাখো· তারপর ইনি (ইরাবতীকে উদ্দেশ করিয়া)···আপনি আঁচল-ঝাড়া দিন তো···অক্ষয় বাবুর জামা-কাপড় সার্চ্চ করুন!··হুঁঃ, পিসিমা যে-রকম করছে যেন বাড়ীর মধ্যে চোর পুষে রেখেছিলে! তুমি যেমন চকিতের জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে গেছ, অমনি তোমার নোট নিয়ে সে দেছে চম্পট! কি তুমি বলতে চাও, শুনি? কাকে তোমার সন্দেহ হয়, বলো? মনের মধ্যে কোনো কথা চেপে রেখো না···তাহলে দুঃখ পাবে।

চোখে অগ্নি-শিখা···ললাটে বিরক্তির রেখা···মুক্তেশ্বরী দেবী একটা চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন,—তোর লেক্‌চার আমার ভালো লাগে না রঞ্জন···তুই চুপ কর্‌···

রঞ্জন তখন অক্ষয়ের দিকে চাহিল। চাহিয়া বলিল—আপনি থানায় যান অক্ষয় বাবু। আমরা ছাড়া আর কারো উপর সন্দেহ হতে পারে না এ-ক্ষেত্রে···বিশেষ করে আমার উপর আর এই এঁর উপর (আবার ইরাবতীকে ইঙ্গিত করিল)! আমরা এই ঘরে ছিলুম। এখনো থাকবো। পুলিশ এসে আমাদের সার্চ্চ করুক···

অক্ষয় বিমূঢ়ের মতো রঞ্জনের দিকে চাহিয়া ছিল, তার কথা শেষ হইলে সে চাহিল মুক্তেশ্বরী দেবীর দিকে।

মুক্তেশ্বরী দেবীর মুখে কথা নাই···তিনি যেন অগ্নিকুণ্ডে বসিয়া আছেন! সে-কুণ্ডে লেলিহান শিখা তুলিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে··· তার আঁচে তাঁর দেহ-মন তাতিয়া একেবারে আগুন!

অক্ষয় বলিল—থানায় তাহলে যাবো, মা? সত্যি?

রঞ্জন বলিল—সত্যি নয় তো মিথ্যে?···কিন্তু তার আগে একটু দাঁড়ান···আর-একবার খুঁজে দেখি। সত্যি, মার্বেল নয় যে গড়িয়ে কোথাও বেরিয়ে যাবে! কাগজের নোট···

মুক্তেশ্বরী দেবী কহিলেন—গড়িয়ে যায়নি, বাতাসেও উড়ে যায়নি। সে-নোট ছিল এইখানে। আমি উঠে গেছি আর একটু-পরেই নোট নেই···চুরি গেছে! যে নেছে, নিশ্চয় সে এই বাড়ীতেই ছিল। বাইরে থেকে চোর আসেনি···ভূত আসেনি নোট নিতে!

রঞ্জন বলিল—তুমি যা বলছো পিসিমা, তাতে দেখছি, নেবার মধ্যে

আমি, অক্ষয় বাবু, আর না হয় ইনি! আমরা তিনজনে শুধু এ ঘরে ছিলুম তোমার চলে যাবার পর।

মুক্তেশ্বরী দেবী কোন কথা বলিলেন না···গম্ভীর মুখে চলিয়া গেলেন।

অক্ষয় বলিল—মা রাগ করেছেন।

রঞ্জন বলিল—রাগ করা স্বাভাবিক। আপনি এখন কি করতে বলেন?···সত্যি থানা-পুলিশ?

অক্ষয় বলিল—উনি বললেন···

রঞ্জন বলিল—Scandalous! আমরা যদি সে নোট না সরিয়ে থাকি···বাইরের লোক যদি সরিয়ে থাকে?

অক্ষয় বলিল—তাহলে বাইরে থেকে নিশ্চয় কেউ···

তার মুখের কথা লুফিয়া রঞ্জন বলিল—লুকিয়ে ওঁৎ পেতে ছিল? যেমন আমরা চলে গেছি, অমনি সেই ফাঁকে সরিয়েছে? আমরাও তো বড় কম সময় এখানে ছিলুম না!

অক্ষয়ের চেতনা যেন লোপ পাইয়াছে! কি যে করিবে···

ধীরে-ধীরে সে-ঘর হইতে সে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ইরা যেন কাঠ!

রঞ্জন বলিল—ভালো বিপদ! বাড়ীতে পা দেবা মাত্র কুরুক্ষেত্র কাণ্ড! ভাবলুম, পিসিমার কাছে এলুম···হাত-পা ছড়িয়ে একটু আরাম করবো!

ইরা কোন কথা বলিল না।···কি বলিবে?

রাত্রি প্রায় দশটা···

মুক্তেশ্বরী দেবী খাইতে বসিয়াছেন···প্রথা মত ইরা আসিয়া কাছে বসিল।

কাহারো মুখে কথা নাই···

মুক্তেশ্বরী দেবীর খাওয়া হইয়া গেল···তিনি মুখ-হাত ধুইলেন। শুইতে চলিলেন···

ইরার মধ্যে যেন যুদ্ধ চলিয়াছে! অস্ত্রের কি সে ঝন্‌ঝনি··· হতাহতের কি আর্ত্ত চীৎকার! রক্তে যেন নদী বহিতেছে!

ইরা আর পারে না! মশারি গুঁজিয়া দিতে দিতে ডাকিল—মা···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—কেন?

স্বরে বিরক্তি, ক্রোধ···কত কি!

ইরা বলিল—সত্যি আমার উপর সন্দেহ হয়?

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে মুক্তেশ্বরী বলিলেন—এত রাত্রে তোমার কাছে আমি সে জবাবদিহি করতে পারবো না বাছা। দয়া করে আলোটা তুমি নিবিয়ে দিয়ে যাও। শুয়ে আমাকে একটু ভাবতে দাও···

কথাটা ইরার বুকে বিঁধিল ছুরির মতো! তার মাথা টলিল, পা টলিল···সে যেন পড়িয়া যাইবে

আলো নিবাইয়া দিয়া কি করিয়া সে ঘরের বাহিরে আসিল···যেন দুর্জ্ঞেয় রহস্য!

সামনেকার ছাদে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল! মাথার উপর একরাশ নক্ষত্র···এক-ফালি চাঁদের সঙ্গে খেলা করিতেছে···

কালীর মা আসিয়া ডাকিল,—দিদিমণি···

পুতুলের চিত্র-করা দুই চোখের দৃষ্টি লইয়া ইরাবতী চাহিল তার পানে।

কালীর মা বলিল—খাবে না ?

ইরাবতী বলিল—না···

কালীর মা নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

ইরা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল···

সদরের দ্বার। দ্বার এখনো বন্ধ হয় নাই। চাকর-বাকর এধারে কেহ নাই।

ইরা নিঃশব্দে পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথের ওধারে অনিবিড় ঝোপ···ঝিল্লী-রবে পথ মুখরিত আর কোনো শব্দ নাই! দূরে শুধু কোথায় একটা কুকুর ডাকিতেছে···
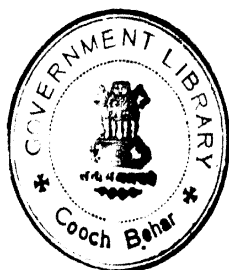
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আভাস

সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী প্রত্যহ দেখেন, ইরা আসিয়া বসিয়া আছে তাঁর জন্য। সেদিন ঘুম ভাঙ্গিয়া তিনি দেখেন, ইরা নাই!

মনে একটা অস্বস্তি···তার অসুখ করিল না কি? কিম্বা সুকির কাছে আছে হয়তো!

উঠিয়া বাহিরে আসিতেই কালীর মার সঙ্গে দেখা···

কালীর মা বলিল—দিদিমণিকে দেখছি না মা···

বুকখানা ধড়াশ্ করিয়া উঠিল! ইরাকে দেখিতেছে না! তার মানে? তিনি কহিলেন—কাপড় কাচতে যায়নি তো? বাথ-রুম দেখেছিস?

কালীর মা বলিল,—বাথ-রুম খোলা···

মুক্তেশ্বরী দেবীর দু'চোখ কপালে উঠিল। মনের মধ্যে ছায়ার মতো নানা-কথার চকিত-উদয়াস্ত-লীলা!

বুকে চিন্তার পাহাড় বহিয়া তিনি আসিলেন বাহির-মহলে। দোতলার বৈঠকখানা। কালীর মা সঙ্গে আসিল।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—রঞ্জন কোথা রে?

কালীর মা বলিল—ভোরে উঠে তিনি বেরিয়েছেন।

—কোথায় গেছে, বলে গেছে?

—বললেন, পিসিমা এখনো ওঠেনি···সুকিকে দেখে গেলুম। সে ভালো নেই। পিসিমাকে বলো, ঘুরে আমি এখনি আসবো।

—আঁখ ?

—তিনি চান্ করছেন !

—হুঁ...

মুক্তেশ্বরী দেবী চুপ করিয়া রহিলেন। ইরার কথা মনের মধ্যে এমন নিবড়ভাবে চাপিয়া বসিল যে ইরার পাশে হাজার-টাকা নোটের কথা কোথায় উবিয়া গেল !

দশ মিনিট, বিশ মিনিট...পঁয়তাল্লিশ মিনিট...প্রায় দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল, মুক্তেশ্বরী দেবী তেমনি বসিয়া আছেন। কালীর মা, মুখ-হাত ধোও...তারপর পুজো-আচ্ছা আছে !...সে-কথার জবাব পায় নাই... মুক্তেশ্বরী দেবী মৌনমুখী বসিয়া আছেন.. যেন মৌন-অমাবস্যার ব্রত করিয়াছেন ! ..

বাহিরে সবল স্বরের আহ্বানে চেতনা হইল।

বাহির হইতে রঞ্জন ডাকিল—পিসিমা...

পিসিমা কোন জবাব দিলেন না। রঞ্জন ঘরে আসিল। বলিল—নীলধ্বজকে ধরে এনেছি...বলবামাত্র সে এলো। এ হলো ওদের পেশা... যে যে-বিদ্যা জানে, সে-বিদ্যা দেখাবার জন্য তার মনে কতখানি আগ্রহ, তুমি তা বুঝবে না পিসিমা ! লেখাপড়া শিখলে কি হবে ? মেয়ে-মানুষ তো ! ..আমার যেমন হয়, রেশের ঘোড়া দেখলে আমি সে-ঘোড়ার মধ্যে যেন ডুবে যাই ! হুঁঃ,...তা তাকে এনে দেখাই তোমার খুকিকে ?

কথার উত্তর মিলিল না। উত্তরের জন্য রঞ্জনের বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। কথাটা এক-নিঃশ্বাসে বলিয়া সে আবার বাহিরে গেল। এবং...

আধ ঘণ্টা পরে ফিরিল। সঙ্গে নীলধ্বজ।

রঞ্জন বলিল—এই হলো নীলধ্বজ···আর এই আমার পিসিমা।

নীলধ্বজ দেশী-প্রথায় মুক্তেশ্বরী দেবীর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। মুক্তেশ্বরী দেবী সামনে চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন—বসো বাবা।

নীলধ্বজ বসিল। রঞ্জনও বসিল।

রঞ্জন বলিল—অসুখ করেছে। অসুখের প্রকাণ্ড নাম বললে। তুমি আমি বুঝবো না। তবে ওষুধের ব্যবস্থা করা চাই। না হলে বাঁচবে না। নীলু বললে, খুব সময়ে দেখানো হয়েছে। না হলে দু'দিন পরে চিকিৎসার অতীত হতো! কুকুর-বেড়াল পুষলে তাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞানখানা পড়ে রাখা দরকার! আমি বলি, এ-কথাটা গেজেট্ করে দিলে অনেক বাবুর কুকুর-পোষার নেশা হয়তো ঘুচে যাবে। কুকুরের চিকিৎসা-বিজ্ঞান না পড়ে কুকুর-পোষার মানে কশাইগিরি! একবার কথা শোনো পিসিমা! আমি বলি, কজন লোক এত পড়ার ধার ধারবে মশাই?

এত কথা মুক্তেশ্বরী দেবীর ভালো লাগিতেছিল না। তিনি একা থাকিয়া চিন্তার গহনে মনকে উধাও করিয়া দিতে চান্!

রঞ্জনদের বিদায় দিবার উদ্দেশে তিনি বলিলেন,—ওষুধ যা দিতে হয়···দাও। দাম-টাম যা পড়ে, অক্ষয়ের কাছ থেকে চেয়ে নাও গে।

রঞ্জন একবার চারিদিকে চাহিল। বলিল—ওষুধের সঙ্গে চাই কালকের সেই নার্শটিকে! খাসা দরদ দিয়ে নার্শ করে···স্বচক্ষে দেখলুম তো! কিন্তু ও মেয়েটি কে পিসিমা?

ইরার প্রসঙ্গে মন যেন একটু আরাম পাইল!

পিসিমা বলিলেন—ওটি আমার মেয়ে!

—ও···তোমার আত্মীয় নয়?

কথাটা পিসিমার বুকে বিঁধিল। তিনি বলিলেন—রক্তের সম্পর্ক থাকলেই মানুষ আত্মীয় হয় না, রঞ্জন!

এ শ্লেষ! রঞ্জন কিন্তু গায়ে মাখিল না। বলিল—তা তো নিশ্চয়। কথায় বলে, বসুধৈব কুটুম্বকম্। এই যে মানুষ বিয়ে করে—আত্মীয়তা থাকলে বিয়ে হয় না! রক্তের সম্পর্ক নেই দেখেই মেয়ে-পুরুষের বিয়ে হয়··· আর শেষে দেখা যায়, তাদের মতো দরদী আত্মীয় জগতে আর কেউ নেই। মেয়েরা স্বামীকে পেয়ে বাপ-মা, ভাই-বোনকে ত্যাগ করে। পুরুষ-মানুষও স্ত্রীকে সম্বল করে ভাইয়ের সঙ্গে ভিন্ন হয়!···কিন্তু ও কথা থাক্···পরের মেয়ে এনে পালন করার দায়িত্ব অনেক বেশী··· নিজের মেয়ের চেয়েও বেশী বৈ কম নয়।

মুক্তেশ্বরী দেবী বিরক্ত হইলেন। বলিলেন—তোর কাছে এই সকাল-বেলায় তত্ত্ব-কথা শুনতে চাইছিনে বাপু। নীলধ্বজ এসেছে··· স্নুকির সম্বন্ধে যা হয় ফয়শালা কর গিয়ে! ওটি ছিল তাঁর আদরের কুকুর··· সারবে তো?

নীলধ্বজ বলিল,—সারবে বৈ কি। আমি দেখছি। রঞ্জনকে নিয়ে সেই ব্যবস্থাই আমি করছি।

সকালে স্নান করিয়া অক্ষয় যখন শুনিল, ইরাবতীকে বাড়ীতে পাওয়া যাইতেছে না, সে নিঃশব্দে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

দু'ক্রোশ দূরে ষষ্ঠিতলার কাছে হীরাবতীর বাড়ী। অক্ষয় আসিয়া বাড়ীর দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল,—বৌদি···

ডাক শুনিয়া হীরাবতী আসিলেন। দ্বার ভেজানো ছিল; দ্বার খুলিয়া তিনি দেখেন, অক্ষয়। বলিলেন তুমি!

অক্ষয় কহিল—ইরা এখানে এসেছে?

হীরাবতী বলিলেন,—এখন আসেনি। এসেছে কাল রাত্রে। আমি শুতে যাচ্ছি, এলো…দু'চোখে জল! আমি বললুম, এত রাত্রে? ব্যাপার কি, ইরা?…শুধু বললে,—আমি চলে এসেছি।…কেন, কি বৃত্তান্ত…হাজার-বার জিজ্ঞাসা করেও জবাব পাইনি।

অক্ষয় বলিল—বাঁচলুম! আমিও তাই ভেবেছিলুম…

হীরাবতী বলিল—কি হয়েছে অক্ষয় ঠাকুর-পো?

অক্ষয় বলিল—কি হয়েছে, বুঝতে পারছি না। তবে…

হীরাবতী বলিল ভিতরে এসো অক্ষয়। দেখবে'খন চুপ করে দেওয়ালে ঠেশ্ দিয়ে বসে আছে। মুখে কথা নেই…দু'চোখ ফুলে রাঙা হয়ে আছে! আমার মনে হয়, কাল রাত্রে ঘুমোয়নি…খালি কেঁদেছে!

অক্ষয়কে লইয়া হীরাবতী ভীতরে আসিলেন।

ছোট বাড়ী। সদরে ঢুকিয়া একটা উঠান—ঘাসে-জঙ্গলে ভরিয়া আছে। তারপর ফ্লোরের উপর ঘর। জীর্ণ ঘর। বেমেরামতিতে দেওয়ালের চূণ-বালি খসিয়া লোণা-ধরা ইটগুলা যে-মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দেখিলে মনে হয়, আহারের অভাবে দেওয়াল যেন হাঁ করিয়া আছে…আর কিছুদিন আহার না মিলিলে বাড়ী-শুদ্ধ দেওয়ালগুলো যেন আছাড় খাইয়া পড়িবে! মাঝে মাঝে বড় ফাটলকে অবলম্বন করিয়া বট-অশথের চারা সতেজে বাড়িয়া আকাশের পানে মাথা তুলিয়াছে…যেন বিজয়ীর গর্ব্ব বুকে লইয়া!

অক্ষয় বলিল—বাড়ীখানা মেরামত করান্ বৌদি…যা হয়ে আছে!

হীরাবতী বলিল—করে কি হবে ? তাছাড়া এত পয়সা কোথায় পাবো, বলো, ভাই ?

এ বাড়ীতে অক্ষয়ের আসা-যাওয়া দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাঁচিয়া থাকিবার সময় হইতে। অক্ষয় তাঁকে মান্য করিত ; দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্যও অক্ষয়কে ভালো বাসিতেন।

দুজনে ঘরে আসিলেন। ইরাবতী মেঝেয় বসিয়া আছে···উর্দ্ধমুখী !

অক্ষয় কহিল—এই যে···না বলে চলে এসেছো ! সকলের এমন ভাবনা হয়েছে !

ইরাবতী চাহিল অক্ষয়ের পানে। কোনো জবাব দিল না···

হীরাবতী বলিলেন—অক্ষয় এসেছে···বল্ দিকিনি, সত্যি, অত রাত্রে অমন করে হঠাৎ চলে এলি যে ! তোর মা কি বলবেন ?

ইরাবতী কোন জবাব দিল না···শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

হীরাবতী কেমন যেন হকচকাইয়া গেলেন। অক্ষয়ের পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন—কি হয়েছে অক্ষয়-ঠাকুরপো, বলো তো ভাই···আমার মনে যা দুর্ভাবনা হয়ে আছে কাল্ রাত্তির থেকে !

অক্ষয় কোনো জবাব না দিয়া করুণ চক্ষে ইরাবতীর পানে চাহিয়া রহিল।

ইরাবতীর দৃষ্টি উন্মনা···

কোনো জবাব না পাইয়া হীরাবতীর অধীরতা বাড়িল। তিনি ডাকিলেন—অক্ষয়-ঠাকুরপো ··

অক্ষয় বলিল—মানে, আসল ব্যাপার···কর্ত্তার এক ভাগনে ছিল···

তার কথা লুফিয়া লইয়া হীরাবতী বলিলেন—হ্যাঁ। রামশশী তা এতকালের পর···

অক্ষয় সংক্ষেপে কথাটা খুলিয়া বলিল। বলিল,—হাজার টাকার নোট···যেন উড়ে গেল বৌদি··! মা তাই রাগ করছিলেন। সে-সময় গেলেন কুকুর-স্থকির অস্থখ···তাকে দেখতে। ঘরে ছিল ইরা আর মার ভাইপো রঞ্জন।···মা বললেন—পুলিশ ডাকো অক্ষয়—হাজার টাকা অল্প টাকা নয়! হাজার টাকার নোট উড়ে যাবে, তা হতে পারে না! কে নিয়েছে, পুলিশ এসে তল্লসী নিক্! তারপর কি যে হলো, জানি না! আজ সকালে কালীর মা বললে, ইরা বাড়ীতে নেই—তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এ-কথা শুনে আমি এখানে এসেছি খোঁজ নিতে! আমি ভাবলুম এখানে ছাড়া আর কোথায় যাবে!

কথা শুনিয়া হীরাবতী বলিলেন,—এর জন্য এত রাত্রে তুই চলে এলি কেন? তুই নোট চুরি করেছিস, এ-কথা তো কেউ বলেনি!···হ্যাঁ অক্ষয়-ঠাকুরপো। ওকে এমন কোনো কথা বলেছেন না কি তোমাদের গিন্নী-মা?

অক্ষয় বলিল—না।···আমি এমন কথা শুনিনি বৌদি।

হীরাবতী বলিল—অক্ষয়-ঠাকুরপো এসেছে···যা···বুঝলি! আমার কাছে দুদিন থাকতে চাস্, ওকে বলে এর পর না হয় আসিস। এ বেলা নয়...ওবেলায় আসিস।

অক্ষয় বলিল—হাঁ, চলো। আমি বলবো'খন, আমায় বলে এ বাড়ীতে এসেছিলে।

ইরাবতী কহিল—আমি যাবো না।

অক্ষয় বলিল—যাবে না?

—না।

হীরাবতী বলিল—কেন যাবি না, শুনি?

ইরাবতী বলিল—মুখে না বলুন, মনে-মনে ওঁর সন্দেহ হয়েছে তো··· আমিই বুঝি···

হীরাবতী নিরুত্তর···তাঁর চেতনা বুঝি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে!

মৃদু হাসিয়া অক্ষয় বলিল—তা কেন ভাবছো ইরা? তেমন কোনো কথা তো উনি বলেন নি।

ইরাবতী বলিল—মুখে না বলুন, মনে-মনে যদি সন্দেহ হয়ে থাকে?

অক্ষয় বলিল—কি করে তুমি জানলে?

ইরাবতী বলিল,—এতদিন আমি ছায়ার মতো ওঁর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি, আর এটুকু বুঝতে পারবো না?

হীরাবতী বলিলেন,—তা যদি বলিস, তোর আসাতে সে-সন্দেহ বাড়বে বৈ কমবে না। যদি ভাবেন, সে চোরাই-নোট এখানে রাখবার জন্য অত রাত্রে কাকেও না বলে না কয়ে তুই এ বাড়ীতে চলে এসেছিস?

হাসিয়া অক্ষয় বলিল,···সত্যিই তো! সকালে আমি পুলিশ আনবো, তাই পুলিশের ভয়ে একেবারে···

ক্ষোভে অপমানে ইরাবতী যেন গর্জিয়া উঠিল! বলিল—আসুক পুলিশ অক্ষয় বাবু···দেখুক, এ বাড়ীর ইট-কাঠ তুলে সন্ধান করুক!···আমরা গরীব হতে পারি, চোর নই!

ইরাবতীর দু' চোখে যেন আগুন! দেখিয়া অক্ষয় হাসিল। বলিল,—তোমরা চোর নও, সে কথা আমি জানি, ইরা। তোমাকে সে-কথা বলতে হবে না। আর তোমরা গরীব, চোর নও,···এ কথা মা'ও জানেন! মিছে অভিমান করো না এসো।

ইরাবতী বলিল,—মিথ্যা আপনি যেতে বলছেন, অক্ষয় বাবু। আমি যাবো না।···ওঁর মনে সন্দেহ আছে হয়তো। ঐ সন্দেহ-বিষ

জর্জ্জরিত হয়ে আমি সেখানে থাকতে পারবো না···রাজ-সিংহাসন পেলেও নয় !

হীরাবতী যেন অকূল সমুদ্রে পড়িয়াছেন ! কোথাও কূলের চিহ্ন দেখা যায় না ! নিরুপায় হতাশ্বাসে তিনি বলিলেন—তোমরা কথা কও দুজনে —বুঝলে অক্ষয়-ঠাকুরপো ! আমি তেল মেখেছি···চট্ করে পুকুরে ডুবটা দিয়ে আসি।

এ-কথা বলিয়া রাজ্যের দুর্ভাবনা বুকে বহিয়া হীরাবতী স্নান করিতে গেলেন।

হীরাবতী চলিয়া যাইবার পর দুজনেই স্তব্ধ··· কাহারো মুখে কথা নাই। আনত মুখে ইরাবতী বসিয়া আছে···আর অক্ষয়ের দৃষ্টি মুগ্ধ-প্রীতিতে ভরিয়া ইরাবতীর মুখে নিবদ্ধ···

সহসা অক্ষয় ডাকিল—ইরা···

সে-স্বরে ইরাবতী যেন চমকিয়া উঠিল ! চমকিয়া সে চাহিল অক্ষয়ের পানে।

অক্ষয় কহিল—তোমায় আমি দেখছি অনেক দিন থেকে। তোমার বয়স তখন বোধ হয় এগারো বছর। তুমি এ-বাড়ীতে এলে··· কোঁকড়া কালো চুলের থোলো আঙুরের গোছার মতো মুখের উপর উড়ে-উড়ে পড়ছে···চাঁপা ফুলের মতো রঙ···;আমার মনে হতো···

ইরাবতীর শিরায়-শিরায় একটা ঝঞ্ঝনা···ইরাবতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

অক্ষয় বলিল—আমার চোখের সামনে সেই তুমি, আজ তুমি জানো, তোমার দেবেনদা বেঁচে থাকতে তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন ?

দুচোখে বিহ্বলতা—অক্ষয় ইরাবতীর পানে চাহিল।

অক্ষয় বলিল—তুমি যদি ও-বাড়ীতে না যেতে, হয়তো এত দিনে আমাদের...

—অক্ষয় বাবু...

ইরাবতীর স্বর...যেন বজ্রের হুঙ্কার!

অক্ষয় বলিল—রাগ করলে ইরা! জমিদার-বাড়ীতে সামান্য কাজ করলেও আমি ভদ্র বংশে জন্মেছি...সংসারের মর্য্যাদা আমি বুঝি। স্ত্রীর দামও আমি জানি।

ইরাবতী বলিল—তাই বুঝি আমাকে আজ এই গরীবের ভাঙ্গা বাড়ীতে পেয়ে সেই কথা বলতে এসেছেন?

—আমি তোমায় ভালবাসি...ইরা

ইরাবতী বলিল—নাটক-নভেল আমিও পড়েছি অক্ষয় বাবু। সংসারের সঙ্গে নাটক-নভেলের তফাৎ আছে। সে তফাৎ এই যে, সংসারে একা পেয়ে কোনো মেয়েকে কোনো ভদ্রলোক ভালোবাসা জানিয়ে কথা বলতে আসে না...বিশেষ তার দিদি সেখান থেকে সরে যাবার পরেই নাটক-নভেলেই শুধু তা ঘটে, জানি!

কথাটা বলিয়া ইরাবতী চলিয়া যাইতেছিল...

অক্ষয় বলিল—তুমি আজ জমিদার-বাড়ীতে জমিদারের স্ত্রীর মেয়ের আদরে আছ সেজন্য যদি ভেবে থাকো, আমার অনেক-উঁচুতে তোমার আসন...

ইরাবতী বলিল—সে-কথা আপনার কাছে শোনবার দরকার নেই। বড় লোকের বাড়ীর স্নেহ-যত্ন পেলেও আমি জানি, ও-বাড়ীর আমি কেউ নই! আমি গরীব অনাথা...বড় লোকের আশ্রয় পেয়ে নিজেদের যারা বড় লোক ভাবে, আমি ঠিক সে-দলের নই, অক্ষয় বাবু। আমার ছোটবেলা থেকে

আমায় চেনেন—বললেন কি না, তাই এ-কথা বলতে হলো !···আপনি যেতে পারেন। আমি বুঝতে পেরেছি ও-বাড়ীতে আমার মুখের পানে চাইতে ভরসা হয়নি বলে চুপ করে ছিলেন! আজ এ-বাড়ীতে এসেছি, সে খপর পাবা মাত্র ঐ কথা বলতে ছুটে এসেছেন !·· বয়স হলে মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হয়, শুনেছি। কিন্তু জমিদার-বাড়ীর ম্যানেজারের বুদ্ধিভ্রংশ হবে, তা আমি ভাবিনি ! আপনি যেতে পারেন অক্ষয় বাবু—আপনার কোনো কথা আমি রাখতে পারবো না। আপনার সঙ্গে ও-বাড়ীতে ফিরে যাওয়া হবে না।

কথা বলিয়া ইরাবতী সেখানে আর দাঁড়াইল না·· পাশের ঘরে গিয়া দ্বারের খিল আঁটিয়া দিল।

অক্ষয় শুনিল···দ্বারে খিল-আঁটার শব্দ।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে চলিয়া আসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুলিশ

ইরাবতীকে পাওয়া যাইতেছে না···মুক্তেশ্বরী দেবীর মনের উদ্বেগ-দুখ যখন সুগভীর, তখন অক্ষয় আসিয়া সংবাদ দিল, ইরাবতীর জন্য দুশ্চিন্তার কারণ নাই, সে তার দিদির কাছে গিয়াছে।

মুক্তেশ্বরী দেবীর উদ্বেগ নিমেষে অমনি অভিমানে-রোষে পরিণত হইলা। হঠাৎ এই সকালে দিদির উপর এত মমতা উথলিয়া উঠিল! বলিলেন,—এখানে কষ্ট হচ্ছিল বলে বুঝি?

অক্ষয় বলিল—না মা, তা নয়। মার-পেটের বোন···দেখতে ইচ্ছা হয় না?

মুক্তেশ্বরীর রাগ আরো বাড়িল। তিনি বলিলেন—তোমায় বলে গেছে বুঝি?

—আজ্ঞে, তা ঠিক বলে যায় নি। তবে মানুষ অমন যায়।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুক্তেশ্বরী বলিলেন—হুঁ··· আমি ভুলে গিয়েছিলুম মানুষই সব-চেয়ে বেইমান হয়।···তবু বলে গেলেই পারতো—আমি ধরে রাখতুম না। এমন চোরের মতো যাওয়া···

কথাটা বলিতে বলিতে আক্রোশ আরো বাড়িল। বলিলেন—থানায় গিয়েছিলে অক্ষয়? আমি যে বলেছিলুম···

—সত্যি থানায় যাবো?

—যাবে না? তোমাদের এক-হাজার টাকা খোয়া গেলে গায়ে লাগে না, আমার লাগে! চুরি অমনি গেলেই হলো!

অক্ষয় কি বলিতে যাইতেছিল, মুক্তেশ্বরী দেবী তাকে বলিতে দিলেন না। বলিলেন,—যাও থানায়

অক্ষয় কি করে? নিরুপায়ে থানার উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

রঞ্জন আসিল। সঙ্গে নীলধ্বজ।

রঞ্জন বলিল—তোমার সুকি'কে ইন্‌জেকশন্‌ দেওয়া হলো। এতেই সারবে, নীলু বলছে।

নীলধ্বজ বলিল—এখন দরকার, মানুষকে ঠিক যেমন সেবা-শুশ্রূষা করা হয়, তেমনি সেবা-শুশ্রূষা!

রঞ্জন বলিল—সেজন্য ভাবনা নেই। পিসিমার পুষ্যি মেয়ে আছেন··· she is a ministering angel···কাল এসে তাঁর সেবা দেখেছি। তাঁকে একবার ডাকো পিসিমা···নীলু তাঁকে বুঝিয়ে বলে যাবে।

একটা উদ্গত নিঃশ্বাস সবলে চাপিয়া গম্ভীর কণ্ঠে মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—সে নেই। বাড়ী গেছে।

—বাড়ী! বিস্ময়ে দু'চোখ কপালে তুলিয়া রঞ্জন বলিল,—তাঁর আবার বাড়ী আছে না কি? এই বলছিলে, তুমি তাকে পুষ্যি মেয়ে নেছ

বিরক্তি ও আক্রোশের ভয়ে মুক্তেশ্বরী বলিলেন—হাঁ, [illegible]য়! বলে, গরীবের ঘরের মেয়ে···খেতে-পরতে পেতো না দাসীবৃত্তি করতে এসেছিল···ভদ্র-ঘরের মেয়ে বলে ঠিক দাসীর মতো করে রাখিনি, তাই নাই পেয়ে ইদানীং মাথায় উঠে বসেছিল!··· আমি বেশ ছিলুম! ভগবান ছেলে-মেয়ে দাননি/তাঁকে টেক্কা দিয়ে পরের মেয়েকে যেমন আপন করতে চেয়েছিলুম তেমনি শাস্তি!

পিসিমার মুখে সহসা এ সব তত্ত্ব-কথা শুনিয়া রঞ্জন বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ !

পিসিমা বলিলেন—জানিস রঞ্জন, পৃথিবীতে আপন আপন থাকে না, পরও পর হয় না···কক্খনো না ! এই যে তুমি ভাইপো আপনার জন··· তুমি কি আমার মুখ চাইবে কখনো ?

রঞ্জন বলিল—বলো কি পিসিমা···আমি তোমার মার পেটের ভাইয়ের ছেলে !

—ভাই-ভাইপো কেউ ছাড়ে না রে। নিজের নিজের স্বার্থ নিয়েই সব থাকে। সে-স্বার্থের কাছে পিসিমা ! বলে, বাপ বাপ থাকে না, বন্ধু বন্ধু থাকে না ! স্বামীর সম্পর্ক···তাদের ভাব বলো, অসদ্ভাব বলো, সব ঐ নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে !

এ কথার পর রঞ্জন নীলধ্বজের পানে চাহিল। ইন্জেক্শান দিবার সময় নীলধ্বজ দু-হাতের আস্তিন গুটাইয়াছিল, এখন সে গুটানো আস্তিন টানিয়া সিধা করিতেছিলে···হাসিয়া রঞ্জন বলিল—তুমি যে-সব কথা বলছো, এই প্রথম দিন তোমার বাড়ীতে এসে এ সব কথা শুনে নীলু একেবারে স্তম্ভিত ! ভাবছে, কাশীর মন্দিরে এসেছে বুঝি !

কথাটা কানে গেলেও মুক্তেশ্বরী দেবী গ্রাহ্য করিলেন না। বলিলেন—ওঁর ফী কত, অক্ষয়কে বলো, দিয়ে দেবে।

রঞ্জন বলিল—না, না, আমার বন্ধু··ফীয়ের কথা বলে মিছিমিছি তুমি ওকে খাটো করছো পিসিমা ! আমার বন্ধু হলেও ভদ্রলোক তো বটে ! এ কথায় ওর মনে আঘাত লাগবে না ?

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—বেশ, তাহলে আর বলবো না।

রঞ্জন চাহিল নীলধ্বজের পানে !

এ সব কথা শুনিয়া নীলধ্বজ কৌতুক-ভরে মুক্তেশ্বরী দেবীর পানে চাহিয়াছিল।

রঞ্জন বলিল,—পিসিমার মন খারাপ হয়ে আছে, নীলু। একখানা এক-হাজার টাকার নোট চোখের উপর থেকে চুরি গেছে! এক-হাজার টাকা অবশ্য পিসিমার কাছে কিছুই নয়···তোমার-আমার দু' আনা খোয়া গেলে আমরা যেমন অগ্রাহ্য করি, এ এক-হাজার টাকা-হারানো পিসিমা তেমনি অগ্রাহ্য করতে পারে। কিন্তু জানো তো ভাই, তুমি-আমি গরীব মানুষ···আমরা টাকার দাম জানিনা! যারা পয়সাওলা মানুষ, এক টাকা পাঁচ সিকে গেলেও তারা একেবারে পাগল হয়ে ওঠে! This is truth unvarnished (ইহা সত্য কথা··· নিরলঙ্কার সত্য)!

তারপর রঞ্জন চাহিল মুক্তেশ্বরী দেবীর পানে। চাহিয়া রঞ্জন বলিল—টাকাটা পেলে না?

মুক্তেশ্বরী দেবী জবাব দিলেন না।

রঞ্জন বলিল—কোথায় যাবে? সত্যি! আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি···বুঝলে নীলু, টেবিলের উপর পিসিমা রেখেছিল এক-হাজার টাকার নোট। সে ঘরে আমি আর ওঁর সেই পোষ্য-কন্যা। আমি অবশ্য জানতুম না নোট আছে! তারপরেই হুলস্থুল ব্যাপার! শুনি, নোট নেই!

এ কথার তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে নিজের কি কথা গুঁজিয়া দিবে, নীলধ্বজ বুঝিতে পারিল না। হতভম্বের মতো সে শুধু একবার পিসিমার পানে, পরক্ষণে রঞ্জনের পানে তাকাইতেছিল।

রঞ্জন বলিল—সত্যি তুমি থানা-পুলিশ করো পিসিমা···তাতে নোট না মিলুক, অন্ততঃ নিজেরা আমরা কলঙ্ক-মুক্ত হই। কে জানে, আজকালকার দিনে টাকার ব্যাপারে ছেলেকে বাপ বিশ্বাস করে না, ছেলে

বাপকে বিশ্বাস করে না···স্ত্রীকে স্বামী বিশ্বাস করে না, স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাস করে না! আমি হলুম তোমার বাপের ছেলের ছেলে!··· অমন করে চাইছো কি? মুখে তুমি কিছু না বললেও আমি ভাববো, পিসিমা মনে-মনে আমাকেই হয়তো সন্দেহ করেছে! থানা-পুলিশ এলে সে-অপবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবো! কি বলো নীলু?

নীলু কিছু বলিল না—তার কৌতুকের মাত্রা অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে

মক্তেশ্বরী বলিলেন—তুই চুপ করবি রঞ্জন? খুব কথা শিখেছিস··· সাহেব সাজিস কি না! একটা দল খাড়া কর্। যে-রকম বাকিবাগীশ হয়েছিস, অনায়াসে একটা দল খুলে আর কিছু না পারিস, ক্যালকাটা-কর্পোরেসন থেকে দু-পয়সা লুঠতে পারবি!

পিসিমার এ কথায় যেন জোঁকের মুখে চুন পড়িল! তার পিসিমা পাঁচজনের পিসিমার মতো নয়···রীতিমত বিদুষী পিসিমা! রঞ্জন চুপ করিয়া রহিল।

পিসিমা থামিলেন না, রঞ্জনকে জানাইয়া দিলেন, অক্ষয়কে পুলিশে পাঠানো হইয়াছে এবং পুলিশ আসিয়া টাকা-চুরির তদারক করিবে! হাজার টাকা এভাবে চুরি যাইবে, পিসিমার তাহা বরদাস্ত হইবে না!

রঞ্জন বলিল—ও! থানায় গেছে! ভালোই হয়েছে। তামাসা নয়··· এ ব্যাপারের হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। তোমারো জানা দরকার, নোট না পাওয়া গেলেও কোন্ চোর তোমার এখানে আস্তানা নিতে পারে! নীলু, তুমি এ সার্চে সাক্ষী থাকবে!

নীলধ্বজ বলিল,—আমার বসা চলবে না ভাই। একটা জমি দেখেছি··· সে জমির মালিক আবার একজন ভদ্র-মহিলা। আজই তাঁর সঙ্গে কথা পাকা হবার ব্যবস্থা আছে। আমি তাহলে আসি, পিসিমা। আপনার

কুকুরের সম্বন্ধে ভয় নেই। একটা ওষুধ আমার ওখান থেকে পাঠিয়ে দেবো…সেটা দিনে দুবার খাবে। এক-দাগ খাবে বেলা দুটো নাগাদ, আর এক-দাগ খাবে সন্ধ্যার পর। তাছাড়া আমি আবার আসবো'খন।

কথাটা বলিয়া নীলধ্বজ বিদায় গ্রহণ করিল।

বেলা দশটা নাগাদ পুলিশ আসিল। রাজীবনারাণ চলিয়া গেলেও এ অঞ্চলে তাঁর নাম এখনো বজায় আছে। কাজেই পুলিশকে খপর দিবামাত্র পুলিশ-অফিসার এক-মিনিট বিলম্ব করিলেন না।

সকলের এজাহার লইয়া পুলিশ বলিল—ইরাবতী দেবীকে এবার ডাকুন। তাঁর এজাহার না হলে এনকোয়ারি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন,—সে এখানে নেই তো।

ইন্‌সপেক্টর বাবু বলিল—নেই?

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন,—না।

—কোথায় গেছেন?

—তার দিদির বাড়ী।

—কবে গেলেন?

—আজ সকাল থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। বলে যায়নি।

—পাওয়া যাচ্ছে না। কাল এই কাণ্ড হলো…আর আপনারা গোলমাল তুলতেই তিনি না বলে, না কয়ে চলে গেলেন!

মুক্তেশ্বরী দেবী একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন,—গেল তো!

ইনস্‌পেক্টর বাবুর ললাটে রেখাগুলো স্পষ্টতর। সারা জীবন বহু বিবেচনা, বহু চিন্তা করিয়া কাজ করিতেছেন বলিয়া তাঁর ললাটে

চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে···তারপর সকালেই এখানকার চুরির ব্যাপারে আবার সুগভীর চিন্তা···সে-চিন্তা ললাটে সুস্পষ্টতর রেখায় কুটিল। তিনি বলিলেন—গেল! বটে!

তারপর স্তব্ধতা···রঞ্জন উঠিয়া খড়খড়ির ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

ইন্‌স্‌পেক্টর বলিলেন,—তিনি আপনার কেউ হন না?

—না।

ইন্‌স্‌পেক্টর বলিলেন,—এ চুরির আসামীকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি···পষ্ট!

রঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—কে সে-আসামী, বলুন তো মশায়?

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন—এই ইরাবতী দেবী।···এ যদি না হয়, আমি তাহলে এই দণ্ডে চাকরিতে ইস্তফা দিতে রাজী আছি।

অক্ষয় বলিল—কিন্তু সে খুব ভালো মেয়ে মশায়,—লেখাপড়া জানে।

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন—চুপ দ্যান্ মশায়···ম্যায়ে-লোকের বুদ্ধি একেই কিছু খর!···তার উপর লেখাপড়া শিখলো যদি তাহলে সে ম্যায়ে লোকের বুদ্ধি প্রখরতর হলো! এমন বুদ্ধি নিয়ে ম্যায়ে-লোক ওকালতি করবে না, পুলিশে চাকরি করবে না···কি করবে তবে করে দ্যান্ তো? হুঁ···

রঞ্জন বলিল—ইরাবতী দেবী তাহলে নোট চুরি করেছেন, আপনি বলতে চান?

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন—নিঃসন্দেহ!

রঞ্জন কহিল—এই ইরাবতী দেবীকে আপনি তাহলে গ্রেফতার করবেন?

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন—ফরিয়াদী যদি বলেন, তাঁকে সন্দেহ করেন

...করবো ইনি যদি বলেন,—না,...মন্দ হয় না...তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।...তবে সাক্ষী-সাবুদ যা দেখছি, তাতে ইরাবতী দেবীই আসামী দাঁড়াচ্ছেন! তাঁকে গ্রেফতার করা আমার ডিউটি!

রঞ্জন বলিল—Nonsense!

বলিয়া ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল।

পুলিশের কথায় মুক্তেশ্বরী দেবীর মাথা হইতে পা পর্যন্ত ঝনঝন্ করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—না...কাকেও গ্রেফ্তার করতে হবে না। আপনি যান ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু...চোরাই নোটের কিনারা করতে পারেন যদি, চেষ্টা করে দেখবেন...

ইন্‌স্‌পেক্টর বলিলেন,—নিশ্চয় করবো।...নোটের নম্বর রেখেছেন তো?

মুক্তেশ্বরী দেবী চাহিলেন অক্ষয়ের পানে।

অক্ষয় বলিল,—আমরা রাখিনি...তবে ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙিয়ে নোট এনেছি। ব্যাঙ্কে নম্বরী নোটের তাড়া...তারা নম্বর রেখেছে নিশ্চয়।

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন,—তাহলে আজই আমাকে সে নোটের নম্বর এনে দিন মশায়...আজই আমি চারিদিকে এনকোয়ারি-স্লিপ পাঠাবো। আর পুলিশ-গেজেটে চোরাই-নোটের নম্বর ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবো।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন,—আমাকে আর দরকার নেই তো?

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন—না।

মুক্তেশ্বরী দেবী চাহিলেন অক্ষয়ের দিকে, বলিলেন—আজই ওঁকে নোটের নম্বর এনে দিয়ো।

অক্ষয় বলিল—আজ্ঞে হাঁ, দেবো।

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুর হাত নিশ্‌পিশ্‌ করিতেছিল। তিনি বলিলেন,—

দেখুন, সাক্ষী যা পেয়েছি, শুধু এই ইরাবতী দেবীর একটা ষ্টেটমেন্ট··· মানে, তিনি চুরি না করলেও তাঁর ষ্টেটমেন্ট···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—না, না···তার অসুখ ··তাকে এখন জ্বালাতন করবেন না, ইন্‌সপেক্টর বাবু। আপনি নোটের নম্বর নিয়ে সন্ধান করুন। তাহলেই হবে···

এ কথা বলিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী আর এক-মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিলেন না···সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইন্‌সপেক্টর বলিলেন—কিন্তু বুঝলেন তো অক্ষয় বাবু, আমার ডিউটি···

অক্ষয় বলিল—ফরিয়াদী যদি আসামী বলে' তাঁকে সন্দেহ না করেন, তাঁকে ধরে মিথ্যে কেন আপনি অপমানের ভাগী হবেন?

ইন্‌সপেক্টর বাবু বলিলেন,—তা যদি বলেন অক্ষয় বাবু···তাহলে আপনাকে বলতে হলো আম-তলীর সেই চুরির কথা···

ভৃত্য চা আনিল; সেই সঙ্গে প্লেটে লুচি, বেগুন-ভাজা, মিষ্টান্ন···

অক্ষয় বলিল,—চা। এতখানি পথ এসেছেন···সামান্য একটু···মানে···

উচ্চহাস্য করিয়া ইন্‌সপেক্টর বাবু বলিলেন—ও, খাওয়া! তা খাবো বৈ কি···দেখুন, আমার দেহখানিকে যে এমন মজবুত দেখছেন···এ শুধু খাওয়ার জোরে। বয়স হলো পঞ্চাশের উপর···কিন্তু এখনো যা খেতে পারি···একদিন দেখতে চান তো দয়া করে আমায় নেমন্তন্ন করুন! হুঁ, খাওয়া কাকে বলে, দেখিয়ে দেবো।

অক্ষয় বলিল,—বটে! দেখুন, ভাগ্যের কথা! যেদিন আহারের পরীক্ষা দিতে চাইবেন, বলবেন···

বেগুন-ভাজা চটকাইয়া একখানা লুচি এক-গ্রাসে মুখে পুরিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন—বেশ, নোটের খপর নিয়ে আচ্ছা, আজ-কালের মধ্যেই আমি এসে খাওয়ার পরীক্ষা দিয়ে যাবো'খন। বুঝলেন, চার-পাঁচটি ফাউল আমার কাছে···যাকে বলে, নস্যি!···দু' সের পাঁটা, বুঝলেন, এ বেলায় খেয়ে ওবেলায় আবার বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন স্বচ্ছন্দে রেখে আসতে পারি···

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নীলধ্বজ

ঠাকুর-ঘরে হীরাবতী বসিয়া জপ করিতেছিলেন···ইরাবতী কাছে বসিয়াছিল।

হঠাৎ হীরাবতী বলিলেন···তোর এমন করে চলে আসা ঠিক হয়নি ইরা। এতে আর কিছু না হোক, বাড়ীর লোকজনের হয়তো মনে হবে, ও নোট-সরানোর সঙ্গে তোর যোগ আছে, নাহলে কেন তুই অমন চুপি-চুপি চলে আসবি?

ইরাবতী বলিল—লোকজন কি মনে করবে বা করবে না, তাতে আমার কিছু এসে-যায়না দিদি। কিন্তু···

হীরাবতী বলিলেন,—কিন্তু তোকে তো ঠিক বলেন নি যে তুই নোট নিয়েছিস বা চোর বলে তোর উপর ওঁর সন্দেহ হয়েছে!

ইরাবতী বলিল—আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আমি নিয়েছি বলে তোমার মনে সন্দেহ হয়, মা? তাতে যে-ভাবে আমার পানে চেয়ে রইলেন! যদি বলতেন, না…তাহলে বুঝতুম, সন্দেহ হয়নি। কিন্তু উনি চুপ করে রইলেন…তার মানে কি? তার মানে, সন্দেহ হয়!

হীরাবতী বলিলেন—মনে-মনে মন্দটাই বা তুই ধরছিস কেন?

ইরাবতী বলিল—এতে কি মানে বোঝায় তুমিই বলো…

হীরাবতী বলিলেন—কিছু বোঝায় না…বিশেষ, মনে-জ্ঞানে আমি যদি নির্দোষ হই, ও চুপ-করে-থাকা আমাকে বিঁধবে কেন? তোর উচিত ও-বাড়ীতে যাওয়া…তারপর বলে-কয়ে আসিস। যতদিন খুশী আমার কাছে থাকিস্ তখন…

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইরাবতী বলিল—ওঁর ঐ সন্দেহ… আগুনের হল্‌কার মতো দিন-রাত আমার মনে বিঁধবে…সে আমি থাকতে পারবো না!

হীরাবতী কোনো জবাব দিলেন না…অবিচল নেত্রে ইরাবতীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

ইরাবতীর ভবিষ্যৎটুকু যেন তাঁর চোখের উপরে ভাসিয়া উঠিল! ও-বাড়ীতে অমন স্নেহাশ্রয় পাইয়াছিল! মেয়ে-জন্মকে সার্থক করিয়া তুলিবার ব্যাপারে কোনো সংশয় নাই, ভয় নাই! এখন ও-বাড়ীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া এখানে থাকিলে…

বিবাহ হইবে না। কোথায় ইরাবতীর জন্য যোগ্য পাত্র পাইবেন? গরীবের জীর্ণ ঘরে রত্ন থাকিতে পারে, কে তা বুঝিবে? সে-রত্নের সন্ধান লোকে কি করিয়া পাইবে? সেকালের রাজা-রাজড়ারা মৃগয়ায় বাহির হইতেন—বনে-পর্ব্বতে-কুটীরে তাঁরা রত্ন সন্ধান করিয়া বেড়াই…

তেন, তাই তাঁরা রত্ন পাইতেন। রাজা দুষ্মন্তর কথা মনে পড়িল। মনে হইল, তাঁর বোন্ ইরাবতী সেই শকুন্তলার মতোই নারী-রত্ন! কিন্তু একালের দুষ্মন্তেরা উঁচু-নজরে শুধু অট্টালিকার ছাদ আর বাতায়নের পানেই তাকায়! পাণি-গ্রহণের জন্য তারা যে-কন্যা পায়, সে-কন্যা দেখিতে যেমন হোক, সে-কন্যার দু হাতে থাকা চাই যৌতুকের চেক, নয় নগদ-টাকার পাহাড়! একালের এরা কি দুষ্মন্ত? এরা দুশমন!

তিনি আবার আচমন করিয়া জপে মনোনিবেশ করিলেন…দু' চোখ মুদ্রিত হইল।

বাহিরে কে ডাকিল—গিন্নীমা আছেন?

জপ ভাঙ্গিয়া গেল। হীরাবতী চোখ খুলিলেন…ইরাবতীর পানে চাহিয়া বলিলেন—ছাখ তো ইরা, কে ডাকছে!

ইরাবতী বাহিরে আসিল। আসিয়া দেখে একজন ভদ্রলোক।

ইরাবতীকে দেখিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—মাষ্টার-মশায়ের স্ত্রী বাড়ীতে আছেন?

ইরাবতী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আছেন।

ভদ্রলোক বলিলেন—তাহলে দয়া করে তাঁকে যদি বলেন, কালকের সেই নীলধ্বজ এসেছে। আমার নাম নীলধ্বজ।

নীলধ্বজ! ইরাবতী চমকিয়া উঠিল। এ-নাম সে শুনিয়াছে। ভাঁরাড়াতে মুক্তেশ্বরী দেবীর সেই সাহেব-ভাইপো রঞ্জনের মুখে। কিন্তু তিনি এখানে…

ইরাবতীর বুকের স্পন্দন যেন থামিয়া গেল · নিমেষের জন্য।

নীলধ্বজ বলিল—সোনাডাঙ্গার দিকে ওঁর তিন বিঘে জমি আছে…

খালের ধারে ⋯সে জমি আমি লীজ নেবো কথা হয়েছে⋯সেই কথা পাকা করতে আমি এসেছি।

ইরাবতী বলিল—তিনি আহ্নিক করছেন। আপনি একটু বসবেন, আসুন। আমি তাঁকে খপর দিচ্ছি⋯

নীলধ্বজ একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল ইরাবতীর পানে। দেখিতেছিল। চমৎকার মেয়ে। মুখে-চোখে বুদ্ধির দীপ্তি⋯শিক্ষার পালিশে সারা দেহে শোভন ভাব! মুখের কথায় যেমন মাধুরী, তেমনি ডিগ্‌নিটি! মনে পড়িলে কবে কাব্যে পড়িয়াছিল,—উদ্যান-লতা বনলতার কাছে পরাজয় মানে!

কথাটা শেষ করিয়া ইরাবতী চলিয়া গেল। নীলধ্বজ তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

ইরাবতী তখনি ফিরিয়া আসিল, বলিল,—ভিতরে ঘরে বসবেন, আসুন।

নীলধ্বজের চমক ভাঙ্গিল! নীলধ্বজ আসিয়া দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সাবেকী বসিবার-ঘরে বসিল।

আহ্নিক সারিয়া হীরাবতী আসিয়া নীলধ্বজের সঙ্গে দেখা করিলেন। দিদির সঙ্গে ইরাবতীও আসিল।

হীরাবতী কহিলেন—ও, আপনি এসেছেন! আপনার জন্য ব[illegible] থেকে থেকে আমি আহ্নিক করতে বসেছিলুম।

অপ্রতিভ কণ্ঠে নীলধ্বজ বলিল—আজ্ঞে আমার একটু দেরী হয়ে গেল। তার মানে, এখানে আসছিলুম, এমন সময় আমার এক বন্ধু

এলো। সে হলো আবার আপনাদের এখানকার ঐ রাজীবনারাণ বাবু জমিদার...তাঁর স্ত্রীর ভাইপো। ওদের বাড়ীতে এক কুকুরের অসুখ...গিন্নী সেজন্য দুশ্চিন্তায় আকুল! আমার সেই বন্ধু এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। বললে, কুকুরের ভাবনায় পিসিমার আহার নেই, নিদ্রা নেই! গিয়ে সে কুকুরের ব্যবস্থা করে তবে আমাকে আসতে হলো!

এ-কথায় ইরাবতীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুকিকে সে নাড়াচাড়া করে। সুকির উপর তার মায়া-মমতার সীমা নাই! দু'চোখে অধীর আগ্রহ লইয়া ইরাবতী প্রশ্ন করিল,—সুকিকে আপনি দেখেছেন?

যেন বীণার ঝঙ্কার! এ বয়সে এ-বীণা নিখিল-তরুণের মনে ঘুর্ণিচক্র রচিয়া তোলে! নীলধ্বজ সে-কথায় বিমুগ্ধ হইল। সে কণ্ঠের অধিকারিণীর পানে চাহিল...ঘরের উদ্যান-লতা উপমার কথা মনে পড়িল। নীলধ্বজ বলিল—তাকে দেখে এখানে আসছি।

নীলধ্বজের চোখের দৃষ্টি ইরাবতীর কিশোর-মনে মৃদু কাঁপন তুলিল! সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে ইরাবতী প্রশ্ন করিল,—সুকি কেমন আছে?

নীলধ্বজ বলিল—ইনজেক্‌সন্ দিয়ে এসেছি। তাতেই সেরে যাবে। সেবা-শুশ্রূষার কথা বলে এসেছি। একটা ওষুধও দিয়ে এসেছি।

ইরাবতী বলিল—সারবে!

—নিশ্চয়। আপনি সুকিকে জানেন?

ইরাবতী জবাব দিবার পূর্ব্বেই হীরাবতী জবাব দিলেন; বলিলেন—ও আমার বোন ইরাবতী। ও-ই সুকিকে কোলে-পিঠে নিয়ে দেখাশুনা করে। ও-বাড়ীতেই ও থাকে। রাজীববাবুর স্ত্রী ওকে মেয়ের মতো নিয়েছেন। নিজের ছেলে-মেয়ে নেই...ওর উপরেই তিনি যত মমতা ঢেলে দেছেন!

—বটে !…বলিয়া বিমুগ্ধ দৃষ্টি নীলধ্বজ আর-একবার ইরাবতীর মুখে নিবদ্ধ করিল।…মনে হইতেছিল, এ বনে এমন মূর্তি দেখিবে, স্বপ্নে ভাবে নাই। মন বলিল—সহরে রত্ন মেলে না…এমনি বনেই রত্ন থাকে! সহরে থাকে নকল মণি-মুক্তা…আর জৌলুশে মজিয়া থাকো বলিয়া বাহিরের আসল মণিরত্নের সন্ধান পাও না!

মনের বিভ্রম কাটিল হীরাবতীর কথায়। হীরাবতী কাজের কথা পাড়িলেন, বলিলেন—কি ঠিক করলে বাবা? জমি নেওয়া…মত?

নীলধ্বজ বলিল—নিশ্চয়। সেই জন্যই এসেছি। সেলামির জন্য তাহলে দেবো একশো টাকা…আর খাজনা মাসে-মাসে দেবো সাড়ে বারো টাকা কোরে'। আপাততঃ পাঁচ বছরের জন্য লেখা-পড়া হোক। আমার এক বন্ধু উকিল…তাঁকে দিয়ে দলিল লিখিয়ে পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে আপনাকে দেবো। বলেন যদি, সেলামির দরুণ ঐ একশো টাকা এখন দিতে পারি। টাকা আমি সঙ্গে এনেছি।

হীরাবতী বলিলেন—থাক! দলিল লেখাপড়া হবার সময় টাকা দিয়ো।

ইরাবতীর দিদি বলিয়া হীরাবতীর উপর নীলধ্বজের মমতা আরো বেশী হইল। টাকাটা ইরাবতীর সামনে দিতে পারিলে আত্মীয়তা-বন্ধন যেন এই সঙ্গে দৃঢ় করিতে পারে, ইহা ভাবিয়া নীলধ্বজ পকেট হইতে দশখানা নোট বাহির করিয়া হীরাবতীর সামনে রাখিল, বলিল—না। টাকাটা বরং আপনি রেখে দিন। আমাদের হাতে টাকা [illegible]টা জমতে পায় না, শুধু আসা-যাওয়া করে। শেষে যদি খরচ হয়ে [illegible] আপনি রেখে দিন।

হীরাবতী বলিলেন—কিন্তু এক-আনার টিকিট তো ঘরে নেই বাবা। রসিদ দিতে হবে…

হাসিয়া নীলধ্বজ বলিল—আমি আপনার প্রজা···জমিদারকে বিশ্বাস করি। রসিদ পরে দেবেন।

কথাটা বলিয়া নীলধ্বজ হাসিল। তারপর আবার বলিল—টাকাটা তুলে রাখুন। টাকা-কড়ি যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা উচিত নয়।··· এই মাত্র ও-বাড়ীতে শুনে আসছি···ওঁদের এক হাজার টাকার নোট চুরি গেছে।···পুলিশ এসেছে···তদন্ত-তদারক চলেছে!

পুলিশের নামে ইরাবতীর গা ছমছম করিয়া উঠিল। সে বলিল—চোর ধরা পড়েছে?

নীলধ্বজ বলিল—পুলিশ কখনো চোর ধরতে পারে না কি? যার চুরি যায়, সে যদি ধরিয়ে দেয় তবেই চোর ধরা পড়ে।

ইরাবতী প্রশ্ন করিল—নোট পাওয়া যায়নি?

ইরাবতীর আগ্রহ-ভরা প্রদীপ্ত দৃষ্টি উপরে দুশ্চিন্তার কালো মেঘচ্ছায়া ···ইরাবতী ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।···

নীলধ্বজ বলিল,—আমি তাহলে আসি। টাকাটা আপনি তুলে রাখুন। আপনার দিদি আহ্নিক করছেন···কথার শেষাংশ সে বলিল ইরাবতীকে উদ্দেশ করিয়া।

ইরাবতী লজ্জায় জড়সড়ো···হাত উঠিতে চায় না।

নীলধ্বজ বলিল—নিন···আমি দেখে যেতে চাই। মানে, ধরিত্রী দেবীকে এ টাকা আমি দিইনি—আমি দিছি আপনার দিদিকে···আমার জমিদারকে।···আপনি তাঁর প্রতিনিধি হয়ে টাকাটা নিন···আমি জানবো টাকাটা যথাস্থানে পৌঁছুবে।

ইরাবতী নোট কখানা তুলিল।

নীলধ্বজ বলিল—আজ তাহলে আমি আসি।·· দলিল লেখা হলে আবার আসবো।

এ-কথা বলিয়া নীলধ্বজ চলিয়া গেল। যাইবার সময় একটা চকিত-দৃষ্টি ইরাবতীর পানে নিক্ষেপ না করিয়া যাইতে পারিল না! সে দৃষ্টিতে কি যে ছিল···ইরাবতীর সর্ব্বাঙ্গ ছমছম্ করিয়া উঠিল!

ইরাবতীর মনে অশান্তির সীমা নাই! অদৃষ্ট আকাশে কোথা হইতে এ মেঘের সঞ্চার হইল···নিজের গৃহে থাকিতে হয়, আপত্তি নাই! দুঃখও তাহাতে নাই! কিন্তু এ-অপবাদ মাথায় বহিয়া, এ কলঙ্ক গায়ে মাখিয়া কি করিয়া বাঁচিবে? মা সন্দেহ না করুন, মার ঐ ভাইপো···কালীর মা···অক্ষয় বাড়ীর অন্য লোকজন-সকলে ভাবিবে, আদরে-ঐশ্বর্য্যে বাস করিলে কি হইবে,—গরীবের ঘরের মেয়ে···সামনে দেখিয়াছে এক-হাজার টাকার নোট···অমনি চুরি করিয়াছে!

কেহ বুঝিবে না, মার লোহার সিন্দুকে চাবি, গহনার আলমারীর চাবি ···মা কতদিন ইরাবতীর হাতে দিয়াছেন! ইরাবতী মনে করিলে কি না করিতে পারিত! গহনা, টাকা-কড়ি সরানো কঠিন ছিল না! কিন্তু সে কথা ইরাবতীর মনে জাগে নাই! মনে জাগিতে পারে না! পরের জিনিষে ইরাবতী কখনও লোভ করিতে শিখে নাই। কেন সে-লোভ হইবে?

টাকা যদি সরাইত, মার কত টাকা সারাইতে পারিত। খাজনার টাকা···মা তার হাতে সঁপিয়া দেন। পাইবা মাত্র ইরাবতী রাখে। মনে করিলে এক হাজার টাকা কেন, দু' হাজার পাঁচ-হাজার টাকা সে অনায়াসে লইতে পারিত না কি?

কিন্তু যাদের মনে সংশয়ের বাষ্প জমিয়া আছে, তাদের কাছে আর বলিতে পারেনা তো, কি তোমরা ঐ এক হাজার টাকার নোটের সম্বন্ধে আমাকে সন্দেহ করিতেছ ! মনে করিলে কত হাজার টাকা এক দিনে সরাইতে পারিতাম, বোঝো ? কখনো সরাইয়াছি কি ? একটা পয়সা কখনো লইয়াছি, মা এমন কথা বলিতে পারেন ?

দুঃখ এই, এ-কথা বলা যায় না ! নাটকের পাত্র-পাত্রীরাই এমন ভাবে বক্তৃতা দিয়া নিজেদের সাফাই প্রচার করে।...সত্যকার জীবনে মানুষ তা পারে না ! জীবনটা সত্য নাটক নয়, নভেল নয় ! কাজেই নিরুপায় হতাশ্বাসে মাথা কুটিয়া মরা ভিন্ন ইরাবতীর গতি নাই ! যা হইয়া গিয়াছে, তারপর লোকালয়ে দাঁড়াইবার কথা মনে হইলে সে যেন লজ্জায় মরিয়া যায় !

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঈষৎ

দু' তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে।

ইরাবতী এইখানে তার দিদির কাছে আছে। ও বাড়ীতে যায় নাই—ও-বাড়ী হইতে কেহ তাকে ডাকিতে আসে নাই।

ইরাবতী ইহাতে আরো যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। মুক্তেশ্বরী দেবী তাহা হইলে সত্যই তাকে সন্দেহ করেন? তার বুকের মধ্যে এ চিন্তা যেন রাবণের চিতার মতো জ্বলিতেছে—সারাক্ষণ! ভগবান, এ মিথ্যা কলঙ্কের কালিমা তার দেহ-মনে কেন মাখাইলে? মনে-জ্ঞানে ইরাবতী কখনো কারো মন্দ করে নাই··· কায়মনোবাক্যে সকলের আনন্দে আনন্দ করিয়াছে—জীবনে কখনো কাহারো অনিষ্ট কামনা করে নাই! তবে এ-শাস্তি কেন তাকে দিলে?

ভাবিল, এই দিদি ছাড়া তার আর কেহ নাই! একদিন জীবনে অনেক কিছু আশা করিয়াছিল···অনেক কি্ পাইবে, অনেক কিছু করিবে! তারপর ভগবান একে একে মা-বাপকে কাড়িয়া লইলেন··· ভগ্নীপতি দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য যখন বোনের স্নেহে তাকে আপন-গৃহে আশ্রয় দিলেন, তখনো কোনো দুঃখ, কোনো জ্বালা তাকে কাতর করে নাই। মনকে শুধু এই বলিয়া সে সান্ত্বনা দিয়াছে, ভগবান যেমন মানুষের সব কিছু কাড়িয়া লন, তেমনি দিতেও কখনো কশুর করেন না! আজ তিনি লইয়াছেন, তাঁর ইচ্ছা হয়, কাল তিনি আবার দিবেন।

তারপর দারুণ দুর্য্যোগের দিনে মুক্তেশ্বরী দেবী আসিয়া যখন মেয়ের আদর দিয়া ইরাবতীকে তাঁর কাছে লইয়া গেলে, সেদিনও সেখানকার আদরে-স্নেহে সে এতটুকু বিচলিত হয় নাই! ভাবিয়াছে, ভগবান দুদিন এখানে দিয়াছেন নিশ্চিন্ত আশ্রয়···যে কদিন এ আশ্রয়ে তিনি রাখেন।

মুক্তেশ্বরী দেবী স্নেহোচ্ছ্বাস-বাক্যে অনেক কথা বলিতেন। বলিতেন ইরাবতীকে তিনি নিজের সন্তানের মতো দেখেন। তিনি ইরাবতীর বিবাহ দিবেন। পাশ-ওয়ালা পাত্রের প্রয়োজন নাই! পাত্র বিদ্বান, বুদ্ধিমান হইবে; স্বভাব-চরিত্র ভালো হইবে। তারপর তাঁর যা-কিছু আছে তার আটআনা ভাগ তিনি ইরাবতীকেই দিয়া যাইবেন···তার কোনো দুঃখ থাকিবে না! এ-কথা শুনিয়াও ইরাবতীর মনে কোনো দিন এতটুকু গর্ব্ব জাগে নাই! গর্ব্ব-ভরে কোনোদিন আকাশে-প্রাসাদ রচিবার দুরাকাঙ্ক্ষা সে মনে পোষণ করে নাই!

আজ ও-বাড়ীর সে স্নেহ-আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়াও তার কোনো দুঃখ থাকিত না···যদি এই কলঙ্কের কাঁটায় দেহ-মন ক্ষত-বিক্ষত না হইত!

নীলধ্বজ আরো দু' তিনবার আসিয়া দেখা করিল। জায়গা-জমির ইজারা-লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ পরিবারটির উপর তার মনে বেশ মমতা জাগিয়া উঠিয়াছে!

হীরাবতীকে একদিন সে বলিল—দেখুন, আপনাকে আমি দিদি বলবো। আমার এক দিদি ছিলেন ছেলেবেলায় তিনি বিধবা হয়েছিলেন। আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। বিধবা হয়ে আমাদের কাছে ফিরে এলে

বাবা তাঁর হাতে সংসারের সব চার্জ্জ সমর্পণ করেন। দিদি যা করবেন, তাই। তাঁর কথা ছাড়া বাড়ীতে কিছু হবার জো ছিল না। আমরা সেই দিদির শাসনে-স্নেহে মানুষ হয়েছি। সে-দিদি মারা গেছেন আজ প্রায় পাঁচ বছর। আপনাকে দেখে আমার দিদির কথা মনে পড়ছে।

এ কথায় হীরাবতীর মন গলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—বেশ তো···তোমার মতো ভাই পাওয়া ভাগ্যের কথা!

তারপর ইরাবতীর সম্বন্ধে নানা কথা···এমন রূপসী বিদুষী মেয়ে··· তার জন্য দিদি যেন চিন্তা না করেন। নীলধ্বজ থাকতে তার বিবাহের ব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তার কোনো কারণ নাই।

এমনি নানা কথার মধ্যে এটুকুও সে জানাইয়া দিয়াছে, তারাও ব্রাহ্মণ···উপাধি চক্রবর্ত্তী···পয়সা-কড়ি আছে। এবং পয়সা-কড়ি থাকিলেও কখনো কোনোরকম বওয়াটে-পনা করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই।

শুনিয়া অবধি হীরাবতী ভাবিতেছেন··· যাদের কেহ নাই, ভগবান এমনি করিয়াই তাদের দ্বারে আনিয়া দেন উপকারী হিতকারী বন্ধুজনকে!

সেদিন দুপুরবেলায় হীরাবতী রান্নাঘরে খাইতে বসিয়াছেন, ইরাবতী দিদির কাছে বসিয়া আছে···দুই বোনে কথা হইতেছে···

হীরাবতী বলিল—নীলু ছেলেটি ভালো···বড় লোকের ছেলে। টাকা-কড়ি আছে! বসে বসে কি না সে করতে পারতো! তা না করে কোথায় এই বনে-বাদাড়ে জমি নিয়ে ব্যবসা করতে নেমেছে! ও-জমি

তো পড়েই ছিল···এক পয়সা আয় দেবে, কে ভেবেছিল? সে-জমির এমন ব্যবস্থা হবে! এ কি তোর দাদা কখনো ভেবেছিলেন? না, আমিই ভেবেছিলুম?

ইরাবতী বলিল,—সত্যি দিদি, এ সব জায়গা-জমির যত্ন মানুষ নেয় না···কিন্তু এমন জমিতেও তো মানুষের চোখ পড়ছে।

হীরাবতী বলিলেন—মাটী লক্ষ্মী···আমাদের দেশে এই যে কথা আছে, সে কি মিথ্যা রে? সেকালে জমি কেউ বেচতে চাইতো না, এখন জমি বেচে মানুষ কি লক্ষ্মীছাড়া না হচ্ছে। এই আমাদের পাড়াতেই ছাখ্ না···ঐ প্রাণধন বাবুদের অমন মস্ত বাড়ী···সঙ্গে বাগান-পুকুর··· যেন জঙ্গল হয়ে রয়েছে। কলকাতায় প্রাণধন বাবুর ছেলে সামান্য কেরাণীগিরি করে দিন কাটাচ্ছে। শুনেছি, কাদের বাড়ীর এক-তলায় কখানা ঘর ভাড়া নিয়ে তারি মধ্যে ঠাশাঠাশি করে যে-কষ্টে থাকে। আমি বলি, কেন, এখানে থাকলে চলে না? এখান থেকে কলকাতায় আপিস করা অনায়াসে চলে। তা না করে' কলকাতায় গিয়ে সব সাহেব হয়ে থাকতে চান্। সুখ তো তাতে কত! মাঝে থেকে দেশের এমন বাড়ী ভেঙ্গে ধূলো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। ভগবান না করেন যদি দুর্দ্দিন আসে, কোথায় যে মাথা গুঁজবে সব···বুঝি না

হঠাৎ বাহিরে গাড়ী থামিল।

এ-অঞ্চলে গাড়ী থাকিবার মধ্যে আছে শুধু জমিদার-বাড়ীতে।

গাড়ী থামিবার শব্দে দুই বোন চমকিয়া চুপ হইয়া গেল।

হীরাবতী বলিলেন—বোধ হয়, গিন্নী-ঠাকরণ রে···

ইরাবতী বুঝিয়াছে, তিনিই।

উঠিয়া সে দেখিতে গেল, কে আসিয়াছে···

ফিরিল মুক্তেশ্বরী দেবীকে সঙ্গে লইয়া।

হীরাবতী বলিলেন--খেতে বসেছি, মা।

মৃদু হাস্যে মুক্তেশ্বরী বলিলেন—এত বেলায়? দুটি তো প্রাণী···

হাসিয়া হীরাবতী বলিলেন—এমনি হয়। আজ তার উপর একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। এক টুকরো জমি ছিল ঐ সোনাডাঙ্গায়··· ভদ্রলোক বিলি নেবেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আরো দেরী হয়ে গেল···

এই অবধি বলিয়া হীরাবতী চাহিলেন ইরাবতীর পানে, বলিলেন—আসন এনে দে ইরা···

ইরাবতী তার পূর্ব্বেই আসন আনিতে উঠিতে ছিল···আসন আনিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল,—এইখানেই বসবেন···এই রান্না-ঘরে? তার চেয়ে···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—এইখানেই এখন বসি। তারপর খাওয়া হলে ও-ঘরে যাবো'খন।

ইরাবতী আসন পাতিয়া দিলে মুক্তেশ্বরী দেবী সে আসনে বসিলেন।

কথায়-কথায় অনেক কথা হইল··টাকা চুরির ইঙ্গিতমাত্র সে-সব কথায় ফুটিল না।···হীরাবতীও সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করিলেন না।

তারপর বেলা যখন বৈকালের গায়ে ঢলিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিয়াছে, মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—এবার আমি উঠি···আমার ভাইপো···এসেছে···সে তার দু'চারজন বন্ধুকে আসতে লিখেছে। রাত্রে তারা এখানে এসে খাবে···একটা সোরগোল করবে···

হীরাবতী বলিলেন—আচ্ছা···

ইরাবতীকে তাঁর সঙ্গে যাইবার জন্য বলিলেন না···ইরাবতী তাহা লক্ষ্য করিল···লক্ষ্য করিয়া সে যেন কাট হইয়া রহিল···

যাইতে যাইতে মুক্তেশ্বরী ডাকিলেন—ইরা···

ইরা তাঁর পানে চাহিল। সঙ্কোচ-ব্রীড়াভরে ইরার হু'চোখের পাতা কাঁপিতেছিল···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—আমায় কিছু বলবে?

ইরাবতী বলিল—হ্যাঁ···

—বলো···

ইরাবতী বলিল—আমি আপনার নোট নিইনি···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—জানি···

ইরাবতী বলিল—কিন্তু বাড়ীর লোক হয়তো···

কথা আর বাহির হইল না···কে যেন ইরাবতীর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল!

মুক্তেশ্বরী দেবী কোনো কথা বলিলেন না।

তিনি আসিলেন বাড়ীর সদরে···

হীরাবতী সঙ্গে আসিলেন।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—যে-জন্য এসেছিলুম···ইরার সামনে সে কথা বলবো না··

ইরাবতী ছিল দূরে। হীরাবতী বলিলেন—বলুন···

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—নীলধ্বজ এখানে আসে, শুনছি!

হীরাবতী বললে—হ্যাঁ। আমার ঐ সোনাডাঙ্গার জমি বলছিলুম না···সেই নেছে। সেলামি দেছে···ওখানে ব্যবসা করবে।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন,—শুনেছি। আমার ভাইপো রঞ্জন···তার বন্ধু হলো নীলধ্বজ। রঞ্জনের কাছেই সে এ-কথা বলেছে।

হীরাবতী বলিলেন—আরে, অন্য কথা বলেছে ?

অন্য কি কথা ? হীরাবতীর দু'চোখের দৃষ্টিতে কৌতূহল…

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—ইরাকে এখানে দেখছে…প্রায় আসে তো… ইরাকে ও বিয়ে করতে চায়।

হীরাবতীর বুকখানা ধড়াস্ করিয়া উঠিল ! তিনি কোনো কথা বলিতে পারিলেন না।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—কেমন লোক, জানি না। তবে রঞ্জনের বন্ধু সেই জন্যই পাত্র হিসাবে যে ও ভালো হবে, তা আমার মনে হয় না। তাই আমি বলতে এসেছিলুম, ইরা সোমত্ত হয়েছে…এ বয়সে যার-তার সঙ্গে মেলামেশা করা ঠিক হবে না…বিশেষ তোমাদের মাথার উপর কেউ নেই।…ইরার জন্য ভালো পাত্র পাওয়া চাই। রঞ্জনের বন্ধুর সঙ্গে আর যার বিয়ে হয় হোক, ইরার হয় না। এই কথাটি ভুলো না…

হীরাবতী বলিলেন—ভদ্রলোক বাড়ীতে আসে—তার সঙ্গে দেনা-পাওনার সম্পর্ক হলে বাড়ী থেকে তাকে চলে যেতে বলতে পারবো না তো…

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—আসল কথা, ও বড়লোকের ছেলে…পয়সা-কড়ি আছে…এত বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে করে নি…তার মানে, খেয়ালী !… এই সব খেয়ালী ছেলেকে আমার ভয় করে। পৃথিবীর কিছু পরিচয় আমি জানি তো ! ডাগর মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে আসা…এই অল্প-স্বল্প হাসি-গল্প অন্তরঙ্গতা… এ-গুলো দেখলেই আমার কেমন ভয় হয় !

হাসিয়া হীরাবতী বলিলেন—ইরার বিয়ে দিতে হবে তো…কবে কোথায় তেমন পাত্র পাবো ? নীলুবাবু যদি তেমন কথা বলেন · যদি বলেন, বিয়ে করতে চাই…?

বাধা দিয়া মুক্তেশ্বরী বলিলেন—বিয়ে করতে চাইলেই তুমি বিয়ে

৬

দেবে? তারপর? ঘরে ওঁর মা রয়েছে, বোন রয়েছে,··তারা চায় বড়লোকের ঘরের মেয়ে···বিলেত-ফেরতের মেয়ে। খেয়ালের ঝোঁকে ও এখানে ইরাকে যেন বিয়ে করলে···তারপর! আমাদের দেশের ব্যবস্থা হলো আলাদা! এ তো বিলেত নয়!···পাত্রের মাকে, তার বাড়ীর লোক-জনকে যদি পাওয়া না যায়, তাহলে বিয়ের ফল কখনো ভালো হয় না হীরা। ওদের বাড়ীর কথা রঞ্জনের কাছেই আমি শুনেছি। যদি তেমন হতো, তাহলে আমিই তো বলতে পারতুম, নীলুর সঙ্গে ইরার বিয়ে দাও! তাছাড়া ওদের হলো বোনেদী ঘর···তোমার বোনকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে তুললে তাকে কেউ পুঁছবে, ভাবো? বামনের চাঁদ ধরার সাধ জানো তো···খবর্দ্দার, এমন কাজ করো না। কথাটা কাণে এলো, তাই সাবধান করতে এসেছিলুম·· এখন অবশ্য তোমার ইচ্ছা···

এত-বড় বক্তৃতা দিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী বিদায় লইলেন।

মুক্তেশ্বরী দেবী চলিয়া গেলে হীরাবতী গম্ভীর মুখে আসিয়া ঘরে বসিলেন।

দিদির গাম্ভীর্য্যে ইরাবতীর বুকে চিন্তার তরঙ্গ···

ইরাবতী আসিয়া বলিল—কি কথা বলে গেলেন, দিদি?

হীরাবতী চাহিলেন ইরাবতীর পানে। বেশ তীক্ষ্ণ তাঁর দৃষ্টি।

হীরাবতী বলিলেন—একটা কথা সত্যি বলবি?

ইরাবতী বলিল,—মিথ্যা কথা জীবনে কখনো বলেছি যে সত্য কথা বলবো না বলে তোমার মনে সন্দেহ হচ্ছে?

—নীলুবাবু আসে যায়···তাঁকে কেমন লোক বলে মনে হয়?

অকম্পিত স্বরে ইরাবতী বলিল,—ভালো...

—তোকে ও বিয়ে করতে চায়।

ইরাবতীর দেহে-মনে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ বহিয়া গেল! ইরাবতী কহিল,—তার মানে?

হীরাবতী বলিলেন—ওবাড়ীতে কে গিন্নীর ভাইপো এসেছে...তার কাছে নীলু নাকি এ কথা বলেছে। তাই গিন্নী আমাকে সাবধান করে দিলেন। বললেন, রঞ্জনের যে-বন্ধু, সে তেমন যোগ্য পাত্র হতে পারে না কখনো...

ইরাবতী বলিল—ও-সব কথা নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তা করো না। আমি ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছি। তাছাড়া কার কাছে কে কি বলেছে, তাই নিয়ে কেন তুমি ভেবে আকুল হও! তোমার তো প্রজা হলেন নীলুবাবু· গিন্নীর ভাইপো রঞ্জনবাবু প্রজা নয়।

নবম পরিচ্ছেদ

দৌত্য

নীলধ্বজের সঙ্গে রঞ্জনের কথা হইতেছিল। স্থান মুক্তেশ্বরী দেবীর নীচের তলায় বসিবার ঘর; সময় সন্ধ্যার প্রাক্কাল।

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া রঞ্জন বলিল—তুমি সত্যি অবাক করে দেছ, নীলু! বললে, কলকাতায় যাচ্ছো,—তা না গিয়ে আমার এখানে আমার অপেক্ষায় দু'ঘণ্টা মাটী কামড়ে পড়ে আছো!

নীলধ্বজ বলিল—বলেছি তো তার কারণ! সত্যি, কেবলি মনে হচ্ছে, জীবনটা শুধু ছুটোছুটি করবার জন্য নয়। ডেয়রী, পৌলট্রীর কাজ ছাড়া জগতে আরো অনেক বস্তু আছে···শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত···সে সব যেন জীবনের পাতা থেকে রবার ঘষে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলুম!

হাসিয়া রঞ্জন বলিল—কবি হয়ে উঠলে, দেখছি! এমন ভাষা···

নীলধ্বজ বলিল—তামাসার কথা নয় রঞ্জন! তোমার পিসিমাকে বলেছিলে আমার কথা? মানে, বুঝছো না? বিবাহ করে আমি সংসারী হতে চাই, সত্যি! এবং তোমার পিসিমার বাড়ীতে আশ্রিতা হয়ে আছেন ঐ ইরাবতী···ওঁকেই আমি বিবাহ করবো।

রঞ্জন এবার ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল; তারপর সিগারেটে একটা জোর টান্ দিয়া একরাশ ধোঁয়া উড়াইয়া বলিল—তুমি বিশ্বাস করছো না! পিসি-মাকে আমি বলেছিলুম। পিসিমা ভুরু কুঁচকে বললেন—তোর বন্ধু বড়-ঘরের ছেলে···পয়সা-কড়ি আছে···মনে করলে সহরের যে-কোনো বড়-

ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। মানে, সমানে-সমানে বিবাহ হওয়া উচিত। ও কি-দুঃখে ইরাবতীকে বিয়ে করবে? অর্থাৎ পিসিমার মত, এটা ভারী unlikely match (অনুপযোগী-রকমের বিবাহ) হবে!

নীলধ্বজ বলিল—বিয়ে করাটা পুঁথি-নাড়া ব্যাপার নয়—পিউরিটান্‌দের ইষ্ট-মন্ত্র নয়। মনের ব্যাপার! অর্থাৎ আমি দেখছি ইরাবতী চমৎকার মেয়ে! তা ছাড়া তুমি তোমার পিসিমাকে বলতে পারো স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি···এ আমাদের দেশেরই প্রাচীন শাস্ত্র-বাক্য! ইরাবতী দেবী গরীব হতে পারেন, কিন্তু তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে।

রঞ্জন বলিল—ও, প্রেমের খাতিরে তুমি সমাজ-বিজ্ঞান চর্চ্চা করতে ছাড়োনি!

এই কথার মধ্যে মুক্তেশ্বরী আসিয়া সে ঘরে উদয় হইলেন। ডাকিলেন,—রঞ্জন···

রঞ্জন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—পিসিমা···

মুক্তেশ্বরী দেবী চাহিলেন নীলধ্বজের পানে, বলিলেন—তুমি তাহলে কলকাতায় যাও নি, নীলু?

নীলধ্বজ বলিল—না।

রঞ্জন হাসিল, হাসিয়া বলিল—ও ভারী মুস্কিলে পড়েছে! বলছিল, তোমার ঐ ইরাবতীর সঙ্গে বিবাহের কথা পাকা করে ও কলকাতায় যাবে। আর এ শুভকার্য্য যাতে সম্পাদিত হয়, সে-বিষয়ে তোমাকেই সাহায্য করতে হবে।

এ-কথায় মুক্তেশ্বরী দেবীর ললাটে মেঘের মলিন ছায়া দেখা দিল! একটু নিম্নস্বরে তিনি বলিলেন—নীলু কি-দুঃখে ইরাকে বিয়ে করতে যাবে? আমার মত নয়। বিয়ে হওয়া উচিত সমান-সমান ঘরে।

রঞ্জন বলিল—ও যদি ভাবে, তোমার ইরাবতী ওর স্ত্রী হবার যোগ্য ? তুমি শুধু কথাটা পাড়ো না একবার।

মুক্তেশ্বরী দেবী একখানা চেয়ারে বসিলেন, বলিলেন—আমি বাপু এ-সব কথা বলতে পারবো না। আমার কাছে যখন ছিল, তখন অন্য কথা ছিল। কিন্তু আমায় ছেড়ে চলে গেছে। নিজের স্বাধীন-মন, স্বাধীন-ইচ্ছা···ডাগর মেয়ে···পরের মেয়ে···ওর ওপর আমার কি জোর আছে যে বলতে যাবো ? যদি সে-কথা না থাকে ? না বাপু, অপমান হতে পারবো না আমি! পারো, তোমরা গিয়ে কথা বলো গে, যাও। আমাকে এর মধ্যে জড়িয়ো না ! আমি যা বলতে এসেছি শোনো রঞ্জন। অক্ষয় গেছে ব্যাঙ্কে সেই নোটের নম্বর নিতে। আমি ভাবছি, একবার কলকাতায় যাবো। তোমার পিসে মশায়ের ভাগনে ছিল কে রামশশী। সে রামশশী নেই, তার বৌ আছে, ছেলে-মেয়ে আছে। তাদের একবার দেখতে যাবো। তুমি পারবে আমার সঙ্গে আসতে ?

রঞ্জন বলিল—তুমি যদি বলো, কেন যেতে পারবো না ? আমিও বাড়ী যাবো-যাবো ভাবছিলুম···যেতে পারছি না শুধু তোমার ঐ নোটের একটা হেস্তনেস্ত হচ্ছে না বলে। মানে, তার হেস্তনেস্ত দেখে গেলে নিশ্চিন্ত হতে পারি ! যত বি-এ, এম-এ পাশ করো না কেন, মেয়ে-মানুষ তো তুমি !

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—থাক্, আমার উপর তোমার আর এত দরদে কাজ নেই ! তুমি যদি মানুষের মতো হতে, তাহলে পরের পুঁটলি ঘরে এনে তাতে গেরো দিয়ে আমি মরবো কেন ?

এ-কথায় রঞ্জন কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিল তার পিসিমার পানে ! বলিল,—এ কথার মানে ?

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী কহিলেন—আপন জনকে যেখানে আপনার করা যায় না, সেখানে পরের মেয়েকে এনে আপন করবার চেষ্টা—পাগলামি! কেন তা সফল হবে? কিসের জন্য মন খারাপ করে থাকি! হুঁঃ! ইরা··· ইরা··· ইরা···আমায় যদি সে না মানে, তার জন্য মাথা ঘামাতে আমার বয়ে গেছে! কি তাঁকে বলা হয়েছিল যে রাগ-অভিমাণ করে নিশুতি রাত্রে বাড়ী থেকে চলে গেলেন!

কথার শেষে আর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী চলিয়া গেলেন।

মুক্তেশ্বরী দেবী চলিয়া গেলে রঞ্জন সিগারেট জ্বালিয়া তাহারি ধূম্র-রাশিতে মনকে ফানুশের মতো অসীম-শূন্যে উড়াইয়া দিল! ইরাবতী চলিয়া গিয়াছে···টাকার শোক সেই ইরাবতীর শোকে ডুবিয়া গিয়াছে! পিসিমার মন ইরাবতীর জন্য অস্থির হইয়া আছে! মান খোয়াইয়া ইরাবতীর হাত ধরিয়া ডাকিয়া আনিতে পারিতেছেন না, মন কিন্তু ইরাবতীর হাত দুখানা ধরিবার বাসনায় আকুল!

রঞ্জন মনে-মনে হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে মনের কোণে আলোর ছোট একটা রশ্মি! সে রশ্মিতে রঞ্জন দেখিল···

ঠিক! ইরাবতীকে যদি কোনো মতে সাধ্য-সাধনা করিয়া এ বাড়ীতে আনিতে পারে···

বুঝিতেছে, ঐ ইরাবতীই এখন পিসিমার বুক জুড়িয়া আসন পাতিয়াছে! ও আসনের নীচে মান-ঐশ্বর্য্য সব যদি পিসিমার চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাতেও পিসিমার ভ্রূক্ষেপ নাই। এবং এ চিন্তার পিছনে কুয়াশা-বাষ্পের মধ্যে ভবিষ্যতের যে-ছায়া আভাসে জাগিল···

রঞ্জন স্থির করিল, এখন প্রধান কর্ত্তব্য, ইরাবতীকে ফিরাইয়া আনিয়া

এ গৃহে প্রতিষ্ঠা করা ! সে প্রতিষ্ঠায় নিজেকেও বেশ কায়েমিভাবে পিসিমার মনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে !

পরের দিন সকালে প্রাতরাশ সারিয়া ধোপদোস্ত বেশে রঞ্জন বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, পিসিমা আসিয়া বলিলেন—পারবে আজ আমার সঙ্গে দুপুরবেলা কলকাতা যেতে ?

রঞ্জন বলিল—আজই যাবে ?

—হ্যাঁ। তোমার বোধ হয় সময় হবে না ?

রঞ্জন বলিল—কেন হবে না ? কি এমন রাজকার্য্য করছি, বলো ! যদি বলো, এখনি···এখনি আমি বেরুতে রাজি আছি।

পিসিমা বলিলেন—অত দয়ায় কাজ নেই ! আর কিছু নয়···একলা যেতে পারি···তবে তোমরা কেউ সঙ্গে থাকলে ভালো হয়। পাঁচটা কথাবার্ত্তা যদি কইতে হয়, দরকার বুঝলে দু'-একটা পরামর্শ···পরামর্শের দরকার না হতেও পারে ! তবে···

হাসিয়া রঞ্জন বলিল—আচ্ছা, তোমার স্নেহের কাঙাল আমি, আমার উপরেও তুমি অভিমান করো, পিসিমা !

কথাটা বলিয়া সুদক্ষ অভিনেতার মতো থিয়েটারী-ভঙ্গীতে রঞ্জন পিসিমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

পিসিমা বলিলেন—আঃ কি করিস বাপু ! ছাড়, পা ছাড় রঞ্জন।

রঞ্জন পা ছাড়িয়া দিল।

পিসিমা বলিলেন—দুপুরবেলায় তাহলে যাচ্ছো আমার সঙ্গে···এ কথা পাকা ?

রঞ্জন তখন ইরাবতীর গৃহে আসিল।

আসিয়া দেখে, নীলধ্বজ বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে। রঞ্জনের বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল। রোমিয়ো তাহা হইলে পিসিমার মতের প্রত্যাশা করে নাই! তার মধ্যাস্থতাও ঠেলিয়া দিয়াছে! দিয়া নিজের বিবাহে প্রজাপতি সাজিয়াছে! তা যদি না হইবে, নীলধ্বজ এখানে কেন আসিবে?

রঞ্জন কহিল—Hail to thee, Spirit (স্বাগত আনন্দময় আত্মা!)

নীলধ্বজ কহিল—জমিদারের সঙ্গে কাজের কথা বলতে এসেছিলুম।

রঞ্জন বলিল—তাঁর যে জমিদারিটুকু আছে, বাগাতে চাও?

নীলধ্বজ বলিল—অতবড় ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) এ-মনে ঠাঁই পায় না, ভাই!

কথাটা বলিয়া নীলধ্বজ হাসিল: তার পর বলিল—তুমি হঠাৎ এ দ্বারে?

রঞ্জন বলিল—যদি বলি, বন্ধুর হৃদয়-মরুভূমিতে বারি সিঞ্চন করবো, এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি।

নীলধ্বজ কহিল—তাতে আশ্চর্য্য হবো না। কারণ, হৃদয়ের ব্যাপারে হৃদয়-বান্ধবের দলই চিরদিন মানুষের সহায়।

রঞ্জন বলিল—না, সত্যি হঠাৎ সকালে উঠে এখানে যে?

নীলধ্বজ বলিল—হঠাৎ নয়। বেশ ভেবে-চিন্তেই আসা হয়েছে। এঁর সঙ্গে আমার জমিদার-প্রজা সম্পর্ক, সে-কথা ভুলে যাচ্ছো কেন?

রঞ্জন বলিল—পরের অঙ্কে তোমার হৃদয়-নাটক যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে—সেখানে ও-কথাটা মনে থাকতে পারে না:

নীলধ্বজ বলিল—যে কারণেই এসে থাকি, তা নিয়ে তোমার সঙ্গে

তর্ক করে লাভ হবে না। আমার কাজ হয়ে গেছে, আমি চলি। এখন তোমার দৌত্য-কার্য্য তুমি সমাধা করো, রঞ্জন।

এ-কথা বলিয়া নীলধ্বজ আর দাঁড়াইল না। বিদায় লইল।

নীলধ্বজ চলিয়া গেলে বাড়ীর বাহিরে রঞ্জন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে দ্বিধা…কি বলিয়া গিয়া দেখা দিবে?

ইরাবতী-মেয়েকে মনে পড়িল। যেটুকু দেখিয়াছে, পরিচয় পাইয়াছে, মুক্তেশ্বরী দেবীর ভাইপো বলিয়া বিগলিত হইয়া অভ্যর্থনা করিবে, তেমন মনের মেয়েই নয় ইরাবতী! গরীব হইলেও তার মন একেবারে রাজার মতো বনিয়াদি এ্যারিষ্টোক্রাটি-ছাঁদে গড়িয়া উঠিয়াছে!

তাই রঞ্জনের মনের সঙ্কোচ কাটিতে চায় না!

বিধতা সহায় হইলেন! হীরাবতী স্নান করিবার জন্য বাহির হইতেছিলেন—বাড়ীর সামনে রঞ্জনকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—কে?

রঞ্জন বর্ত্তাইয়া গেল! রঞ্জন বলিল,—আমার নাম রঞ্জন। মুক্তেশ্বরী দেবীর ভাইপো আমি।

—ও…কি চাই?

রঞ্জন বলিল—পিসিমা আমাকে আসতে বললেন। মানে, আপনার ভগ্নী ইরাবতী দেবী…তাঁর কাছে…

কথাটা শেষ হইল না! হীরাবতী বলিলেন—আমি গিয়ে তাকে বলি…আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

হীরাবতী আবার গৃহ-মধ্যে প্রাবশ করিলেন।

রঞ্জন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল…

কাছে কোথায় কাদের পুকুর—বাড়ীর মেয়েরা বুঝি পুকুরে স্নান করিতে নামিয়াছে···পুকুরের পাড়ে ঘেঁটুর-বন। ঘেঁটু-ফুলে বন ভরিয়া আছে। পাশে তালগাছ। বাতাসে তালগাছের পাতায় রব উঠিয়াছে,—রঞ্জনের মনে হইল, ও রব তুলিয়া তালগাছ অট্টহাস করিতেছে···তার মনের গোপন গহনে যে চিন্তা, যে বাসনা, তালগাছ যেন তা জানিয়া ফেলিয়াছে!

হীরাবতী ফিরিয়া আসিলেন বলিলেন,—আপনি ভিতরে এসে বসুন ইরাবতীকে বলেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আমি চান করতে যাচ্ছি···

যেন আপ্যায়িত হইয়াছে এমনিভাবে মৃদু-হাস্যে রঞ্জন বলিল,—আচ্ছা···

রঞ্জনকে আনিয়া ঘরে বসাইয়া হীরাবতী ডাকিলেন,—তুই আয় ইরা···রঞ্জনবাবু এসেছেন···আমি চান করতে যাচ্ছি···

কথাটা বলিয়া হীরাবতী আর-একবার চাহিলেন রঞ্জনের পানে; চাহিয়া বলিলেন,—ও আসছে। আমি চান করে আসি—কেমন?

রঞ্জন বলিল—নিশ্চয়।

রঞ্জন আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কে জানে, কি কথা বলিতে কি বলিবে···সে কথা শুনিয়া যদি হীরাবতী ফোঁশ্ করিয়া ওঠেন!

ঘরের দেওয়ালের দিকে নজর পড়িল। পশমে-বোনা দেব-দেবীর ছবি টাঙ্গানো রহিয়াছে···অন্নপূর্ণা দেবী, রাধাকৃষ্ণ, মা-কালী···ছবির নীচে পশমে নাম লেখা, হীরাবতী। রঞ্জন বুঝিল, পাড়াগাঁয়ে বাস করিলে কি হইবে, পশমী-শিল্পে হীরাবতীর পটুতা আছে।

দ্বারের কাছে চুড়ির টিংটাং শব্দ···মুখ তুলিয়া রঞ্জন চাহিয়া দেখে, ইরাবতী আসিয়াছে।

সস্মিত-মুখে রঞ্জন কহিল—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল···

ইরাবতী বলিল—আসুন···

রঞ্জনকে আনিয়া ঘরে বসাইয়া ইরাবতী কহিল,—চা খাবেন?

—চা!···রঞ্জনের বুকের মধ্যে হাসির ক্ষীণ স্রোত···রঞ্জন বলিল—আপনি যদি মনে করেন, চা না দিলে আপনার আতিথ্য ক্ষুণ্ণ হবে, তাহলে দিন এক-পেয়ালা চা।

সাদা কথার মানুষ সাদাসিধা জবাব দেয়···রঞ্জনের এ জবাব ইরাবতীর ভালো লাগিল না। তবু···

ইরাবতী বলিল,—চা আনি।

রঞ্জন বলিল—কিন্তু এখানে আপনারা দুটি মাত্র প্রাণী। চা আপনার দিদি নিশ্চয় খান না···এবং আপনিও···

ইরাবতী বলিল—না, আমরা চা খাই না।

—তবে? মানে, দোকান থেকে চা আনতে হবে তো!

গায়ে পড়িয়া রঞ্জনের এ দরদ···ইরাবতী এ-দরদের দায় হইতে মুক্তি পাইবার আশায় বলিল—সেজন্য আপনি নাই বা দুশ্চিন্তা করলেন! চা না খেলেও বাড়ীতে চা আছে। দোকানে কিনতে যেতে হবে না।

কথার মধ্যে বেশ একটু ঝাঁজ! রঞ্জন সে ঝাঁজ উপলব্ধি করিল। বলিল—ও!

ইরাবতী চলিয়া গেল।

রঞ্জন ঘরের চারিদিকে চাহিল। গরীব বিধবার ঘর⋯ তবু চারিদিকে চমৎকার পরিচ্ছন্নতা। আসবাব-পত্র যা আছে, জীর্ণ নয়; এবং বেশ পরিপাটি ভাবে সাজানো। ওদিকে জানলার নীচে কাঠের বড় সিন্দুকের উপর কাঁশার গ্লাসে একরাশ টাট্‌কা দোপাটী ফুল।

চারিদিকে চোখ ফিরাইতে ফিরাইতে নজর পড়িল ঘরের কোণে। মেঝের উপর চায়ের পেয়ালা, চামচ তার পাশে একখানি কাঁশার রেকাবিতে ভুক্তাবশেষ মিষ্টান্ন পড়িয়া আছে।

মনের মধ্যে কোথায় যেন ফ্যাঁশ করিয়া চিরিয়া গেল! ঠিক! একটু আগে নীলধ্বজ আসিয়াছিল! তাহার অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল ঐ চায়ের পেয়ালা এবং মিষ্টান্নের রেকাবি দিয়া! নিশ্চয়!

মন বলিল—নীলধ্বজ চালাক ছেলে, জমি লীজ্‌ লইবে বলিয়া আসিয়া এ পরিবারের সঙ্গে কেমন অন্তরঙ্গতা জমাইয়া গিয়াছে আর তুমি!⋯

ইরাবতী ফিরিল। তার হাতে চায়ের পেয়ালা।

পেয়ালা আনিয়া ইরাবতী ছোট একটা তেপায়া টেবিল টানিয়া রঞ্জনের সামনে রাখিল। তার উপর পেয়ালা রাখিয়া বলিল—চা খান্‌।

রঞ্জন পেয়ালা লইল। গোরুর খাঁটী দুধের সুগন্ধ বহিতেছে।

অদূরে জানলার সামনে গিয়া ইরাবতী দাঁড়াইল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া রঞ্জন বলিল—চমৎকার চা! বাঃ! আমাদের কলকাতা-সহরের চায়ে এমন সুতার পাইনি কখনো!

রঞ্জনের পানে ইরাবতী চাহিল। তার দৃষ্টিতে প্রসন্নতার সঙ্গে অনেকখানি সতর্ক কৌতূহল!

আরো দু' চুমুক পান করিয়া পেয়ালা রাখিয়া রঞ্জন বলিল—হ্যাঁ, আমার সেই কথা⋯মানে, আমি এসেছিলুম পিসিমার কাছ থেকে তাঁর

কথা নিয়ে। মানে, আমার এই বন্ধু নীলু আপনার দিদির জমি নেছেন। মানে, উনি পিসিমার কাছে প্রস্তাব করেছিলেন—অর্থাৎ কথাটা খুব ডেলিকেট। তবু আপনি নেহাৎ ছোট নন্—তার উপর পৃথিবীকে চেনেন, জানেন, বোঝেন, তাই!··পিসিমার কাছে নীলু প্রস্তাব করেছিল—আপনার সঙ্গে নীলুর বিয়ের ব্যবস্থা করতে। তা পিসিমার তাতে খুব মত্ নেই। তার কারণ, পয়সা-কড়ি থাকলেও ওদের বাড়ীর মেজাজ যেন কেমন এক রকমের। অর্থাৎ ওর এক কাকা খুব ভালো শীকারী ছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নি। তারজন্য বাড়ীর লোকের দুঃখ-বিরক্তির অন্ত ছিল না। ভালো ভালো ঘরের ভালো ভালো মেয়ের জন্য কথা কয়ে শেষে তাঁদের অপমান করা হচ্ছিল। শেষে ওর কাকা কোন্ গ্রামে শীকার করতে যান্···গিয়ে এক গরীবের ঘরে সুন্দরী মেয়ে দেখে তাকে বিবাহ করে আনেন। বিবাহের পর ছ'মাস কাটলো না···সে স্ত্রীর উপর হলো তাঁর বিরাগ এবং স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ীতে পঠিয়ে কাকা-মশায় সহরের এক ধনীর ঘর থেকে আবার একটি স্ত্রী সংগ্রহ করলেন···এ রকম ঘটনা মানে, আরো দু'চারটে ওদের বংশে ঘটেছে। তাই পিসিমা আমায় পাঠালেন···মানে, আপনার জ্ঞান-বুদ্ধি আছে···আপনি এসম্বন্ধে বুঝে-সুঝে···অর্থাৎ···

কথা শেষ হইল না। যেটুকু বলা হইল, সেটুকুর মানে বুঝিয়াই ইরাবতীর মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। ইরাবতী কোনো কথা কহিল না।

আপাঙ্গদৃষ্টিতে ইরাবতীর সে-ভাব লক্ষ্য করিয়া রঞ্জন চায়ের পেয়ালায় মুখ দিল। এবং আরো দু'চুমুক পান করিয়া কহিল—এ কোন্ কোম্পানীর চা, বলুন তো? ফার্ষ্ট ক্লাশ ফ্লেভার! বাঃ! আমরা সেখানে দামী চা খাই তো···কিন্তু সত্যি বলছি, তাতে এমন গন্ধ পাই না।

ইরাবতী এ-কথারো কোন জবাব দিল না। এ কথা তার কাণে গিয়াছে কি না, বুঝা গেল না।

রঞ্জন বলিল—তবে চায়ের স্বাদ চায়ের পাতায় নয়! চা-পাতা নিয়ে যিনি চা তৈরী করেন, তাঁর হাতের কৌশলে!

এ-কথাও ইরাবতীকে যেন স্পর্শ করিল না!

রঞ্জন বিস্ময় বোধ করিল। মনে মনে বলিল, ইহারি মধ্যে মনে মনে অনুরাগ সঞ্চার হইয়া গেছে—বটে?

সে. বলিল—পিসিমা আজ কলকাতায় চলেছেন। আমিও সঙ্গে যাবো। তিনি যাচ্ছেন আপনার জন্য। মানে, ভালো পাত্র আছে··· সেই পাত্রের সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা পাকা করতে। অর্থাৎ আপনি রাগ করে চলে এলেও আপনার উপর পিসিমার স্নেহ এক-তিল কমেনি! দেখলুম আপনার জন্য তাঁর মনে অশান্তির সীমা নেই!

যেন কোন পাথরের মূর্তির উদ্দেশে কথা বলিতেছে···ইরাবতী তেমনি অবিচল! সত্যই পাথরের মূর্ত্তি বনিয়া গেল নাকি?

চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ হইয়া গেল।

কিন্তু ওদিক হইতে কোনো ইঙ্গিত মিলিল না!

রঞ্জন ভাবিল, এদিক দিয়া কিছু বুঝা গেল না···বেশ, অন্য দিক দিয়া দেখিতে হইবে! কিন্তু কি করিয়া?

দেওয়ালের গায়ে পশমে-বোনা ঐ দেবদেবীর ছবি···

ছবির পানে চাহিয়া রঞ্জন বলিল—চমৎকার ছবি! আপনার বোনা?

ইরাবতী বলিল—না। দিদির বোনা।

রঞ্জন উঠিয়া ছবির কাছে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল—পশমের বোনা অনেক ছবি দেখেছি। কিন্তু সেগুলো জ্যাবড়া। ঘর গুণে বোনা। মুখ-

চোখ হাত-পায়ের মাপের দিকে নজর না রেখে শুধু প্যাটার্ণের ঘর গুণে বোনা। এ ছবি তেমন নয়। মুখে চোখে বেশ এক্সপ্রেশন্ আছে। কোথাও নাক বা কাণের কোণ ঠেলে বেরোয় নি···যাকে বলে আর্টিষ্টিক টচ্! আপনার দিদি ঘর গুণে কার্পেটে ছবি তোলেন না। তিনি···মানে, একজন আর্টিষ্ট!

কথাটা বলিয়া রঞ্জন হাসিল।

ইরাবতী বলিল—দিদির হাতে বোনা আর-একখানি ছবি আছে ও ঘরে। সেটা এই বাড়ীর ছবি। কাগজে ছবি এঁকে দিদি সেই ছবিকে নিখুঁত করে পশম দিয়ে কার্পেটে তুলেছে! সে-ছবি সেবারে কলকাতায় যে এগ্‌জিবিশন হয়েছিল, সেই এগ্‌জিবিশনে দিয়েছিলেন আমার ভগ্নীপতি। সে-ছবির জন্য দিদি মেডেল পেয়েছে। সে ছবি আরো চমৎকার!

—বটে! দেখতে পারি সে ছবি? মানে, আমি মুখ্যু হলেও ছবির দিকে আমার খুব ঝোঁক আছে! এককালে ছবি-আঁকা মক্‌সো করতুম কি না!

—ও! তাহলে আসুন ও-ঘরে।

দিদির ছবির প্রশংসা শুনিয়া ইরাবতীর মন একটু উন্মুখ হইল! রঞ্জনকে সঙ্গে করিয়া পাশের ঘরে আনিল। দেওয়ালের গায়ে ছবি দেখাইল!

ছবি দেখিয়া রঞ্জন বহু প্রশংসা করিল, বলিল—এ ছবি মার্ভেলাস্! মার্ভেলাস্!

ছবির প্রশংসার মধ্য দিয়া রঞ্জন যেন অকূলে কূল পাইল! এবং এই ছবিকে কেন্দ্র করিয়াই সে অনেক কথা বলিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া ছবির আলোচনা করিয়া রঞ্জন বিদায় লইল। বিদায় লইবার সময় বলিয়া গেল—আপনি পিসিমার মেয়ে না হয়েও মেয়ের মতো···অতএব আমাকে বন্ধু বলে জানবেন। বন্ধুভাবে আমি আপনাকে সতর্ক করে যাচ্ছি···নীলুদের ওখান থেকে যদি অনুরোধ-উপরোধ আসে, চট্ করে কথা দেবেন না। অর্থাৎ যা বলেছি, ওদের ফ্যামেলিটা আর সব দিকে ভালো হলেও ভারী খাম-খেয়ালী মেজাজের! সে-মেজাজ ভালো রইলো তো বেশ! কিন্তু কখন কি মূর্তি ধরবে, ঠিক নেই! এটুকু বেশ চিন্তা করে দেখবেন। আমাদের বাঙালীর ঘরের বিয়ে···একবার হয়ে গেলে যাকে বলে, সারা জীবনের মতো বন্ধন! এ বন্ধনে মেয়েদের প্রাণ অনেক সময় জর্জ্জরিত হয় কি না! মানে···

মানে আর বিশদভাবে বুঝাইতে হইল না। ইরাবতী বলিল—আমি বুঝেছি। আপনাকে আর বলতে হবে না। তাছাড়া ও-সবের মধ্যে আমি নেই, দিদি যা করবে···

—ও! তা বেশ, পিসিমাকে আমি গিয়ে তাই বলবো। পিসিমা এসে এ-সম্বন্ধে আপনার দিদির সঙ্গে কথা কইবে!

কথাটা বলিয়া আগ্রহ-ভরে রঞ্জন চাহিল ইরাবতীর পানে। ইরাবতীকে দেখিয়া মনে হইল, সবিস্তারে এ সব কথা শুনিবার আগ্রহ ইরাবতীর নেই।

অপ্রতিভের মতো রঞ্জন বলিল—আজ তাহলে আমি আসি। আপনাকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করলুম হয়তো···মাপ করবেন।

রঞ্জন বিদায় লইল।

রঞ্জন চলিয়া গেলে ইরাবতী ক্ষণকাল দাওয়ায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর খাঁচায়-পোষা-ময়নার জন্য ছাতু বাহির করিয়া কাঁচের বাটিতে গুলিতে বসিল।

দশম পরিচ্ছেদ

অক্ষয়ের নভেলী মন

দুপুরবেলায় মুক্তেশ্বরী দেবী কলিকাতায় গেলেন। সঙ্গে গেল রঞ্জন। তাঁরা কলিকাতায় চলিয়া গেলে অক্ষয় আসিল হীরাবতীর গৃহে। বাহির হইতে ডাকিল,—বৌদি···

হীরাবতী সবেমাত্র আহার সারিয়া উঠিয়াছেন। কণ্ঠস্বর শুনিয়া চিনিলেন। বলিলেন—অক্ষয় ঠাকুরপো! এসো ··

অক্ষয় ভিতরে আসিল। দাওয়ায় একখানা মাদুর পাতিয়া সেই মাদুরে বসিয়া ইরাবতী কার্পেট বুনিতেছিলেন···হর-পার্ব্বতীর ছবি দিদি খানিটা বুনিয়া রাখিয়াছিলেন, সে-ছবি শেষ হয় নাই···সে-ছবি ইরাবতী শেষ করিবে বলিয়া কার্পেট লইয়া বসিয়াছে।

মাদুর পাতিয়া হীরাবতী অক্ষয়কে বলিলেন,—বসো।

অক্ষয় বসিল।

হীরাবতী কহিলেন—কি খপর?

অক্ষয় বলিল—গিন্নী কলকাতায় গেলেন···ভাগনে-বোয়ের কাছে।

হীরাবতী বলিলেন—হঠাৎ?

অক্ষয় বলিল—খেয়াল! জানেন তো উনি কি রকম খেয়ালী মানুষ···

হীরাবতী বলিলেন—হুঁ···

ইরাবতী পশম বুনিলেও উৎকর্ণ···মনকে এদিকে একেবারে নিবদ্ধ করিয়া পশম বুনিতেছিল।

হীরাবতী বলিলেন—তুমি এখানে! কার সঙ্গে তিনি গেলেন? একলা?

অক্ষয় বলিল—না। ভাইপো রঞ্জনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

—বটে! কি জন্য গেলেন?

অক্ষয় বলিল—মনে খেয়াল হয়েছে, তাদের কিছু দেবেন। নোট পাঠাচ্ছিলেন…সে-নোট নিয়ে গোলমাল…তাই এখন নিজে গেলেন সব দেখতে-শুনতে। তারপর কি-খেয়াল হলো…মানে, ইরাবতী চলে আসা ইস্তক ওঁর মনটা ছটফট করছে ইরার জন্য। মান খুইয়ে বলতে পারছেন না যে, ইরাবতী তুমি ফিরে এসো। তাই অস্থির-মনকে যদি সুস্থির করতে পারেন, এই ভেবে বোধ হয় যাওয়া! না হলে যাদের জানেন না, চেনেন না…কখনও দেখেন নি, তাদের জন্য মন হঠাৎ এতখানি উতলা হবে…তা কখনো হয়, বৌদি?

অক্ষয়ের কথায় সায় দিয়া হীরাবতী বলিলেন,—যা বলেছো! মনটা ওঁর খাঁ-খাঁ করছে!…চিরদিন উনি হৈ-হৈ করতে ভালোবাসেন… ইরাবতী, কুকুর, বেরাল, পাখী এই সব নিয়ে…কোনোমতে ঠাণ্ডা থাকেন! তা ইরার সঙ্গে বিরোধ তো নেই…হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেই পারেন!

হাসিয়া অক্ষয় বলিল—তাহলে মান খোয়া যাবে! ভাবেন, দাসী চাকর সরকার গোমস্তা সকলেই হাসবে। বলবে, তেজ করে ইরা চলে গেল…সে-তেজ সয়ে হাত ধরে তাকে আবার নিয়ে আসতে হলো তো!

হীরাবতী হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—যা বলেছো!…মানুষটির ঝাঁজ থাকুক, তেজ থাকুক…মন খুব ভালো। সকলকে আপন করবার জন্য কি আগ্রহ! কিন্তু ভালো করেছো, তুমি এসেছো, অক্ষয়-ঠাকুরপো! তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা ছিল…পরামর্শ।

কথাটা বলিয়া তিনি কটাক্ষ-ঈক্ষণে একবার ইরাবতীর পানে চাহিলেন···চকিতের দৃষ্টি !

ইরাবতী একাগ্র-মনে কার্পেটে ছবি তুলিতেছে···

কণ্ঠ একটু মৃদু করিয়া হীরাবতী কহিলেন—আমার জমি ভাড়া নিলে ···ঐ যে ছেলেটি নীলধ্বজ···ওকে তুমি চেনো অক্ষয় ঠাকুরপো ?

একটা উদ্গত নিঃশ্বাস রোধ করিয়া অক্ষয় বলিল—এই সম্প্রতি চিনেছি ···শুনেছিলুম, এদিকে জমিজমা নিয়ে কি ব্যবসা পত্তন করছেন। চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় ছিল না···সেদিন ঐ কুকুরের অসুখ হতে গিন্নীর ভাইপো রঞ্জন বাবু ওঁকে বাড়ীতে ধরে এনেছিলেন কি না···সেই থেকেই চেনাশোনা···

হীরাবতী বলিলেন—হুঁ···

তারপর তিনি নিঃশব্দে কি ভাবিলেন, ভাবিয়া বলিলেন—মানে ·· ইরার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে। কথা কি, ছেলেটি নিজে এসে আকারে-ইঙ্গিতে আমার কাছে সে-ইচ্ছা জানিয়েছে। বললে, পয়সা-কড়ি আছে ···স্বভাব-চরিত্র ভালো···বনেদী ঘর। বললে, আপনি খপর নিয়ে দেখতে পারেন···আমার হাতে আপনার বোনকে দিলে কোনোদিক দিয়ে তাঁর অসুখী হবার বা দুঃখ-কষ্ট পাবার হেতু থাকবে না !

একাগ্র-মনে বসিয়া অক্ষয় এ-কথা শুনিল। শুনিতে শুনিতে বার-বার চাহিল ইরাবতীর পানে···

অযত্ন-লালিতা গরীবের ঘরের অনাথিনী কন্যা···তবু রূপে-গুণে রাজান্তঃপুরেও ইরাবতীকে চমৎকার মানায়। সে সম্বন্ধে এতটুকু দ্বিধা বা সংশয় থাকিতে পারে না।

কিন্তু···

অক্ষয় যেন স্বপ্ন দেখিতেছে···তখন দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি অক্ষয়কে বলিয়া ছিলেন, ইহার মা নাই, বাপ নাই—দূরে কোথায় কাহার হাতে তাকে সমর্পণ করিবেন! এখানে থাকো তুমি···তোমায় জানি···চিনি···তোমার হাতে ইরাকে দিব। দুই বোন কাছাকাছি থাকিবে। তাছাড়া চিরদিন যে তুমি রাজীবনারাণের এষ্টেটে কাজ করিবে, তার কি মানে আছে! হয়তো আর কোথাও গেলে কত উন্নতি হইবে, আর সে-উন্নতি যদি না চাও, আমাদের ছেলেমেয়ে নাই···জমি ···পাড়া-গাঁ হইলেও যে জায়গা জমি আছে, সুদিন হইলে কালে এই জমিজমা হইতেই সে-টাকা রোজগার হইবে, তাহাতে নবাবী করিতে না পারিলেও জীবন-যাপনে কোনো অসুবিধা, কোনো কষ্ট ঘটিবে না!

আজ দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য নাই! হয়তো হীরাবতী তার প্রাণের নিবেদন অগ্রাহ্য করিবেন না! কিন্তু ইরাবতী···

বড় লোকের গৃহে বড় লোকের আদরে-সোহাগে অক্ষয়কে ইরাবতী ভাবিয়াছে তার চেয়ে হীন···তা না ভাবিলে সেদিন জোর-গলায় অতখানি লেকচার দিত না!

অক্ষয় এখনো চায় ইরাবতীকে! মনে মনে সে স্বপ্ন রচনা করে··· স্বপ্নের ঘর-সংসার···সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য···সে ঘর-সংসারের মহিমার আসন পাতিয়া সে আসনে ইরাবতীকে কল্পনা করিয়া মনে মনে কতখানি আনন্দ সে উপভোগ করে!

কিন্তু না···ইরাবতীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সে লুণ্ঠন করিতে চায় না!···এ ক'দিনে মনের দুর্বার লোভকে প্রাণ-পনে সে সম্বৃত সংরুদ্ধ করিতেছে···

হীরাবতী বলিলেন—ও ছেলেটি ভালো···দেখে কথাবর্ত্তা শুনে ভালই

লাগলো। তবে বোনকে যার হাতে দেবো, তার সম্বন্ধে একটা খোঁজ-খপর নেওয়া আমার কর্ত্তব্য তো! তা সে খোঁজখপর নিতে তুমি ছাড়া কে আর আমার আছে ভাই, বলো? তাই···

হীরাবতী চুপ করিলেন অক্ষয়ের পানে চাহিয়া কথা বলিতে-ছিলেন···অক্ষয়ের গম্ভীর ভাব দেখিয়া তাঁর মুখের কথা যেন আপনা হইতে সংরুদ্ধ হইয়া গেল।

অক্ষয় বলিল—আমায় কি করতে হবে বলুন···

হীরাবতী বলিলেন—মানে, সে না জানতে পারে···ছেলেটির সম্বন্ধে একটু খোঁজ-খপর যদি নিতে পারো···বড় লোকের ঘর···তোমাদের গিন্নী বলে গেলেন, বাড়ীর লোক যদি বৌ দেখে নাক সিঁটকে থাকে? তাই বলছি, তুমি চুপিচুপি খপর নেবে?

অক্ষয় বলিল—বেশ। কিন্তু একটা কথা বলবো?

—বলো।

ইরাবতীর পানে চাহিয়া কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া অক্ষয় বলিল—গিন্নীর ভাইপো ঐ রঞ্জন বাবু···ভারী চালিয়াৎ ছোকরা। ওরও মন আছে, ইরাবতীকে বিয়ে করে! আজ আমি হঠাৎ শুনে ফেলেছি···কলকাতায় যাবার আগে পিসি-ভাইপোর কথা। ভাইপো পিসিকে বোঝাচ্ছে, বলছে—তোমার যা কিছু, তা তো দেবে তুমি তোমার ঐ পুষ্যি মেয়েকে পিসিমা! তা আমি বলি, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও না···তাহলে সম্পত্তিটাও তার হস্তগত হয় না···মাঝে থেকে আমার বিয়ের জন্য তোমাদের সব দুর্ভাবনা দূর হয়ে যায়!

হীরাবতী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনিলেন। বলিলেন—তাতে পিসি কি বললে?

—বললেন, কি করবো না করবো বিষয়-সম্বন্ধে, তোমার সঙ্গে সে

পরামর্শ তো করি নি বাপু···তা ছাড়া আমার সম্পত্তি আমি যদি ইউনিভার্সিটিকে দিয়ে যাই? ইরাবতীকে কেন দেবো? ও আমার কে? কখনো আমার মুখ চেয়েছে ও যে ওকে দেবো? আর বিয়ে? তুমি কাকে বিয়ে করবে, কাকে করবে না, সে কথা আমি কোনোদিন ভাবিনি—আজো তোমার বিয়ের জন্য আমার এমন মাথাব্যথা পড়ে নি যে সে-সম্বন্ধে কথা বলবো!

আগ্রহ-ভরে হীরাবতী বলিলেন—তারপর?

অক্ষয় বলিল—দুজনেই চুপচাপ···

হীরাবতী বলিলেন,—গিন্নীর ভাইপোকেও তো দেখেছি···যেন কেমন-কেমন! যত বড় লোক হোক, ঘরের মেয়েকে ওর হাতে দিতে মন সরে না, অক্ষয় ঠাকুরপো! ওদের জন্য এখনকার ঐ কলেজে-পড়া মেয়েই ঠিক হবে···রাশ বাগিয়ে ঠিক রাখতে পারবে!···ইরা ওর হাতে পড়লে ও কি ইরাকে দুদিন পরে পুঁছবে?

অক্ষয় বলিল—অত তত্ত্ব জানিনা বৌদি···তবে সহরে ঐ সব গ্যাড্-ম্যাড্ -করার দল ..ওদের আমি দু' চক্ষে দেখতে পারি না। ওদের ভেতরটা ফাঁপা! মুখে কথা আর পোষাকে চটকই ওদের সার!

হাসিয়া হীরাবতী বলিলেন—যা বলেছো, ভাই!

ইরাবতীও চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল—তোমাদের ও রকম পোষাক নেই বলে হিংসা হয়···না অক্ষয় দা?

অক্ষয় বলিল—হিংসা ঠিক নয়! আমরা পাড়াগাঁয়ে যেভাবে মানুষ হয়েছি, তাতে এটুকু বুঝেছি যে মানুষের দাম তার পোষাকে নয়· তার নিজের মনুষ্যত্বে!

ইরাবতী বলিল—সে মনুষ্যত্বের এমন পরিচয় তুমিও যেমন দাওনি.

তেমনি তোমার সাহেব-সাজা রঞ্জন বাবুর মনুষ্যত্বের পরিচয়ও বোধ হয় তুমি পাওনি…

কথাটা বলিয়া বোনার সরঞ্জাম লইয়া ইরাবতী নিঃশব্দে সে-স্থান ত্যাগ করিল।

হীরাবতীর দু' চোখে প্রচুর বিস্ময়। তিনি সেই বিস্ময়-ভরা চোখে চাহিলেন অক্ষয়রে পানে। অক্ষয়ও কেমন যেন হতভম্ব!

কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া হীরাবতী বলিলেন,—রঞ্জনকে ইরা পছন্দ করেছে না কি মনে-মনে?

অক্ষয় বলিল—আমি তা কি করে বলবো, বৌদি?

হীরাবতী চুপ করিয়া কি ভাবিলেন—অনেকক্ষণ। তারপর বলিলেন—সেকালে যে নিয়ম ছিল, মেয়েদের ছোট বয়সে বিয়ে দেওয়া …আর ছেলে পছন্দ করতো মেয়ের অভিভাবকের দল, সে নিয়ম ভালো ছিল। তাতে মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দর কোনো বালাই ছিল না। বিয়ের পর ঘর করতে করতে মনে মনে মিল হতো। এখন মেয়েদের বড় করে বিয়ে দেবো অথচ আমরা করবো ছেলে পছন্দ… মেয়ে হয়তো মনে-মনে সে পাত্রকে পছন্দ করে না…আমার ভয় হয়, অক্ষয় ঠাকুরপো…এতে করে একটা অশান্তিরই বা সৃষ্টি করি শেষে!

হাসিয়া অক্ষয় বলিল—আপনিও যেমন, বৌদি! অত ভাববার কিছু নেই বলে আমার মনে হয়। প্রথম প্রথম কেউ অপছন্দ করলেও দু' দিন একসঙ্গে বাস করতে করতেও তো পছন্দ হয়ে যাচ্ছে…ক'টা ঘরে অশান্তি দেখছেন, বলুন…

হীরাবতীর মন এ কথায় সায় দিল না! তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

অক্ষয় বলিল—আমি তাহলে উঠি···এসেছিলুম এই দিকে। তাই খপর নিয়ে গেলুম। তাহলে আপনি যা বললেন, ও ছেলেটির খপর নেবো নাকি বৌদি? ঐ নীলধ্বজ? না, আমাদের এই রঞ্জন-সাহেবের খপর নেবো?

হীরাবতী বলিলেন—যাবে নাকি কলকাতায়?

—যাবো। বলুন, তাহলে কি করতে হবে আমায়?

হীরাবতী বলিলেন—যাও যদি দুজনের সম্বন্ধেই খপর নিয়ো··· কি বলো?

বুকের মধ্যে নিঃশ্বাসের পুঞ্জিত বাষ্প···সে বাষ্প নিরুদ্ধ করিয়া অক্ষয় বলিল—দুজনেরই খপর নেবো।··· তারপর নিঃশ্বাসটাকে আর চাপা গেল না। ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া অক্ষয় বলিল—আপনারও দেখছি একালের এমনি ছেলে পছন্দ!

হীরাবতী এ প্রশ্নের অর্থ বুঝিলেন না; বলিলেন—তার মানে?

কুণ্ঠিত হাস্যে অক্ষয় বলিল—মানে, আমাদের এদিকে থাকে স্বভাব-চরিত্র ভালো, গেরস্ত ঘর··· গাড়ীঘোড়া বা মোটর নেই···এমন পাত্রকে ইরার যোগ্য বলে আপনি মনে করেন না?

কথাটা বলিয়া দু' চোখে প্রশ্ন ভরিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে অক্ষয় চাহিল হীরাবতীর পানে···হীরাবতী যেন গোলকধাঁধার মধ্যে পড়িয়াছেন! তিনি এ প্রশ্নের অর্থ বুঝিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন।

হাসিয়া অক্ষয় বলিল—মনে না করা স্বাভাবিক! ইরার মতো মেয়ে ···রূপে-গুণে বড় একটা চোখে পড়ে না। ও যদি দু' চারখানা জুয়েলারি না গায়ে দিলে, মোটর-গাড়ী না পেলে···সত্যিই তো··· তাহলে ইহজন্মে কি-বা ওর পাওয়া হলো! তাহলে আসি বৌদি···আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

আমি ওদের দুজনের সম্বন্ধেই সঠিক খপর জেনে এসে আপনাকে জানাবো।

এ কথা বলিয়া অক্ষয় আর বসিল না···হীরাবতীর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সর্ব্বজয়া

কলিকাতার চোরবাগানে ছোট একটা গলির সামনে বেলা দুটায় সেদিন একখানা সেকণ্ড-ক্লাশ গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর মধ্যে ছিলেন মুক্তেশ্বরী দেবী আর ছিল রঞ্জন।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—একবার নেমে জিজ্ঞাসা করো···এই বাড়ী তো?

রঞ্জন নামিল। নামিয়া নম্বর দেখিয়া বলিল—এই বাড়ী পিসিমা··· এই তো ১২ নম্বর বাড়ী।

—তাহলে খোঁজ নাও, এ বাড়ীতে তারা আছে, না, আর কোথাও উঠে গেছে?

রঞ্জন গিয়া বাড়ীর কড়া নাড়িল···মুক্তেশ্বরী দেবী দ্বারের দিকে চাহিয়া গাড়ীতে বসিয়া রহিলেন।

পাড়ায় দু' চারিখানা বাড়ীতে রেডিও খোলা···গান চলিয়াছে। একসঙ্গে ক' বাড়ীর গান মিলিয়া রীতিমত হট্টগোলের সৃষ্টি করিয়াছে।

কড়া নাড়ার শব্দে পনেরো-ষোল বছর-বয়সের একটি মেয়ে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। অপরিচিত রঞ্জনকে দেখিয়া মেয়েটি প্রশ্ন করিল,—কাকে চান?

রঞ্জন বলিল—রামশশী বাবুর স্ত্রী এ বাড়ীতে থাকেন?

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে রঞ্জনের আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া মেয়েটি বলিল—থাকেন।

রঞ্জন বলিল,—তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে?···মানে, রামশশী বাবুর মামীমা আছেন···তিনি এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। গাড়ীতে তিনি বসে আছেন।

মেয়েটি বলিল—আচ্ছা, আমি দেখছি···আপনি দাঁড়ান।

এ-কথা বলিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল।

রঞ্জন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল···মুক্তেশ্বরী দেবী ডাকিলেন,—রঞ্জন···

রঞ্জন আসিল পিসিমার কাছে। পিসিমা বলিলেন—ঐটিই রামশশীর মেয়ে না কি?

—তা কি করে বলবো?

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—বোধ হয়, নয়। অক্ষয় দেখে গিয়ে বলেছিল, মেয়েটির বয়স আট বছর। এ মেয়ে ডাগর।

রঞ্জন কোনো কথা বলিল না···মুক্তেশ্বরী বলিলেন—বাড়ীতে শুধু তারাই থাকে না। ক' ঘর ভাড়াটেও আছে।

এবারো রঞ্জন কোনো কথা বলিল না।

ওদিকে দ্বারের পাশে আট বছর বয়সের ফ্রক-পরা একটি মেয়ে দাঁড়াইল। তার পিছনে সেই আগেকার পঞ্চদশী বালিকা।

পঞ্চদশী বলিল—ঐ যে…

রঞ্জন আসিল দ্বারের কাছে। পঞ্চদশী বলিল—এইটি হলো রামশশী বাবুর মেয়ে।

রঞ্জন বলিল—ও…তারপর আট বছরের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল ;—বাড়ীতে তোমার মা আছেন খুকী ?

খুকী বলিল—না…

—কোথায় গেছেন ?

খুকী বলিল—মা ভুবনমোহিনী বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়ান কি না…

রঞ্জন বলিল—সে বিদ্যালয় কোথায় ?

খুকী বলিল—ঐ দিকে…

পঞ্চদশী হাসিল, হাসিয়া বলিল—আপনারা গাড়ী থেকে নেমে এসে বসুন…আমরা তাঁকে খপর পাঠাচ্ছি।

রঞ্জন বাঁচিয়া গেল! এ আশ্বাস না পাইলে এখনি পিসিমার হুকুমে ভুবনমোহিনী বালিকা-বিদ্যালয়ে সন্ধানে দৌড়িতে হইত! একে সেকেণ্ড ক্লাশ বন্ধ ঘোড়ার গাড়ী…এ গাড়ীতে চড়া তার অভ্যাস নাই…চলে যেন গরুর গাড়ী! অস্বস্তি ধরে!

রঞ্জন বলিল—তা যদি করেন, তাহলে ভারি উপকার হয়। মানে, আমরা আসছি অনেক দূর…সেই চাকদা থেকে! সেয়ালদা ষ্টেশনে নেমে বরাবর এইখানে আসছি কি না…

পঞ্চদশী বলিল—ওঁকে নামিয়ে আনুন…

—আনছি…

পঞ্চদশী চাহিল আট-বছরের পানে, বলিল—প্রতাপ বাবুর বসবার ঘরে নিয়ে এসো করুণা…আমি সে-ঘরের চাবি খুলে দি…চাবি চেয়ে আনি।

কথাটা বলিয়া পঞ্চদশী গেল চাবি আনিতে। আট-বছরের করুণা গাড়ীর পানে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

গাড়ী হইতে রঞ্জন মুক্তেশ্বরী দেবীকে নামাইয়া আনিল। বলিল,—এইটি তোমার ভাগনের মেয়ে, পিসিমা।

মুক্তেশ্বরী সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিলেন করুণার পানে। মেয়েটিকে ভালো লাগিল। হাসি-হাসি মুখ···ডাগর দুটি চোখ···মাথায় কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ ···তিনি বলিলেন—তোমার নাম?

—করুণা।

—তোমার মা কোথায়?

—ইস্কুলে।

রঞ্জন বলিল—মেয়ে-স্কুলে পড়ান। এখনি এঁরা খপর পাঠাবেন···আমরা এসেছি বলে। ঘরে আমাদের বসতে বললেন।···চলো খুকী, কোথায় তোমাদের প্রতাপ বাবুর ঘর·

করুণা কহিল—এইদিকে···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—কোচমানকে বলো রঞ্জন, তরী-তরকারী যে বাজরা এনেছি, সেটা নামিয়ে দিয়ে যাবে। তারপর ওর ভাড়া চুকিয়ে ওকে ছেড়ে দাও···

রঞ্জন যেন চমকিয়া উঠিল! বলিল,—গাড়ী ছেড়ে দেবো·

—দেবে না কেন, শুনি?

রঞ্জন বলিল—মানে, কতক্ষণ তুমি এখানে থাকবে? ফিরতে হবে তো! তখন আবার গাড়ী চাই···তখন কোথায় গাড়ী পাবো?

মুক্তেশ্বরী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন—কলকাতা সহরে ভাড়া-গাড়ী কত চাস্ রঞ্জন?···তুই হাসালি বাপু···

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে রঞ্জন কহিল—তা নয়। তবে এঁদের চাকর-বাকর আছে বলে মনে হচ্ছে না…গাড়ী ডেকে আনবে কে?

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—তুমি সাহেব-মানুষ, জানি। ভয় নেই, তোমায় গাড়ী ডাকতে বলবো না…বড় রাস্তায় গিয়ে আমিই গাড়ী নিতে পারবো রঞ্জন।

—না…না…তা নয়। মানে…

মানে বলা হইল না। পঞ্চদশী আসিয়া দেখা দিল। বলিল—আসুন…

রঞ্জন গিয়া কোচমানকে বলিল—তরকারীর বাজরাটা নামিয়ে দিয়ে যা…আর সেই সঙ্গে তোর ভাড়া নিবি।

ছোট ঘর। দুচারখানি চেয়ার আছে…একখানি টেবিল…

মুক্তেশ্বরীকে আনিয়া পঞ্চদশী এ ঘরে বসাইল। বলিল—মাসিমাকে খপর পাঠিয়েছি…

মুক্তেশ্বরী বলিলেন,—তোমার মাসিমা হন?

পঞ্চদশী বলিল—মাসিমা বলি। আমরা এ বাড়ীর দোতলায় ভাড়া আছি।

—বটে! তোমার নাম?

পঞ্চদশী বলিল—হিমাংশুবালা। তারপর করুণাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—এর নাম করুণা…করুণা হলো রামশশী বাবুর মেয়ে।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—রামশশীর ছেলেরা?

হিমাংশুবালা বলিল—বড়র নাম মহিম, ছোট অসিত। তারা স্কুলে গেছে।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—তোমার স্কুল নেই ?

হিমাংশুবালা বলিল—আছে। আজ আমাদের ছুটি। কাল ইনস্পেক্টর এসেছিলেন…

—ও…

কোচম্যান্ বাক্সরা আনিয়া বাহিরে দাঁড়াইল।

দেখিয়া মুক্তেশ্বরী বলিলেন,—এইখানেই রাখতে বলো… তারপর বৌমা আসুন… বৌমা এলে ব্যবস্থা হবে'খন !

বাক্সরা রাখিয়া ভাড়া লইয়া কোচম্যান্ চলিয়া গেল। রঞ্জন চারিদিকে চাহিয়া একখানা চেয়ারে বসিল।

মুক্তেশ্বরীর সহিত হিমাংশুবালার কথা হইতেছিল…করুণা আসিয়া হিমাংশুবালার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—দু' চোখে কৌতূহলের পরিপূর্ণ দৃষ্টি এবং সে দৃষ্টি মুক্তেশ্বরী দেবীর মুখে নিবদ্ধ !

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—এরা থাকে নীচের তলায় দুখানি ঘর নিয়ে ?

হিমাংশুবালা। হ্যাঁ।

মুক্তেশ্বরী। আয়ের মধ্যে বৌমা মাষ্টারী করে যা পান্…?

হিমাংশু। স্কুল থেকে উনি পান কুড়িটি টাকা। তার উপর আমাদের সমাজের সাহায্য-সমিতি আছে, সেখান থেকে বারো টাকা করে তাঁরা দ্যান্। দু'টি ছেলের স্কুলের মাহিনা লাগে না—স্কুলে ওরা ফ্রী পড়ে।

মুক্তেশ্বরী। ভালো লেখাপড়া করে তো ?

হিমাংশু। খুব ভালো ছেলে। দুজনেই ক্লাশে ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড হয় !

মুক্তেশ্বরী। করুণা স্কুলে যায় না ?

হিমাংশু। যায়। আমাদের স্কুলে পড়ে। ওরও মাহিনা লাগে না। ফ্রী পড়ে।

তারপর ক্ষণেক স্তব্ধতা···মুক্তেশ্বরী দেবী চাহিলেন খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের পানে। রঞ্জন গুম্ হইয়া বসিয়া ভাবিতেছিল পিসিমার সাথী হইয়া আসিয়া ভারী বিপদে পড়া গেছে!

হিমাংশুবালা চাহিল রঞ্জনের পানে, বলিল—আপনি চা খাবেন?

রঞ্জন চমকিয়া উঠিল! কহিল—আমায় বলছেন? আমি? চা···?

হিমাংশুর ডাগর ছুটি চোখে যে-দৃষ্টি··· দৃষ্টিতে অপরূপ মাধুর্য্য··· হিমাংশুবালা বলিল—হ্যাঁ···

রঞ্জন বলিল—খাবো।

হিমাংশুবালা বলিল—আমি চা তৈরী করে আ···

তারপর চাহিল মুক্তেশ্বরী দেবীর পানে, বলিল—আপনি চা খাবেন?

মুক্তেশ্বরী দেবী অনেক কথা চিন্তা করিতেছিলে···সে চিন্তায় বাধা পড়িল। তিনি বলিলেন,—না. না, আমি চা খাবো না!

হিমাংশুবালা চলিয়া গেল···করুণাও দ্রুত···য় হিমাংশুবালার অনুসরণ করিল।

ঘরে শুধু মুক্তেশ্বরী দেবী এবং রঞ্জন···

মুক্তেশ্বরী ডাকিলেন—রঞ্জন···

রঞ্জন বলিল—পিসিমা···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছো! নেহাৎ ছেলেমানুষটি নও! শুনলে তো, মেয়ে-মানুষ···বিধবা···অসহায়···কি করে ছেলেদের মানুষ করছে!

রঞ্জনের মনে বিদ্বেষ জাগিল! কথার মধ্যে তার অক্ষমতার প্রতি

দারুণ শ্লেষ! কিন্তু উপায় নাই! দায়ে পড়িয়া পিসিমাকে মানিয়া চলিতেছে! কোনোমতে নিঃশ্বাস চাপিয়া সে বলিল—হুঁ…

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—আর যে বিষয়-সম্পত্তি আমি ভোগ করছি…

একটা নিঃশ্বাসের বাষ্পে মুক্তেশ্বরী দেবীর কণ্ঠ বিজড়িত হইল।

রঞ্জনের অসহ্য বোধ হইল! যা নয়, তা টানিয়া আনিয়া এমন আক্ষেপ …ইহাকে বলে বিলাসিতা!

রঞ্জন বলিল—তোমার এতে নিঃশ্বাস পড়বে কেন, বুঝতে পারি না। পিসেমশায়ের সম্পত্তি…তুমি পিসেমশায়ের স্ত্রী…পিসেমশায়ের অবর্ত্তমানে —তাঁর বিধবা স্ত্রী পাবে তাঁর সম্পত্তি…এ হলো সনাতন নিয়ম! এঁদের বেলাতেই এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন, বুঝতে পারি না।… তোমার যদি ছেলেমেয়ে থাকতো, তাহলে?

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—কিন্তু আমার তো এ সম্পত্তি ভোগ করবার কথা নয়!

রঞ্জন জোশ করিয়া উঠিল! বলিল—কেন নয়? তুমি তো তাঁরই স্ত্রী! তোমাকে বিয়ে করেছিলেন বলে তোমার সকল দায়িত্ব ছিল পিসেমশায়ের। যারা এ আইন তৈরী করেছেন, তাঁরা অনেক দেখে-শুনেই ব্যবস্থা করে গেছেন, পিসিমা! এ নিয়ে আজ যদি তোমার দুঃখ হয়, তাহলে বলবো, সেটা নিছক সেন্টিমেন্টালিটি—idle sentimentality (অর্থ-হীন আবেগ)!…সারা দেশ খুঁজে সকলের ইতিবৃত্ত নাও…দেখবে, মামার দল পায়ের উপর পা দিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বিলাস-ঐশ্বর্য্য ভোগ করছে, আর তাদের ভাগনে-বেচারীর হয়তো অন্ন-বস্ত্র জুটছে না!…

মুক্তেশ্বরী দেবীর ভালো লাগিতেছিল না এ তর্ক, এ কোলাহল। তিনি বলিলেন—থাক, তোর তর্ক রাখ্…বলিয়া তিনি যেন ধ্যানস্থ হইলেন।

হিমাংশুবালা মেয়েটি ভালো। চকিতে চা তৈরী করিয়া পেয়ালা আনিয়া রঞ্জনের সামনে টেবিলে ধরিয়া দিল, সেই সঙ্গে আর একটি প্লেটে দু'খানি কচুরি, দুটি সন্দেশ আর দুটি পান্তুয়া…

দেখিয়া রঞ্জন বলিল—আরে ব্যস…এত কেন? ও-সব আমি খাবো না…এক পেয়ালা চা হলেই হবে!

মৃদু হাস্যে হিমাংশুবালা বলিল—তা কখনো হয়! কতদূর থেকে আসছেন! তা ছাড়া বেশী তো নয়…সামান্য …

রঞ্জন বলিল—একে যদি সামান্য বলেন, তাহলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা হলে আপনি কি যে করতেন…

হিমাংশুবালা চাহিল মুক্তেশ্বরী দেবীর পানে, সস্মিত কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা, আপনি বলুন তো, সামান্য এটুকুতে কেন উনি আপত্তি করছেন?

মুক্তেশ্বরী দেবী কহিলেন—আদর করে দিচ্ছে, খেয়ে ফ্যাল্ রঞ্জন… আদরের অমর্য্যাদা করিসনে কখনো…বুঝলি!

তারপর তিনি চাহিলেন হিমাংশুবালার পানে…মেয়েটিকে এবারে আরো ভালো লাগিল! বলিলেন—তোমার সঙ্গে তো আলাপ হলো না, মা…তোমার বাবার নাম?

হিমাংশুবালা বলিল—শ্রীযুক্ত সনৎকুমার হালদার।

—তিনি কি করেন?

হিমাংশুবালা বলিল—তাঁর ছাপাখানা আছে!

—এ বাড়ীতে আর ক'ঘর ভাড়াটে আছেন তোমরা ছাড়া?

হিমাংশুবালা বলিল—দোতলায় আর এক ঘর আছেন…তাঁর নাম বিন্দুবাসিনী দেবী…তিনি মেয়ে-হাসপাতালে কাজ করেন। নীচের

তলাতেও এক-ঘর ভাড়াটে···তাঁ'র নাম মতিবাবু। তিনি ব্রাহ্ম সমাজে কাজ করেন।

—মেয়ে-ছেলে নিয়ে তিনি থাকেন?

—হ্যাঁ···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—কারো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না!

হিমাংশুবালা বলিল—বাড়ীতে এখন শুধু আমরা দুজনে আছি। মতিবাবুর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে···তাঁরা গেছেন মতিবাবুর শ্বশুর-বাড়ীতে··· মতিবাবুর শাশুড়ীর আজ দুদিন খুব অসুখ···তাঁকে দেখতে গেছেন।

—ও···

তারপর আবার স্তব্ধতা। রঞ্জন চা খাইতেছে···

দ্বারে হঠাৎ করাঘাত···সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান,—হিমু···

রমণী-কণ্ঠ!

হিমাংশুবালা বলিল—মাসিমা এসেছেন

বলিয়া সে ছুটিল দ্বার খুলিতে···কোচম্যান চলিয়া গেলে হিমাংশু দ্বারে খিল আঁটিয়া দিয়াছিল।

তারপর আসিল সর্ব্বজয়া দেবী···পরণে সাদা থান, গায়ে হাত-ঢাকা জ্যাকেট।

মুক্তেশ্বরী দেবী বুঝিলেন, বলিলেন—তুমি রামশশীর স্ত্রী?

—হ্যাঁ···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—আমি হলুম রামশশীর মামীমা।

মুক্তেশ্বরী দেবীর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বজয়া দেবী প্রণাম করিল।

মুক্তেশ্বরী দেবী তাহার মাথায় হাত রাখিলেন, বলিলেন—এসো মা··

সর্ব্বজয়া উঠিয়া দাঁড়াইল···বলিল—আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসি···

—এসো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে···সেই জন্য তোমার কাছে এসেছি।

সর্ব্বজয়া চলিয়া গেল।

এবং তখনি ফিরিয়া আসিল।

রামশশীর লেখা সেই দু'খানি চিঠি বা[illegible]রিয়া সর্ব্বজয়ার হাতে দিয় মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—এই দুখানা [illegible] আগে পড়ো···রামশশী লিখেছিল তার মামাবাবুকে। আমি এ-চিঠির [illegible] জানতুম না। হঠাৎ একদিন ড্রয়ার গুছোতে গিয়ে পেয়েছি···পেয়ে এ[illegible]নি চিঠি পড়েছি!··· রামশশীর কোনো কথাই আমি জানতুম না মা। [illegible] জেনে আমার সম্বন্ধে যে-ধারণা সে করেছিল, চিঠি পড়ে আমার মনে বড় আঘাত লেগেছে মা ···সত্যি আমি এতখানি হীন নই যে মামা-ভা[illegible]র মধ্যে বিরোধ জাগাবো!···তুমি অবাক্ হয়ে আমার পানে চেয়ে [illegible]ছো! তুমিও এ চিঠির সম্বন্ধে কিছু জানো বলে আমার মনে হচ্ছে না [illegible] আগে চিঠি দুখানি পড়ো, তারপর বুঝবে। তোমায় দেখেই আমার [illegible]ন হচ্ছে···আমাকে তুমি চিনতে পারবে। তোমাকেও আমি চিনেছি, মা। তবে দুঃখ হচ্ছে, তোমার মামাবাবু তোমাকে না চিনে তোমাদের উপর কঠিন হয়েছিলেন! ···পুরুষ-মানুষের স্বভাবই ঐ রকম···মানুষকে না বুঝে তাদের সম্বন্ধে অবিচার করে বসে! এ অবিচারে মরি আমরা···এই অসহায় মেয়ে-জাত।

কথাটা শেষ করিয়া তিনি নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

একাগ্র মনোযোগে সর্ব্বজয়া এ কথা শুনিল, তারপর চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কোথাকার জল

মুক্তেশ্বরী দেবী অনেক কথা বলিলেন—রামশশীর সম্বন্ধে তিনি কোনো কথাই জানিতেন না। তাছাড়া কর্ত্তার অবর্ত্তমানে সর্ব্বজয়া এবং ছেলেমেয়েরা এতখানি দুঃখ-কষ্ট সহিয়া বাস করিতেছে—দেখিয়া তাঁর মনে অশান্তির সীমা নাই, সত্য! ব্রাহ্ম-পরিবারে বিবাহ করিয়া রামশশী অপরাধ করিয়াছে বলিয়া স্বামী রাজীবনারাণ কেন যে এতখানি অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, সে-কারণ বুঝিবার কোনো উপায় না থাকিলেও মুক্তেশ্বরী দেবী ইহাতে এতটুকু বিরক্ত নন, সে কথা তিনি বার-বার বলিলেন। বিবাহকে তিনি শুধু মন্ত্র পড়িয়া কোনো পুরুষ-নারীর একাত্ম হইবার প্রয়াস বলিয়া মনে করে করেন না; মনে-মনে যেখানে স্ত্রী-পুরুষে মিল এবং সে-মিল যেখানে সুখে-দুঃখে অভাবে-ঐশ্বর্য্যে চিড় খায় না, সেইখানে সে বিবাহকে তিনি পরম সার্থক বলিয়া মনে করেন। হিন্দু-ব্রাহ্ম—দু'য়ে কোনো প্রকৃতিগত ভেদ···তিনি ধারণা করিতে পারেন না

এবং নানা কথার পর তিনি এমন আশ্বাস দিয়া বসিলেন যে রাজীবনারাণের ঘর শ্রীমতী সর্ব্বজয়া এবং তার ছেলেমেয়ের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত। ইচ্ছা করিলে ছেলেমেয়েদের লইয়া সর্ব্বজয়া যে কোনো মুহূর্ত্তে···

শুনিয়া সর্ব্বজয়া বিমুগ্ধ হইল। যারা মায়ের পেটের ভাই···তারা কোনোমতে বাড়ীর এক-তলায় দু'খানা ঘর দিয়া বিধবা ভগ্নীর প্রতি চূড়ান্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত! আর ইনি···সম্পর্কে স্বামীর মাতুলানী···জানা নাই, শুনা নাই, কখনো তাদের চক্ষে দেখেন নাই,

এমন সমাদরে স্নেহ দিয়া বরণ করিতেছেন ... কিন্তু সর্ব্বজয়ার এখন যাওয়া সম্ভব নয়। ছেলে দুটির পড়াশুনার এতখানি সুযোগ যে-স্কুল করিয়া দিয়াছে, যে স্কুল তাকে চাকরি দিয়া তাহার মান-সম্ভ্রম রাখিতে সহায়তা করিয়াছে...

সর্ব্বজয়া খুব অল্প মাহিনায় ভুবনমোহিনী বিদ্যালয়ে চাকরি করিতেছে ...সে চলিয়া গেলে এ মাহিনায় তেমন লোক পাওয়া সম্ভব হইবে না, এবং স্কুলের কাজে মন ঢালিয়া দিয়া নিজের মনে যে শক্তি, যে সান্ত্বনা সে পাইয়াছে—স্কুলের প্রতি তার নিজেরো একটা কর্ত্তব্য আছে তো! তাছাড়া সেখানে বিলাস-আরাম-ঐশ্বর্য্য...সে-সবের সঙ্গে জীবনে কোনো পরিচয় নাই, —স্বামী রামশশী তাকে বিবাহ করিয়া তারি জন্য যে বিলাস-ঐশ্বর্য্য বঞ্চিত, জীবন-ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া দিন কাটাইতেছিল এবং সে-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অসময়ে মৃত্যু-লোকে যাত্রা করিয়াছে...

মুক্তেশ্বরী দেবীর কথা শুনিতে শুনিতে মনের মধ্যে যেন অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের মতো জীবনের প্রতি দিনের প্রতি কাহিনী বিস্মৃত বেদনার পুঞ্জে জাগিয়া ভাসিয়া চলিয়াছিল...তাই মুক্তেশ্বরী দেবী যখন কথার শেষে প্রশ্ন করিলেন—যাবে আমার ওখানে? তখন অত্যন্ত শান্ত স্বরে সর্ব্বজয়া বলিল—যাবার জন্য লোভ হচ্ছে খুব, মামীমা। কিন্তু এখানে এতদিনের এত কর্ত্তব্য, এত দায়িত্বের শৃঙ্খলে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি যে মনে করলেই এক-মুহূর্ত্তে তা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না।

মুক্তেশ্বরী দেবী বুঝিলেন। বলিলেন—জোর করে আমি নিয়ে যেতে চাইছি না।...আমি বুঝি, কাজ করছো...কাজের চেয়ে মানুষের বড় শক্তি বা সুখ আর কিছুতে নেই! তা বেশ, যখনই মনে করবে, যেয়ো। আর একটা কথা ছিল, মা...যদি-সুস্থ-মনে আমার সে-কথা মানতে পারো...

মুক্তেশ্বরী দেবী চুপ করিলেন। সর্ব্বজয়া বলিল,—বলুন···

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—আমাদের নিজেদের পয়সা থাকিতে সাহায্য-সমিতির দান···মানে, ও-টাকাটা তোমার না নিলে ভালো হয়। ও-টাকাটা তাঁরা এখন আর কাকেও দিতে পারবেন! আমি বলি, তোমাদের খরচ-পত্র···আমায় যদি মামীমা বলে গ্রহণ করতে পারো···

সর্ব্বজয়া এ-কথার কোন জবাব দিতে পারিল না—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল মুক্তেশ্বরী দেবীর পানে।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—বেশী নয়···আমি বুঝেছি, বিলাসে তোমার রুচি নেই। সত্যি, বিলাসের মধ্যে ছেলেমেয়ে কথনো মানুষের মতো মানুষ হতে পারে না। তাই বিলাস নয়···আমি বলি, মাসে যদি একশো টাকা করে আমি পাঠাই··· আমারো একটা কর্ত্তব্য আছে তোমাদের উপর···

সর্ব্বজয়া যেন চমকিয়া উঠিল! বলিল—একশো টাকা! অত টাকা আমার লাগে না···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—কেন লাগবে না? চারটি লোকের খাওয়া-দাওয়া···জামা-কাপড়···অসুখ হলে ডাক্তার, ওষুধ-পথ্যি···বাড়ী-ভাড়ার কথা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি···তার উপর দাসী-চাকর···

সর্ব্বজয়া বলিল—একজন দাসী আছে···ভাগে আমাদের কাজ করে। বাসন মাজে, জল তোলে, কাপড় কাচে···আর বাজার করে আনে। বাকী যা, তা আমি নিজে করি। তাকে মাইনে দিতে হয় মাসে তিনটি করে টাকা, আর বছরে আমি একখানা করে কাপড় দি···

মুক্তেশ্বরী দেবী নিঃশ্বাস ফেলিলেন। এত কষ্ট করিয়াও মানুষ হাসি-মুখে বাস করে!

তিনি বলিলেন—কত টাকা দেবো, তুমি বলো। এ টাকা নিতে যদি

তুমি কুন্ঠিত হও, তাহলে আমার দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না, মা। তোমার মা নেই···আমাকে যদি তোমার সেই মা হতে দাও···

এ কথায় বিগলিত হইয়া সর্ব্বজয়া বলিল—পঞ্চাশ টাকা না হয় দেবেন···আপনি বলছেন···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—আমায় বড্ড খুশী করলে মা তুমি! সত্যি! ···আজ বড় একটা আনন্দ নিয়ে এখান থেকে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আর একটা কথা···

বলিয়া তিনি এক হাজার টাকা এখনি দিতে চাহিলেন। বলিলেন —এক হাজার টাকা আমি এনেছি আমার ইচ্ছা, এ টাকাটা তোমার নামে এ্যাকাউণ্ট খুলে কোনো ব্যাঙ্কে তুমি রাখো। দায়ে-অদায়ে টাকার অনেক দরকার পড়ে···কারো কাছে বলতে পারা যায় না···তখন কাজে লাগতে পারে···

সর্ব্বজয়া বলিল—ও-টাকা আপনার কাছেই রাখুন আপনি, মামীমা যদি কখনো দরকার হয়···আপনাকে আমি বলবো।

আবেগ-ভরে সর্ব্বজয়ার দুই হাত আপন-হাতে ধরিয়া মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—তা যদি কখনো বলো, সেদিন আমার আনন্দের সীমা থাকবে না, বৌমা। বেশ, তোমার যখন ইচ্ছা, তাই হোক! ও-টাকায় তোমার নামে গভর্ণমেন্ট-পেপার কিনে আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো।

ঘড়িতে চারিটা বাজিল। মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—ছেলে দুটি এবার আসবে বোধ হয়?

—হ্যাঁ···

তারপর সর্ব্বজয়া বলিল—আমার একটা কথা রাখতে হবে মামীমা···

—বলো···

সর্ব্বজয়া বলিল—নিজের হাতে আপনাকে দুখানি লুচি ভেজে আমি দেবো, এত বড় সাহস ··

হাসিয়া মুক্তেশ্বরী বলিলেন—লুচি নয় মা···বেশ, তুমি যদি খুশী হও ···ঐ বাজরার মধ্যে তরী-তরকারী আছে···কিছু ফলও এনেছি···নিজের হাতে দু' চারটে ফল কেটে দাও···আমি খুশী মনে খাবো ?

হাসিয়া সর্ব্বজয়া বলিল—গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করা···বেশ ! শ্বশুর-বাড়ীর আপন-জন কেমন, জানিনা··সে জন্য মনে এত দুঃখ পাই···! মেয়ে-মানুষের মন শ্বশুর-বাড়ীর লোকের জন্য কি রকম আকুল থাকে !

হাসিয়া মুক্তেশ্বরী বলিলেন—ঠাকুর-দেবতা বিসর্জ্জন দিয়ে ব্রাহ্ম হলেও মেয়ে-মানুষের মন বদলায় না···না, বৌমা ?

মুক্তেশ্বরী দেবীকে থাকিতে হইল।

এবং তার মধ্যে বাড়ী ফিরিল সর্ব্বজয়ার দুই ছেলে। ক্ষিতীশ বড় সতীশ ছোট।

সর্ব্বজয়া বলিল—ঠাকুমা। প্রণাম করো।

দুই ছেলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল···

তারপর রঞ্জনকে নির্দ্দেশ করিয়া সর্ব্বজয়া কহিল—মামাবাবু···এঁকে প্রণাম করো।

রঞ্জন কাঠ হইয়া একখানা ইংরেজী বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল—তার যেন কৃচ্ছ্র-সাধন চলিয়াছে ! পিসিমার কাণ্ড দেখিয়া মেজাজে আগুন লাগিয়া আছে ! আর সেই তপ্ত মন লইয়া চুপচাপ বসিয়া সে-ঝাঁজ সহ্য করিতেছে ! মাঝে মাঝে মন হইতেছিল, সেকালে জহর-ব্রতে রাজপুত

মেয়েরা যে আগুনে ঝাঁপ দিত···সে আগুনের ঝাঁজ কি ইহার চেয়ে বেশী ছিল ?

ক্ষিতীশ-সতীশ প্রণাম করিলে রঞ্জন বলিল—হ্যাঁঃ আবার প্রণাম কেন ? হুঁঃ, আমি কি একটা মানুষ !···

তারপর সেদিনকার মতো আলাপ-পরিচয় সারিয়া মুক্তেশ্বরী যখন উঠিলেন, বেলা তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা···

রঞ্জন বলিল—একখানা গাড়ী ডেকে আনি···

সঞ্জয়া বলিল—আপনি কোথায় যাবেন দাদা ? ক্ষিতীশ গিয়ে গাড়ী ডেকে আনুক···

—না না, ও ছেলেমানুষ···ও কোথায় যাবে ? পথে গাড়ী-ঘোড়ার ভিড়···বাস-ট্রাম-মোটর···

বলিতে বলিতে দ্বিতীয় নিষেধ-বাক্য উত্থিত হইবার পূর্বেই রঞ্জন সরিয়া পড়িয়া একেবারে পথে আসিল।

আসিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল !···পিসিমা একেবারে দাতাকর্ণ হইয়াছেন সকলের জন্য প্রাণ কাঁদে ! সকলের জন্য টাকা-পয়সা বৃষ্টি করিতে পারেন ! শুধু তারি বেলায় পিসিমার দানের ঝারি বিশুষ্ক হইয়া যায় ! এই যে আদা-জল খাইয়া ক'দিন ধরিয়া পিসিমার পরিচর্য্যায় নিমগ্ন হইয়া আছে··· কতবার প্রাণ খুলিয়া কত কথা বলিল ! নির্লজ্জের মতো বলিল, ইরাবতী-কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়া গৃহবাসী করো পিসিমা। সে কথা তুচ্ছ-বোধে উড়াইয়া দিলেন ! একে স্ত্রীলোক, তার উপর ধন-সম্পত্তির মালিক ! লোকে

যে-বলে, স্ত্রীলোকের হাতে পয়সা থাকিলে পৃথিবীকে সে দেখে যেন মধুপর্কের বাটি, মানুষকে মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করে না·· সে কথা এত সত্য, এ দু-দিন পিসিমার সংস্পর্শে থাকিয়া রঞ্জন হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়াছে !···

সেকণ্ড-ক্লাশ গাড়ী ডাকিয়া রঞ্জন ফিরিল। পিসিমা বলিলেন,—কোথাকার জন্য ভাড়া করলি ?

—শেয়লদা ষ্টেশন।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—না রে···আমার এক বন্ধু আছে। হাইকোর্টের উকিল রাধামাধব বাবু···তাঁর স্ত্রী মানদা···দুজনে বড্ড ভাব ! এতদূর এলুম, রাতটা আজ তার ওখানেই থাকবো···

রঞ্জনের মাথা হইতে পা পর্যান্ত জ্বলিয়া উঠিল ! রঞ্জন কোনো কথা বলিল না।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—রাধামাধব বাবু থাকেন ভবানীপুরে··· গাড়োয়ানকে বল সেইখানে যাবে···

রঞ্জন বলিল—শেয়ালদা নয় রে, ভবানীপুর যেতে হবে।

কোচম্যান বলিল,—দো-রূপেয়া লিবো, বাবু···

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—তাই নিস্। আসি মা···আসি ক্ষিতীশ, সতীশ, করুণা। আর হিমু,···তোমার আদর-যত্ন চিরদিন মনে থাকবে !

পিসিমাকে ভবনীপুরে পৌছাইয়া দিয়া রঞ্জন বিদায় লইল। বিদায় লইবার সময় পিসিমাকে শুধু প্রশ্ন করিল—কাল আমায় নিতে আসতে হবে ? কাঞ্চীপুর যাবে তো ?

পিসিমা বলিলেন—না এলেও এখান কাউকে সঙ্গে নিয়ে আমি যেতে পারবো…

—তাহলে আমার আসবার দরকার নেই ?

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—বারণ করছি না…তবে তোমার কাজ-কর্ম্ম থাকতে পারে তো ! আমাকে মাথায় নিয়ে ঘুরলে তো চলবে না ! তাছাড়া আমি সকালে যাবো, কি, বিকেলে যাবো, এখন বলতে পারছি না…

রঞ্জন বলিল—কাল সকালে এসে আমি তাহলে খপর নিয়ে যাবো'খন !

—এসো…

রঞ্জন চলিয়া আসিল ; মুক্তেশ্বরী দেবী ঢুকিলেন রাধামাধবের অন্দরে।

পুরানো বান্ধবীকে মানদা যেন লুফিয়া লইলেন ! তাঁর বড় মেয়ে সদ্য শ্বশুড়-বাড়ী হইতে আসিয়াছে…মন আনন্দে পরিপূর্ণ, তার উপর মুক্তেশ্বরীকে পাইয়া সে-আনন্দ আরো বাড়িল।

মানদা বলিলেন—দু'চারদিন ছাড়বো না। সত্যি, একা মানুষ,… কোনো লেজুড়ি নেই, কেন যে মাঝে-মাঝে আসো না !

মৃদু হাস্যে মুক্তেশ্বরী বলিলেন—এমনি আসা হয় না ! ঝক্কি নেই, ভবো ? নানান্ ঝঞ্ঝাট !…আসলে, যখ হয়ে বসে আছি বৈ তো না… আমার কিছু নয়…তবু যক্ষের ধন আগলানো…তার দায় বোঝো না তো !

মানদা বলিলেন—ইউনিভার্সিটিকে নাকি তুমি দশ হাজার টাকা দেছ ? রাজীববাবুর নামে মেডেল দেওয়া হবে…

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—সে তো দু'বছর হলো !…তিনি তখন বেঁচে…

বললুম, টাকাটা ইউনিভার্সিটিকে দাও···মেয়েদের মধ্যে বি-এতে বাঙলায় যে-মেয়ে ফার্ষ্ট হবে, সে পাবে মেডেল !···আমার নামে মেডেল দেবেন বলেছিলেন, আমি তা দিতে দিই নি···ওঁর নামেই দেবার ব্যবস্থা হলো।

মানদা বলিল—হঠাৎ আমাদের কথা মনে পড়লো যে···

—হঠাৎ নয়, ভাই···আসতে হলো কাজে। সেই সঙ্গে ভাবলুম, একটা রাত্তির তোমার কাছে থেকে যাই।

মানদা বলিলেন—খুব ভালো করেছো। ওরে হেম, ও টুনি···এদিকে আয়, ভাখ্, কে এসেছে···

মার আহ্বানে বড় মেয়ে হেমদা, মেজ মেয়ে কুন্দদা তখনি আসিয়া দাঁড়াইল; মুক্তেশ্বরীর পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া কুতূহলী দৃষ্টিতে মার পানে চাহিল।

মানদা বলিলেন—আমার মুখে নাম শুনেছিস, মুক্তো···মুক্তেশ্বরী রে··· রাজীব বাবুর স্ত্রী···দুজনে একদিন কি ভাব হয়েছিল। মুক্তো গিয়েছিল মামার বাড়ী···আসানসোলে। মামা জগৎ বাবু তখন সেখানে ডেপুটি··· মুক্তো বি-এ পাশ···একদিন এই কলকাতায় এক মেয়ে-স্কুলে ছিল হেড মিস্ট্রেশ্! তারপর হইল রাজীব বাবুর সঙ্গে বিয়ে! তোরা এত গল্প-উপন্যাস পড়িস্···ঠিক সেই গল্প-উপন্যাসের মতো·

মুক্তেশ্বরী দেবী মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,— আঃ, মেয়েদের কাছে আর ব্যাখ্যানা করতে হবে না!···কি নাম তোমাদের, মা?

মেয়েরা নাম বলিল।

মুক্তেশ্বরী দেবী প্রশ্ন করিলেন—দুটিরই বিয়ে হয়েছে, দেখছি! কোথায় বিয়ে হলো? জামাইরা?

মানদা দেবী বলিলেন—বড়র বিয়ে হয়েছে চুঁচড়োয়···জামাই ওকালতী করছে। মেজো কুলদার বিয়ে হয়েছে কলকাতাতে···জামাই ক্যালকাটা পুলিশে সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর···পুলিশ হলেও আচার-ব্যবহার খুব ভালো···

হাসিয়া মুক্তেশ্বরী বলিসেন—যে ভাবে বললে, তাতে মনে হয়, পুলিশে চাকরি করলে মানুষ ভালো থাকে না।

মানদা বলিলেন—না ভাই, তা সত্যি কথা বলবো···যখন ওর এ সম্বন্ধ এসেছিল,শুনে আমি মহা আপত্তি তুলেছিলুম। বলেছিলুম, জুলুম-জবর-দস্তির চাকরি···রাজ্যের লোকের শাপমন্যি কুড়োবে···তারপর উনি বললেন, না, না, ছেলের বংশ ভালো···বি-এ পাশ! ওঁরা বললেন—একালে [illegible]র ভেতর-বার সব বদলে ভালো হয়েছে···এখন যে-সব ছেলে [illegible] ঢুকছে, তাদের মধ্যে শয়তানী-নেই।

তারপর কথায়-কথায় রামশশীর কথা উঠিল। এবং সে কথার সঙ্গে এক-হাজার টাকার নম্বরী নোট পাঠানোর বাসনা এবং সে নোট কর্পূরের মতো সেই উবিয়া যাওয়া···কোনো কথাই বাকী রহিল না।

শুনিয়া মানদা চমকিয়া উঠিলেন—কম কথা নয় তো! হাজার টাকার নোট অমনি উবে গেলেই হলো! নোটের নম্বর আছে তো?

—আছে।

—তাহলে উপায় আছে···তুমি ভেবো না। ওঁর কাছে বলো···বলে নোটের নম্বর দাও···সে নোট আদায় হবেই হবে। সে-নোট যেই ভাঙ্গাক্ না কেন···তাকে ধরা পড়তেই হবে।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—তাহলে রাধুবাবুকে বলো ভাই। আমিও বলবো। তবে কী আনিনি তো···তুমি বলে দিলে ফাটা আর উনি নিতে পারবেন-না···

হাসিয়া মানদা বলিলেন—বেশ, বেশ, ফী ওঁকে মাপ করতে বলে দেবো'খন···

রাত্রির আহারে একটু সমারোহ ছিল। দুই জামাইয়ের নিমন্ত্রণ হইয়াছে ···জামাইরা আসিয়াছে···সেই সময় মানদা বলিলেন স্বামীর কাছে মুক্তেশ্বরীর হারানো নোটের কথা।

তিনি বলিলেন—এ নোট উদ্ধার করে দিতে হবে···সত্যি, এক টাকা নয়, দু'টাকা নয়···এক হাজার টাকা···এত টাকা জলে যাবে? ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়!

কথা শুনিয়া মেজ জামাই ক্যালকাটা-পুলিশের সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার যোগী বলিল—আমি বার করে দেবো মাসীমা···। আমায় আপনি নোটের নম্বর দেবেন। সমর বাবু আছেন···পাকা ডিটেকটিভ্···আমায় তিনি খুব ভালো বাসেন···তার উপর তাঁর সঙ্গে আমি এখন কাজ করছি লালবাজার ডি-ডিতে। সমর বাবু হলেন অভিজ্ঞ অফিসার···

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—উদ্ধার করে দাও বাবা···মন খুলে আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমাদের মঙ্গল হোক্!

যোগীন্দ্রর কথায় সমর মিত্র এ-কাজের ভার লইলেন। তিনি বলিলেন—কলকাতা-পুলিশ এ-কেশ নিতে পারে না। তা না নিলেও আমি এ-নোট আদায় করে দেবো! তবে একবার শুধু কাঙ্কীপুরে যেতে হবে। বাড়ী-ঘর

দেখে আসবো আর সেই সঙ্গে ওখানকার পুলিশ যেটুকু যা করেছে, জানা দরকার।

যোগীন্দ্র বলিল—বেশ,···যেদিন যাবেন, যাবার ব্যবস্থা করে দেবো। সেই সঙ্গে আমারও একটু পল্লী-দর্শনের সুযোগ···

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—সামনের [illegible]রে চলো তাহলে···কিন্তু এ-কাজে চলেছি, সে-কথা ঘুণাক্ষরে যেন প্রক[illegible] না পায়!

যোগীন্দ্র বলিল—আমার শাশুড়ী ঠাকরণ ব[illegible]ন, উনিও একবার যাবেন সেখানে···

সমর মিত্র বলিলেন—তাঁকে তাহলে ঐ দিনই নিয়ে চলো। সকলে [illegible] করবে, ওঁর পরিবারভুক্ত আমরা ওঁর সঙ্গে কাঞ্চীপুর এসেছি···

যোগীন্দ্র বলিল—সেই ব্যবস্থাই করবো···

সমর মিত্র বলিলেন—সেদিন হাতে আমি আর অন্য কাজ রাখবো না ··পাকা কথা রইলো, যোগীন···

যোগীন্দ্র বলিল-—নিশ্চয়, স্যর···
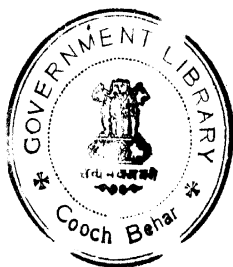
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রঞ্জনের শপথ

পাঁচ-সাত দিন পরের কথা ।

নীলধ্বজের মনে সুখ নাই···অনুক্ষণ সেখানে ঝড় বহিতেছে! কাঞ্চীপুরে নিজের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠায় মনকে গুঁজিয়া ধরিলেও মন ধূলা-কাদা ঝাড়িয়া বার-বার মাথা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়···বলে, কার জন্য, এমন অধ্যবসায়? এর নাম কি জীবন?···a solitary fly (নিঃসঙ্গ পতঙ্গ)!

নীলধ্বজ প্রায় আসিয়া দেখা করে হীরাবতীর সঙ্গে···বলে—এ জায়গা আমার জন্মভূমি নয়···ধাত্রীভূমি! এ ভূমিতে আমি মাথা দিয়ে থাকবো চিরদিন···

এবং এমনি কথার মধ্যে একদিন মনকে সে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সেদিন হীরাবতীর কাছে স্পষ্ট-ভাষায় বলিল— আমায় যদি অপাত্র না মনে করেন, আপনার ভগ্নীর সঙ্গে বিবাহ দেবেন

হীরাবতী বলিলেন—এ সম্বন্ধে আমি অনেক ভেবেছি, নীলুবাবু। আসলে, আমার মাথার উপর পুরুষ-অভিভাবক নেই···জানো তো, মেয়ের বিয়ে দিতে হলে শুধু পাত্রটিকে দেখলেই চলে না···পাত্রের বাড়ীর লোকজন—তাঁরা বৌকে কি ভাবে নেবেন···

বাধা দিয়া নীলধ্বজ বলিল—যে সম্বন্ধে আপনাকে এটুকু বলতে পারি, আমার বাড়ীর লোক আমার স্ত্রীকে···মানে, পছন্দ করে আমি যাঁকে বিয়ে করবো, তাঁকে কখনো অনাদর করতে পারবেন না।

হীরাবতী বলিলেন—তোমার পয়সা-কড়ি আছে···শুনেছি, তোমাদের ঘর খুব বনেদী ··কিন্তু তোমার এতদিন বিয়ে হয়নি কেন?

হাসিয়া নীলধ্বজ বলিল—তার কারণ, আমি বিয়ে করতে রাজী হইনি।

—না করবার কারণ?

নীলধ্বজ বলিল—কারণ বললে আপনি হয়তো হাসবেন। মানে আমাদের বাড়ীতে এখনো সব সেকেলে-ধারা···অর্থাৎ ওঁরা চান বারো তেরো বছরের একটি মেয়ে আনবেন বিয়ে দিয়ে···কলা-বৌয়ের মতে ঘোমটায় মুখ-ঢাকা বৌকে আমার হাতে তুলে দেবেন। তা কখনে হয়? আমার হাজার হোক, বয়স হলো ত্রিশের কাছে···এ বয়ে বারো-তেরো বছর বয়সের মেয়ে বিয়ে করে তাকে মানুষ করা···আমা পোষাবে না। তাছাড়া বিয়ে করে স্ত্রীকে আমি আমার কাছে রাখতে চাই। আমি কাজ করছি এখানে, থাকবো এখানে···আমার সম্বে কারুকে দিয়ে আপনি খোঁজ খপর নিন,···যদি কোনো দিক থেকে আমার বিরুদ্ধে এতটুকু কথা শোনেন···আমার সঙ্গে বিয়ের কথ চলতেই পারবে না!···

হীরাবতী বলিলেন—তাছাড়া ইরা ডাগর হয়েছে···ওর মতামত নেওয়া দরকার!

নীলধ্বজ বলিল—আপনি তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করতে পারেন···

হীরাবতী বলিলেন—একদিন বিয়ের সম্বন্ধে কথা কয়েছিলুম·· হাঁ ন কোনো কথাই ও বলেনি···

নীলধ্বজ কোনো কথা বলিল না···নিরুত্তরে চাহিয়া রহি হীরাবতীর পানে···

হীরাবতী ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—এতদিন আমার কাছে ছিল না, বিয়ের কথা ভাবিনি। অন্যায় হয়েছে।...সত্যি, ডাগর হয়েছে...বিয়ে ওর দিতে হবে!

কথাটা এইখানেই থামিয়া গেল...

নীলধ্বজ কোনো ইঙ্গিত না পাইয়া সেদিনকার মতো উন্মনা ফিরিয়া আসিল।

আসিল সে নিজের ডেয়ারি-ফার্মে। বেলা পড়িয়া আসিতেছে... ভৃত্যেরা গরুগুলাকে গোয়ালে পুরিয়া রাখিতেছিল, হঠাৎ বাহির হইতে কে ডাকিল—নীলুবাবু আছেন?

নীলধ্বজ বাহিরে আসিল। আসিয়া দেখে, সমর মিত্র।

বলিল—আপনি?

সমর মিত্র বলিলেন—এদিকে জমি বিলি হচ্ছে শুনে এসেছিলুম, খানিকটা জমি যদি পাই, দেখতে!

নীলধ্বজ বলিল—কিনবেন?

সমর মিত্র বলিলেন—কিনবো বৈ কি...জমি আছে?

নীলধ্বজ বলিল—তা বোধ হয় মিলবে।

—তোমার এ সব জমি কিনেছো নাকি?

নীলধ্বজ বলিল—এ জমি কেনা...ওদিকে খানিকটা জমি লীজ নিয়েছি।

—এইখানেই তাহলে আস্তানা নিচ্ছ?

—তাই...

সমর মিত্র বলিলেন—শুনেছি, এইদিকে তুমি ডায়েরি করেছো··· তাই খুঁজতে খুঁজতে এলুম···

নীলধ্বজ বলিল—আমার সম্বন্ধে এ খপর কে আপনাকে দিলে, শুনি?

—রাজীব বাবুর স্ত্রীর কাছে আছেন রঞ্জন বাবু···তিনি বলছিলেন।

—তার সঙ্গে আপনার জানাশুনা আছে?

—জানাশুনা ছিল না···আজ জানাশুনা হলো।···ঐখানেই এসেছিলুম কি না। উনি হলেন এখানকার জমিদার। ক' বছর পরে পেন্সন নিতে হবে তো···কলকাতায় জমির যা দাম···তাছাড়া বিলাসের স্রোত বেড়ে চলেছে···আমাদের এ generation কোনো মতে দিন-এনে দিন-খেয়ে কলকাতায় থাকতে পারলেও পরে আমাদের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে স্বচ্ছন্দভাবে কলকাতায় বাস করা শক্ত হবে। তাই ভাবছি, এমনি জায়গায় জমি নিয়ে আস্তানা বাঁধা ভালো! এখান থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করে কলকাতায় কাজ-কর্ম্ম করা শক্ত হবে না···তার উপর এখানে আলো-বাতাস, টাটকা ফল-মূল শাক্-সব্জী মাছ-ভাত খেয়ে আরাম পাবে···

নীলধ্বজ বলিল—সে কথা সত্যি···Back to village (অপর গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন)—তাতেই আমাদের সুখ আর শান্তি···

—নিশ্চয়···চলো, তোমার গোবৎসাদি দেখে আসি। দুধ কত করে পাচ্ছো এখন?

—তা প্রায় দেড় মণ···

—প্রত্যহ?

—হ্যাঁ···

—কলকাতায় চালান দিচ্ছ?

—দিচ্ছি বৈ কি! কো-অপারেটিভের সঙ্গে বন্দোবস্ত। তারপর ভাবছি, মাখন ঘী ··এগুলো তৈরী করবো···বিশুদ্ধ জিনিষ যতখানি আর কি জোগান্ দিতে পারি, দেখবো।

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে you are sure to succeed (তোমার সাফল্য-লাভ সুনিশ্চিত)!

সমর মিত্রকে লইয়া নীলধ্বজ চলিল গোশালা দেখাইতে।

কথায় কথায় সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা, তোমাদের ঐ রঞ্জনবাবুটি কেমন লোক?

নীলধ্বজ বলিল—মানে?

সমর মিত্র বলিলেন—সাহেবী মেজাজ···স্বাধীন মন। অথচ শুনছি, পিসিমাকে আঁকড়ে এই পাড়া-গাঁয়ে এতকাল পড়ে আছেন। · ওঁর বাপ তো মুন্সেফ ছিলেন···ঠাকুর্দ্দা ছিলেন ডেপুটি···

নীলধ্বজ বলিল—হ্যাঁ···

—রঞ্জনবাবু কলকাতায় থাকেন না তো?

—না। ও পশ্চিমে থাকতো···বাপ মারা গেছেন। শুনেছি মাতা-মোর দিক থেকে রঞ্জন এলাহাবাদে কিছু সম্পত্তি পেয়েছে। কলকাতায় ঠাকুর্দ্দা বাড়ী তৈরী করেছিলেন, সে-বাড়ী ওর বাবা বেচে দেন···ভায়ে-দের সঙ্গে পার্টিশন হতে বাড়ীর ওয়ান-থার্ড শেয়ার পেয়েছিলেন রঞ্জনের বাবা। পাঁচিল-তোলা পায়রার খোপ রেখে কাজ নেই বলে সে-বাড়ীর শেয়ার বেচে দেন···তারপর শ্বশুরের সম্পত্তি পান এলাহাবাদে···

সমর মিত্র বলিলেন—রঞ্জনবাবুরা ক' ভাই?

—তিন ভাই। রঞ্জন সকলের ছোট। আর দু' ভাই চাকরি করে। একজন প্রোফেসর, আর-একজন ডাক্তার।

সমর মিত্র বলিলে—নিশ্চয় উনি বি-এ পাশ করেন নি!

—না…

সমর মিত্র বলিলেন—বুঝেছি। হোষ্টেলে থেকে যারা বাপের পয়সায় শুধু সাহেবীয়ানা করে, আর কেতা-কায়দা শেখে, আমাদের ক্যালকাটা-ইউনিভার্সিটি তাদের ডিগ্রী দিতে ভয় পায়…ভাবে, বা রে, সাহেব-মানুষ …অক্সন না হলে ওঁদের মানাবে কেন?…কিন্তু শুনেছি 'রেশ' সম্বন্ধে উনি একজন এক্সপার্ট!

নীলধ্বজ বলিল—রেশে ও যায় সেই কলেজ-ক্লাশ থেকে…

—হুঁ…এবং সেই রেশের নেশায় মশগুল্ হয়ে আছে। তাই ভাবি, এখানে পিসিমার কাছে বসে আছেন…কোনো উদ্দেশ্য আছে না কি?

নীলধ্বজ বলিল—কি করে বললো? আমায় একদিন ডেকে নিয়ে গিয়েছিল…ওর পিসিমার কুকুর আছে…সেই কুকুরের অসুখ দেখাতে…

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ…

তারপর কি যেন ভাবিলেন। ভাবিয়া তিনি বলিলেন আচ্ছা, আমি আসি নীলু…দেখে খুব খুশী হলুম। Wish you all success (তোমার সর্ব্ব-সাফল্য কামনা করি)!…

সমর মিত্রকে খানিকটা পথ আগাইয়া দিয়া নীলধ্বজ উদাস-মনে ফিরিতেছিল…সহসা দেখা রঞ্জনের সঙ্গে।

নীলধ্বজ ডাকিল—রঞ্জন…

রঞ্জন বলিল—হ্যাঁ।

—এদিকে?

রঞ্জন বলিল,—তোমায় একটি অনুরোধ করতে আসছি…

—বলো···

রঞ্জন বলিল—ইরাবতীর আশা তুমি ত্যাগ করো। পিসিমার ইচ্ছা, ইরাবতীর সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন···অর্থাৎ কথা হচ্ছে ভাই, পিসিমা তাঁর টাকা-কড়ি সব দেবেন ঐ ইরাবতীকে···ইরাবতী ওঁর পোষ্য কন্যা···

নীলধ্বজের বুকখানা ধ্বক করিয়া উঠল···বলিল—কিন্তু···

রঞ্জন বলিল—বুঝেছি, তুমি যা বলবে। মানে, ওসব গ্রামের মেয়ে লভ্-টভ্ বোঝে না। ওরা বোঝে ঘর-সংসার···গয়না-গাঁঠি, শাড়ী-ব্লাউজের গ্লামর। তাছাড়া এতকাল পিসিমার আশ্রয়ে মেয়ের মতো আদরে-ঐশ্বর্য্যে ডুবে আছে···পিসিমা আজ বলেছেন, বেশ, ইরার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো। তাই ভাই তোমায় বলতে এসেছিলুম, তুমি ওদিকে আর চেষ্টা করো না···তোমার কণ্ঠে বরমাল্য দিতে বহু রূপসী ছুটে আসবে'খন···শুধু তোমার একটু ইঙ্গিত···বন্ধু! তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ো না। যদি ভালোবেসে থাকো for friend's sake make a sacrifice. (বন্ধুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করো)···

উদ্যত নিঃশ্বাস চাপিয়া নীলধ্বজ বলিল—বেশ···

নীলধ্বজকে প্রণয়-পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া রঞ্জন খুশী-মনে গৃহে ফিরিল···

সমর মিত্র তখন চলিয়া গিয়াছেন যাইবার সময় মুক্তেশ্বরী দেবীকে বলিয়া গি[illegible]—[illegible] নোটের কিনারা হয়েছে। দু'চারদিনের

মধ্যে আপনার নোট উদ্ধার করে দিতে পারবো বলে মনে হয়। সেদিন আপনি কিন্তু একটু চমক খাবেন!

মনের উপর হইতে যেন পাথরের ভার সরিতেছিল···কিন্তু রঞ্জন আসিয়া আর এক ভার চাপাইয়া বসিয়াছে! পিসিমার দুই পা ধরিয়া সে প্রায় সত্যগ্রহ করিয়াছে—আমি কি চিরদিন অভাগার মতো ঘুরে বেড়াবো, পিসিমা? ইরাবতীকে তুমি মেয়ের মতো ত্থাখো, তার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও···তোমার কাছে আমায় রাখো। তোমার কথা শিরোধার্য্য করে' আমি চলবো চিরদিন। নাহলে আমার মানুষ হবার আর কোনো আশা থাকবে না। চিরদিন কি আমি ভেসে ভেসে বেড়াবো?···

এ-কথায় পিসিমার মন অনেকখানি আর্দ্র হইয়াছে···রঞ্জনের বাপের কথা মনে পড়িয়াছে···বিশ্বনাথদাদা···তাঁর পিতা ডেপুটি মহেশ্বর বাবু···মহেশ্বর বাবু তাঁকে কি ভালো বাসিতেন! তার উপর ঐ মামা মহেশ্বরের গৃহেই রাজীবনারাণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ এবং সে সাক্ষাতের ফলে তিনি এখানকার সিংহাসনে আসিয়া বসিয়াছেন!

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—মানুষ হবি, আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর!

সুবোধ বালকের মতো রঞ্জন পিসিমার চরণস্পর্শ করিয়া বলিল—তোমার পা ছুঁয়ে বলেছি পিসিমা তোমার আশ্রয়ে আমি মানুষ হবো।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নোটের পোর্ট

পরদিন সকালে মুক্তেশ্বরী দেবী আসিলেন ইরাবতীর কাছে। ডাকিলেন,—ইরা…

ইরাবতী আসিল।

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—আমার উপর অভিমান এখনো গেল না! কিসের অভিমান তোর? না বলে' কেন চলে এলি শুনি? আমার ভালোবাসার মধ্যে কি এমন পেয়েছিলি ইরা? তোকে নিয়েই যে আমি কোনোমতে বাস করছিলুম…

বলিতে বলিতে ইরাবতীকে তিনি বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

তাঁর কথা শুনিয়া হীরাবতী বাহিরে আসিলেন এবং এ দৃশ্য দেখিলেন।

মুক্তেশ্বরী চাহিলেন হীরাবতীর পানে, বলিলেন,—ইরাকে নিয়ে যেতে এসেছি!…ওকে যেতে বলো হীরা।

হীরাবতী বলিলেন—আমি ওকে ধরে রাখিনি তো…রোজ ওকে বলি…যা, যা রে

ইরাবতী বলিল—কিন্তু

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—কিসের কিন্তু,—শুনি…

ইরাবতী বলিল—সেই নোট…আমায় তুমি সন্দেহ করেছিলে, মা!

দু' চোখ কপালে তুলিয়া মুক্তেশ্বরী বলিলেন—ও মা—তোমায় করেছি সন্দেহ! কবে, ইরা?

—আমি যখন তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলুম ··

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—সে কথা আমার কাণেও যায়নি···আমার মনের পরিচয় তুমি তো জানো, ইরা···আমি যখন বলেছি, তোমায় আমি এক-নিমেষের জন্য সন্দেহ করিনি···

ইরাবতী বলিল—লোকজন ভাবছে, আমি গরীবের মেয়ে···

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—আমার বাড়ীর লোকজন তোমায় চেনে ইরা। তাছাড়া শোনো, দু'তিনদিনের মধ্যে সে নোটের কিনারা হবেই। খুব ভালো লোকে সন্ধান করছেন। তিনি আমায় বলে গেছেন। তিনি সব কথা শুনেছেন···পুলিশের কাগজ-পত্র দেখেছেন। এখানকার পুলিশকে অপদার্থ বলে গেছেন! এ নোটের কিনারা করা সহজ···এতদিনে কিনারা হওয়া উচিত ছিল!·········
কিন্তু সে কথা যাক্—তুমি গুছিয়ে নাও। নিয়ে এসো আমার সঙ্গে···

কুণ্ঠিত স্বরে ইরাবতী বলিল—একটা কথা···

—বলো···

ইরাবতী বলিল—দুদিন বাদে নোটের কিনারা হবে। এ দুটো দিন আমায় মাপ করো···দুদিন পরে আমি নিজেই যাবো । তোমায় ডাকতে হবে না···

মুক্তেশ্বরী দেবী একাগ্র দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন ইরাবতীর পানে, তারপর বলিলেন—বেশ···

ইরাবতী বলিল—আমি স্নান করতে যাচ্ছিলুম···

—যাও, তুমি স্নান করে এসো। তোমার দিদির সঙ্গে আমি কথাবার্ত্তা কই।

ইরাবতী চলিয়া গেল।

ইরাবতী চলিয়া গেলে মুক্তেশ্বরী দেবী খুলিয়া বলিলেন—রঞ্জনের প্রস্তাবের কথা…

বলিলেন—আমার পায়ে এসে ঠেকেছে…ঠেলতে পারি না হীরে। মামার নাতি…মামা আমায় বড্ড ভালো বাসতেন! তবে ভয় নেই! তোমায় আমি চুপিচুপি বলছি…আমার যা-কিছু, তা আমি ইরাকেই দিয়ে যাবো। রঞ্জনের সঙ্গে ইরার বিয়ে যদি হয়, তাহলেও সম্পত্তি হবে ইরার নামে…রঞ্জন সে-সম্পত্তিতে দাঁত ফুটোতে পারবে না!

হীরাবতী যেন কাঠ! যে ইরাবতীর বিবাহের জন্য সম্প্রতি দুশ্চিন্তা জাগিয়াছে…কিন্তু নীলধ্বজ…?

তিনি মুখ ফুটিয়া কোনো কথা প্রকাশ করিলেন না।

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—রামশশীর বৌকে দেখে এলুম—বড্ড কষ্টে আছে। বউটি ভারী ভালো—কারো কাছে হাত পেতে ভিক্ষে করেননি …নিজে মাষ্টারি করে ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করছেন। তাঁর ভাগনে …তিনি রাগ বা অভিমান করতে পারেন ভাগনের উপর—কিন্তু তাঁর এত টাকা থাকতে ভাগনের ছেলেমেয়ে মানুষ হবে না, এতে তাঁরি দুর্নাম…কি বলো হীরে?

হীরাবতী বলিলেন—নিশ্চয়…

মুক্তেশ্বরী বলিলেন—ওদের ব্যবস্থা আমি করবো বৈ কি…ভালো ব্যবস্থা।

দু'দিন পরে সমর মিত্র আসিয়া দেখা দিলেন! মুখে সিগারেট গুঁজিয়া রঞ্জন বাড়ীর সামনে বাগানে পায়চারি করিতেছিল··· পিসিমা আশা দিয়াছেন, ইরাবতীর সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা হইবে··· সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া তার মধ্যে কত রঙীন ছবি সে রচনা করিতেছিল!

সমর মিত্র বলিলেন—নমস্কার রঞ্জন বাবু···

স্বপ্ন-ভঙ্গে রঞ্জন চমকিয়া উঠিল! বলিল—আপনি হঠাৎ এখানে?

সমর মিত্র মৃদু হাস্য করিলেন, বলিলেন—ফর্ম্মাল!

—তার মানে? এখানে জমি নেওয়া ঠিক করলেন···সত্যি?

—আপনি কি বলেন?

রঞ্জন বলিল—অকপট সত্য কথা বলবো?

—নিশ্চয়।

রঞ্জন বলিল—দু'দিন মুখ-বদলানোর জ[illegible]শ···তারপর ভয়ঙ্কর dull (বিরস) লাগবে! মনের মতো সঙ্গী [illegible]ন না···তার উপর না আছে সিনেমা, না থিয়েটার···কিছু না!

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি এখানে কি করে আছেন?

রঞ্জন বলিল—পিসিমার আর কেউ নেই। উনি বলেন, ওঁকে কে দেখবে? তার উপর উনি ধরেছেন, আমাকে এখানেই থাকতে হবে! এ-বয়সে ওঁর মনে কষ্ট দেবো? নিরুপায় তাই···

মৃদু হাস্যে সমর মিত্র বলিলেন—আপনি তাহলে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করে' এখানে পড়ে আছেন!···ভালো! এ-যুগে ত্যাগী লোক দেখা যায় না! আচ্ছা, আপনার পিসিমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই···

রঞ্জন বলিল—জমি নেবেন তাহলে ঠিক ?

সমর মিত্র বলিলেন—জমি নিতে হলো নিরুপায়ে·· বুঝলেন রঞ্জনবাবু !

সমর মিত্র দেখা করিলেন মুক্তেশ্বরী দেবীর সঙ্গে···বলিলেন—এ-সময়ে আর কেউ এখানে আসবেন না···

তাই হইল !

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার নোট পাওয়া গেছে·· এবং এই নোটের সম্পর্কে দু'জন লোক গ্রেফ্‌তার !

মুক্তেশ্বরী দেবীর মনে চমক ! তিনি বলিলেন,—কলকাতায় নোট পাওয়া গেল ?

—নিশ্চয় ! · কলকাতা হলো মহা-তীর্থ·· কাজেই কলকাতা ছাড়া এক হাজার টাকার নোট আর কোথায় গিয়ে ভিড়বে ?

এ-কথার অর্থ না বুঝিয়া মুক্তেশ্বরী চাহিলেন সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র বলিলেন—সুসংবাদ, সন্দেহ নেই ! কিন্তু এ নোট চুরি গেছে বলে, থানায় যখন ডায়েরি লেখানো হয়েছে, তখন···মানে, এই সঙ্গে দুঃসংবাদ আছে···ভারী রকমের দুঃসংবাদ !

—দুঃসংবাদ !

মুক্তেশ্বরী দেবীর দু'চোখ কপালে উঠিল !

সমর মিত্র বলিলেন—নোটের পিছনে কার নাম সই আছে, জানেন ?

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মুক্তেশ্বরী বলিলেন,—না···

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার ভাইপো রঞ্জনবাবুর!

তখনি যদি সামনে বাজ পড়িত, মুক্তেশ্বরী এমন চমকিত হইতেন না!

সমর মিত্র বলিলেন—রেশকোর্সে ও-নোট চলে গিয়েছিল। রঞ্জন বাবু এখানে ছিলেন চুরির সময়। তার উপর উনি রেশ খেলেন—শুনে বুঝলুম, এখানে থাকেন না, আসেন না—এসে ক্রমে এখানকার মাটীর মায়ায় পিসিমার উপর ভক্তিতে গদগদ হয়ে বসে আছেন···আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়! তখন মাটীর মায়া আর পিসিমার উপর ভক্তির কারণ খুঁজলুম! কারণ বুঝলুম, টাকা! টাকায় পাড়াগাঁ মিষ্টি লাগে—পিসিমার উপর ভক্তি জাগে! এবং···মানে, তখনি আমার সন্দেহ হয়েছিল ওঁর উপর। এখন···

মুক্তেশ্বরী দেবী বলিলেন—ওকে গ্রেফতার করবেন?

—নিরুপায়!

মুক্তেশ্বরী দেবীর বুকখানা যেন ফাটিয়া যাইবে! তিনি বলিলেন—এ যে হিতে বিপরীত হলো, বাবা!

—উপায় নেই।

—তার মানে, জেল? রঞ্জন আমার ভাইপো···

—জানি।

—জেল থেকে বাঁচবার কোনো উপায় নেই?

সমর মিত্র বলিলেন—আছে···কোর্টের হাকিমের কাছে দোষ কবুল করে কোনোমতে জামিনে খালাস মিলতে পারে—ক্রিমিনাল-প্রোসিডিওর কোর্টে 562 Section (৫৬২ ধারা) আছে···ফার্ষ্ট অফেণ্ডার

(প্রথম অপরাধী) যারা, হাকিম মনে করলে সচ্চরিত্রতায় কবুল-জামিনে তাদের জেল-খালাস দিতে পারেন!

বিগলিত কণ্ঠে মুক্তেশ্বরী বলিলেন,—তাই করে দিয়ো বাবা···

—করবো! কিন্তু এখন গ্রেফ্‌তার···

—একটা টি-টি পড়ে যাবে···ছি ছি ছি! হতভাগা পায়ে ধরে টাকা চেয়ে নিলে না কেন? বলো তো বাবা, সকলে কি বলবে? আমিই কি মুখ দেখাতে পারবো?

সমর মিত্র বলিলেন,—সে কথা আমি ভেবেছি। আমার মনে হয়, এখানে এসম্বন্ধে কোনরকম উচ্চবাচ্য নয়! ওঁকে আমার সঙ্গে আসতে বলুন···আমি থানায় গ্রেফ্‌তারী লিখিয়ে জামিনে খালাস দেওয়াবো। কিন্তু তারপর উনি পালাবেন না তো?

মুক্তেশ্বরী বলিলেন,—সে সম্বন্ধে আমি জামিন থাকবো···এ ছাড়া আর উপায় কি?

—বেশ···তাহলে ওঁকে আপনি বলে দিন···থানায় নোটের ব্যাপারের জন্য ওঁকে যেতে হবে এখন। আর আপনার সেই কর্ম্মচারী ···অক্ষয় বাবু···তিনিও যাবেন। তাঁকে দিন আমার সঙ্গে। নিঃশব্দে আমি এধারকার ব্যবস্থা করে আসবো'খন!

মুক্তেশ্বরী বলিলেন, —বেশ বাবা।···তারপর ঐ যে বললে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে সিকিউরিটি বণ্ডের কথা···

সমর মিত্র বলিলেন—সেটা সময়-সাপেক্ষ! দু' দশদিন সে জন্য অপেক্ষা করতে হবে···বেশী সময় এতে লাগবার কথা···কিন্তু চটপট যাতে এ গোলযোগ শেষ হয়, সে-চেষ্টা আমি করবো।

—তোমার উপর এর ভার রইলো বাবা !

*　　*　　*　　*

কথাটা শত-প্রয়াসেও চাপা রহিল না···আগুনের মতো সারা গ্রামে প্রকাশ হইল ··

এবং কোর্টে জামিন দিয়া কোনোমতে জেলের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে রঞ্জনের সময় লাগিল প্রায় দেড় মাস। কোর্টে জামিন দিয়া রঞ্জন পিসিমার গৃহে আর ফিরিল না—অক্ষয়ের কাছ হইতে গোটা পঞ্চাশেক টাকা লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল !···

রঞ্জনের এ গোলমাল মিটিবার তিনদিন পরের ঘটনা···

হীরাবতীর কাছে কে আসিয়া খপর দিল,—একা আছেন ·· নীলধ্বজবাবু · আজ দশদিন খুব অসুখ···একবার দেখা করতে চান্ !

এ-সংবাদ শুনিয়া হীরাবতী তখনি ছুটিলেন নীলধ্বজকে দেখিতে। ···ছেলেটির উপর তাঁর মায়া জন্মিয়া গিয়াছে···ছেলেটি বড় ভালো··· আহা !

নীলধ্বজ শুইয়া আছে ··দেহ যেন পাত্ হইয়া গিয়াছে !

হীরাবতী বলিলেন—এমন অসুখ ·আর আমাদের একটা খপর দাওনি !

মুখে ম্লান হাসি···নীলধ্বজ বলিল—অনর্থক জ্বালাতন করবো, তাই খপর দিইনি !

হীরাবতী বলিলেন—তাতে জ্বালাতন হবো, এই তোমার বিশ্বাস ?

নীলধ্বজ বলিল,—না, না·· আমি জানি, আমায় আপনি খুব স্নেহ-মমতা করেন। অসুখ শুনলে আপনার দুশ্চিন্তার সীমা থাকবে না··· সেইজন্যই খপর দিইনি। তাছাড়া আমার এক বন্ধু ডাক্তার···তার কাছে লোক পাঠিয়েছিলুম···সে এসে আমার কাছে ছিল·· সেবা করেছে · চিকিৎসা করেছে···

হীরাবতী বলিলেন—আমায় তুমি খপর না দিয়ে খুব অন্যায় করেছো··সে-অন্যায় আমি কোনোদিন ক্ষমা করবো না।

নীলধ্বজ মৃদু হাসিল···বলিল—আপনাকে দিদি বলেছি। ছোট ভাইয়ের অপরাধ দিদি ক্ষমা না করে থাকতে পারেন না কখনো !

হীরাবতী বলিলেন—তোমার বাড়ীতে খপর দাওনি কেন ?

নীলধ্বজ একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। বলিলেন,—আমি আমার ঐ পরিচয়টুকু আপনার কাছে গোপন রেখেছিলুম··আজ এ-অসুখে নিজেকে খুব অসহায় বলে' মনে হয়েছে। দেহের জন্য মন চঞ্চল হয়ে রয়েছে, দিদি···আজ সে কথা বলবো···

এ কথায় হীরাবতীর মন মমতায় বিগলিত হইল। নীলধ্বজের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন,—বলো···

নীলধ্বজ যা বলিল, তার মর্ম্ম,—বাড়ীতে সকলে সেকালের ধারা-সংস্কার আঁকড়াইয়া বসিয়া আছেন। যেন বাল্মিকির মতো··যে-মার নিন্দা করিলে ছেলের মুখ পুড়িয়া যায়···সেই মা···নীলধ্বজের মা নিষেধ না শুনিয়া এগারো বছর বয়সের ছোট বোনটার বিবাহ দিয়াছিলেন অগাধ সম্পত্তি দেখিয়া এক বৃদ্ধের সঙ্গে। মাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া নীলধ্বজ দশ বৎসর পূর্ব্বে সেই যে ঘরছাড়া হইয়া চলিয়া আসিয়াছে · সে ঘরে আর ফিরে নাই ! সে বোনের বয়স এখন একুশ··· বিবাহের দু বৎসর পরে বিধবা হয়···এবং বিধবা বোনকে নীলধ্বজ নিজের কাছে আনিতে চাহিয়াছে, তাহাতেও চারিদিক হইতে বহু বাধা····শেষে শ্বশুরবাড়ীতে নির্য্যাতন সহিতে না পারিয়া বিধবা বোন সেদিন রাত্রে শাড়ীতে কেরোসিন জ্বালিয়া ইহজীবনের সঙ্গে সব সম্পর্ক

ঢুকাইয়া চলিয়া গিয়াছে···নীলধ্বজও সেই অবধি মার সঙ্গে বা পিতৃগৃহের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে নাই! ছেলে-বয়স হইতেই পাখী কুকুর পুষিত···গাছপালার সখ ছিল···সেই সব লইয়া বাস করিতেছে···

বলিতে বলিতে নীলধ্বজের কণ্ঠ গাঢ় হইল। নীলধ্বজ বলিতে লাগিল,—এখানে এসে ভালো আছি। লোকালয় ছেড়ে এইখানেই আমি কাজ নিয়ে থাকবো, ভেবেছিলুম। তারপর আপনার সঙ্গে দেখা হলো···আপনাকে দেখে আমার দিদির কথা মনে পড়লো। মন স্নেহের জন্য আকুল হয়ে ছিলো···তারপর দেখলুম ইরাবতীকে ···ঘর-সংসার সুখশান্তি—কত কি বাসনা মনে জাগলো!···

নীলধ্বজ চুপ করিল·· দুচোখ শ্রান্তি-ভরে মুদ্রিত হইল।

হীরাবতী ডাকিলেন—নীলধ্বজ···

—দিদি···

হীরাবতী বলিলেন—তোমার হাতে ইরাবতীকে—এত-বড় সৌভাগ্য কল্পনা করতে আমার সাহস হয়নি, ভাই। তুমি ইরাকে চাইছো, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য তার আর হতে পারে না!

নীলধ্বজ একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল—তা হবে না দিদি।

—কেন হবে না, ভাই?

—না···

হীরাবতীর মনে কাঁটার মতো একটা প্রশ্ন। তিনি বলিলেন,—ইরা তোমায় কিছু বলেছে?

—না

—তবে?

নীলধ্বজ বলিল—রঞ্জনের সঙ্গে ইরার বিবাহ দেবেন, রঞ্জনের পিসিমার ইচ্ছা।

হীরাবতী বলিলেন—রঞ্জনের সঙ্গে ইরার বিয়ে···অসম্ভব কথা!

—অসম্ভব?

—তাই···তুমি জানো না, এদিকে কি হয়ে গেছে?

হীরাবতী খুলিয়া বলিলেন—সেই এক-হাজার নোটের উদ্ধার কাহিনী এবং সেই সঙ্গে রঞ্জনের···

নীলধ্বজ বলিল,—আপনাকে একটা কথা বলবো?

—নিশ্চয় বলবে···

—রঞ্জনের উপর আমারও সন্দেহ হয়েছিল! রঞ্জন আমায় যেদিন বললে, ইরাবতী লেখাপড়া শিখলে কি হবে, গরীবের ঘরে জন্মানোর দরুণ টাকা-পয়সার উপর দারুণ লোভ···পিসিমার এক-হাজার টাকার নোট···অর্থাৎ ইঙ্গিতে আমায় বলেছিল, সে নোট ইরাবতী নেছে···

হীরাবতী রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন! বলিলেন,—এমন ইতর···

মৃদু হাস্যে নীলধ্বজ বলিল,—এ কথা সে বলেছিল, আমি যখন তার কাছে প্রথমে বলি ইরাবতীকে বিবাহ করতে আমার স্পর্দ্ধিত বাসনার কথা। সে-কথা আমি অবশ্য বিশ্বাস করিনি···কিন্তু ঐ কথা থেকেই রঞ্জনকে আমি সন্দেহ করেছিলুম···

হীরাবতী বললেন,—ও কথা শুনেও তুমি ইরাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে?

নীলধ্বজ বলিল—ইরা চোর, আমার কাছে যুধিষ্ঠির এসে এ-কথা বললেও, আমি তা বিশ্বাস করতুম না···

তারপর নীলধ্বজ সারিয়া উঠিলে হীরাবতীর উদ্যোগেই নীলধ্বজের সঙ্গে ইরাবতীর একদিন এক শুভ দিনে গোধুলি-লগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

মুক্তেশ্বরী দেবীর গৃহে বিবাহ হইল···এবং মুক্তেশ্বরী করিলেন কন্যাদান।

ইরাবতী

দিদির কাছে ইরাবতী রঞ্জনের ইতর অপবাদের কথা শুনিয়াছে।

ফুলশয্যার রাত্রি। ইরাবতী বলিল—আমি চোর, এ-কথা শুনেও আমায় বিয়ে করতে ইচ্ছা হলো···সত্যি?

নীলধ্বজ বলিল—হলো বৈ কি।

—কেন, শুনি?

নীলধ্বজ বলিল—আমি মানুষ চিনি···

ইরাবতী বলিল—ছাই! গরু-কুকুরের চিকিৎসা করো তুমি মানুষ চেনো!···আমায় কি চিনেছিলে, শুনি?

নীলধ্বজ বলিল—চিনেছিলুম···তুমি রত্ন···

—এইটুকুই? তবে তো খুব চিনেছিলে! আসল-চেনা চিনতে পারো নি··

নীলধ্বজ বলিল—আসল চেনা···তার মানে?

ইরাবতী বলিল—তার মানে, যেদিন তুমি কুকুরকে সারিয়ে তুললে, সেদিন সেই অবোলা পশুর উপর তোমার দরদ-মায়া দেখে আমার মন ভরে উঠেছিল···

নীলধ্বজ বলিল—সে কথা ইঙ্গিতে আমায় বুঝতে দাওনি কেন?

হাসিয়া ইরাবতী বলিল,—বা রে, আমি মেয়ে-মানুষ···আমার লজ্জা নেই বুঝি?

আবেগে ইরাবতীকে বক্ষ-লগ্ন করিয়া নীলধ্বজ বলিল—ঠিক কথা ···তুমি লজ্জাবতী বধূ!

— শেষ —